গ্রন্থাগার

756.3
006/15

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | বৈশাখ ১৩৯১

॥ সূচী ॥

পৃঃ

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (পুরুলিয়া, ২০-২২শে এপ্রিল, ১৯৮৪) সভাপতির ভাষণ ক ১

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা :
পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কর্মসূচী
—প্রবীর রায়চৌধুরী ১

রাজ্য ও জেলান্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা
—শিবানন্দ পাল ১১

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতায় কৃষি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা
—চৈতালী দত্ত ১৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের সমন্বয়
—জগমোহন দাশ ২২

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা
—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ২৬

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বাত্মক উন্নতি :
একটি বিশেষ দিক—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা
ভবানীকুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমিকায়
আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা
—অনিলচন্দ্র পাল ৩৩

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা জেলান্তরে সম্ভাবনা
—অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণের গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের কয়েকটি সূত্র
—অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অসিত চট্টোপাধ্যায়

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন্ পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩য় মলাট	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	— ৫৫০	— ৪৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১২৫	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ৫০০	— ৬০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি, এম.
ছাপা অংশের সাইজ ১০ × ১৮ সি, এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৪৯-৮৫৬৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০
Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০
মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত
বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু (সম্পাঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।
মূল্য—৭·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৩০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮১
মূল্য—৫·০০ [বাঁধা না ১০·০০]
খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩২-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা
আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি, ১৩৪ সি আই. টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | বৈশাখ ১৩৯১

সম্পাদকীয়

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩১তম অধিবেশন হয় পুরুলিয়া শহরে। সম্মেলন বসে হয়েছে ২০-২২ এপ্রিল। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উপস্থিতির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বোলপুর, শিলিগুড়ি সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উপস্থিতির সংখ্যা তার প্রমাণ। সম্মেলনের ব্যাপকত্ব স্বভাবতই এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন কোন একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্মেলন অনুষ্ঠান করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ছে। সম্মেলনের দায়িত্ব এসে পড়েছে জেলা কমিটিগুলির হাতে। জেলা কমিটিগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতা যথেষ্ট রয়েছে। একটা সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে অর্থব্যয় হয়, বা স্থান সংকুলানের প্রয়োজন হয় সেগুলি অধিকাংশের ক্ষমতার বাইরে। এরকম কয়েকটি কারণেই গত বৎসর সম্মেলন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। এদিক থেকে পরিষদের পুরুলিয়া জেলা কমিটি, পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি সহ অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় একটি ঘরোয়া পরিবেশে সম্মেলন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করে পরিষদের তথা সমস্ত গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে অন্যান্য জেলা কমিটি সাহস করে সম্মেলন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

এবারের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় : রাজ্য ও জেলাস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা। এই সঙ্গে আর যে বিষয় আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয় তা হল বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। একথা পুনরুক্তি হলেও হয়ত উল্লেখ করা অন্যায় হবে না যে ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সারা রাজ্য গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগারগুলিতে সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। রাজ্যস্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, জেলাস্তরে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তাব্যক্তি গঠিত হয়েছে এবং তার প্রভাব ক্রমশঃ পরিবর্ধমান। জেলা গ্রন্থাগার অফিসারের পদসৃষ্টি বিলম্বিত হলে অগ্রসর হচ্ছে। এর মধ্যেও গ্রন্থাগারগুলি যে নানাভাবে তাদের কর্মধারা অব্যাহত রাখছে এটা অবশ্যই আনন্দের কথা।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য নিঃসন্দেহে জনমুখী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। গ্রন্থাগার আইন তার প্রাথমিক পদক্ষেপ। কিন্তু

বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার প্রাথমিক শর্ত হলো গ্রন্থাগারগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার অবস্থার প্রবর্তন, গ্রন্থাগারগুলিতে শ্রেণীভিত্তিক অনুদান প্রথা, গ্রন্থাগার পরিচালনার নিয়মাবলীর প্রবর্তন, কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস কলস, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা, সুষ্ঠু বেতনক্রমের প্রবর্তন প্রভৃতি। সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনার অবস্থা সৃষ্টির জন্য এগুলি নির্দেশক। এখন যে কাজ প্রাথমিক ভাবে শুরু করা প্রয়োজন তা হল আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা।

বর্তমানে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট এবং কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে রাজ্যে অর্থ লগ্নীর পরিমাণ ক্রমশঃ সংকুচিত হওয়ার কারণে রাজ্যের পরিকল্পনা ব্যাহত হচ্ছে, ফলতঃ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে নির্ধারিত আর্থিক অনুদান পাঠাতে নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এবং নিত্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, কাগজ, বই, পত্র-পত্রিকার অভাব ও প্রভৃতি প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে শুধু আজ প্রয়োজন মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য করে—তাই জেলা স্তরেই হোক, রাজ্য-জেলা-শহর গ্রাম স্তরগুলিতেই হোক আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণ আগামী দিনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। আজও দিনে গ্রন্থাগারগুলির বিনোদনমূলক পাঠাগারগুলির ব্যবহার ও চাহিদার দিকে তাকিয়ে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার গুরুত্ব হয়ত উপলব্ধি করা অসুবিধাজনক হতে পারে কিন্তু পাঠকের ও অনুসন্ধিৎসার গুরুত্ব উপলব্ধি করলে আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতার বিষয় উপেক্ষা করা যায় না। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মধারা আমাদের দেশে নতুন না হলেও ব্যাপক নয়। বাস্তবক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিবর্তে অ-সহ-যোগিতাই বেশী চোখে পড়ে। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কতটা সহযোগিতা চলে তার কোন হিসাব আমাদের কাছে নেই। তবে জেলা গ্রন্থাগারগুলি তার প্রতিষ্ঠানিক সদস্যদের মাসে, দুই মাসে কিছু বই ধার দেয়। জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এই ধরণের সহযোগিতার নির্দিষ্ট কোন মান নেই। বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার বিভিন্ন ভাবে এই কাজ পরিচালনা করেন। এর একটা নির্দিষ্ট মান থাকা প্রয়োজন। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বা রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষাসনে রয়েছেন—এরকম ভাবা হয়, তার দৈনন্দিন পরিচালনার ব্যবস্থাটাই জীর্ণ হয়ে পড়েছে—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতাতো দূরের কথা। যা হোক, বর্তমান অবস্থা ও অসুবিধাগুলি বড় করে দেখলে চলবে না। নতুন কর্মধারা রচনা করতে হবে। বর্তমান সম্মেলন এগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য।

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কর্মসূচী

প্রবীর রায়চৌধুরী

সূচনা

'দেশ গড়তে মানুষ চাই মানুষ গড়তে গ্রন্থাগার চাই'—এই আওয়াজ তুলে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিগত ষাট বছর ধরে যে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেই আন্দোলন আজ এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জনগণের উদ্যোগ যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিনের পুরানো এই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন পরাধীন ভারতে যেমন পেয়েছে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিকূলতা, তেমনি স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম তিরিশ বছরে জুটেছে তৎকালীন সরকারের ঔদাসীন্য আর উপেক্ষা। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই অবস্থার এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্রন্থাগার কর্মী, ব্যবহারকারী ও সংগঠকদের সঙ্গে সঙ্গে রাজসরকারও আজ গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রতিটি গ্রন্থাগারের অনুদান বৃদ্ধি, গ্রামে-গঞ্জে বিপুল পরিমান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, বই মেলা সংগঠিত করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের সম্পদের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ভারতের বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটি অঙ্গরাজ্যের আর্থিক সম্পদ সীমাবদ্ধ। এর ফলে নানাভাবে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কাজের পরিধি দিন দিন সীমিত হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী মানুষের সম্মিলিত আন্দোলন একান্ত প্রয়োজন। তারই সঙ্গে প্রয়োজন যেটুকু সম্পদ আমাদের আছে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তার যথাযথ ব্যবহার। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে একটি ঐতিহাসিক নজিরও উল্লেখ করতে চাই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে রাশিয়ার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কমরেড লেনিন যে দুটি বিষয়ের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা হল : সমগ্র দেশে বিদ্যুত প্রকল্পের রূপায়ণ এবং জনশিক্ষার প্রসার। কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশের পুনর্গঠনের কাজে আপামর জনসাধারণকে অংশীদার করতে হলে তাদের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। জনশিক্ষার প্রসারই মানুষের চেতনাকে বৃদ্ধি করতে পারে। কমরেড লেনিন ঘোষণা করলেন যে জনশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হল গ্রন্থাগার। রাশিয়ার তখন সুসংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংখ্যাও খুব কম। তাই কমরেড লেনিন আমাদের জানালেন যে যেটুকু সুযোগ সুবিধা আছে তা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদ্ব্যবহার

করতে হবে, আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন দেন চালু করতে হবে। সূচনায় এই কথাগুলি বলা হ'ল এই উদ্দেশ্যে যাতে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার পটভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট থাকে।

১ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : লক্ষ ও উদ্দেশ্য

১১ সহযোগিতা কেন ?

মানুষ সামাজিক জীব। সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাস হ'ল পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার। সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ এনে দেয় তার অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। অপরদিকে বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নানা ধরণের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচীরও আশ্রয় নিচ্ছে। এক কথায় সহযোগিতা হচ্ছে মানুষের সংঘবদ্ধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

১২ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা : উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামাজিক লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা প্রয়োজন কেন—এই প্রশ্ন সর্বাগ্রে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কারণগুলি হল :

ক) অধিকাংশ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদির সংকলন (গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, শ্রবণ-বীক্ষণ বস্তু ইত্যাদি) স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় এবং আর্থিক অসঙ্গলতার জন্য তা হওয়া সম্ভবও নয়। গ্রন্থাদির ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য অনুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাদি বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, গ্রন্থাগারের সম্পদের যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব।

খ) বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের ছোট বড় অনেক গ্রন্থাগার আছে। সব গ্রন্থাগারে সব ধরণের প্রকাশন রাখা সম্ভব নয় এবং রাখার প্রয়োজনও নেই। কোন কোন গ্রন্থাগার বিশেষ ধরণের সংগ্রহ এবং নানা ধরণের পরিসেবামূলক কাজের দ্বারা সমৃদ্ধ। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সব গ্রন্থাগারের সম্পদ ও পরিসেবামূলক কার্যক্রম অন্য গ্রন্থাগারে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে। সামাজিক দিক থেকে তা বাঞ্ছনীয়।

গ) বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যৌথ বা সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রন্থাগারগুলির সম্পদের অপচয় বা অব্যবহার রোধ করা সম্ভব।

ঘ) সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা ও পরিসেবার মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করে সমাজের কাছে অধিকতর অর্থবহ করা সম্ভব।

ঙ) সর্বোপরি অর্থনৈতিক সাশ্রয় যেখানে গতান্তর নেই সেখানে সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর কোন বিকল্প নেই।

১৩ সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র ও কার্যক্রম

গ্রন্থাগারের কার্যপদ্ধতি ও পরিসেবামূলক কর্মসূচীর এমন কোন দিক নেই যেখানে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করা যাক যেখানে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব।

ক) গ্রন্থাদি সংগ্রহের নীতি ও কার্যক্রম (Document Acquisition Policy & Programme)

খ) বর্গীকরণ, সূচীকরণ ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক কার্যক্রম (Classification, Cataloguing and other Professional works)

গ) আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেন (Inter-library loan)

ঘ) এক গ্রন্থাগারের সদস্যপদ নিয়ে অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার (Interchangibility of membership cards)

ঙ) অনুসন্ধান সেবা (Reference Service) তথ্য পরিবেশন (Information Service) এবং নথীকরণ (Documentation) সম্পর্কে কর্মসূচী

চ) গ্রন্থ সংরক্ষণ (Preservation) বাঁধাই (Binding) এবং প্রতিলিপি উপাদান Reprographic materials) সরবরাহ

ছ) স্থানাভাব হেতু গ্রন্থাদির কেন্দ্রীভূত সংরক্ষণ (Central storage of documents)

জ) দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির বিশেষ সংরক্ষণ (Special programmes for preservation of rare and valuable materials)

ঝ) গ্রন্থাগারগুলির যৌথ সম্মিলিত সূচী প্রণয়ন (Union Catalogue of library materials)

ঞ) গ্রন্থযানের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী (Cooperative activities through mobile van)

ট) গ্রন্থাগারগুলির সম্পদের ব্যবহারের জন্য নানা ধরণের প্রচারমূলক কর্মসূচী (Extension activities for utilisation of library materials)

১৪ সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর আবশ্যিক শর্ত

আন্তগ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কর্মসূচী সার্থক করে তুলতে হলে যে সব আবশ্যিক শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তা হল :

ক) গ্রন্থাগার কর্মী, সংগঠক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব ও উদ্যোগ।

খ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ কাঠামো।

গ) বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার।

ঘ) স্থানীয়, জেলা বা রাজ্যস্তরে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো, নিয়মাবলী ও আর্থিক সংস্থান।

১৫ দেশ-বিদেশের নজীর

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিষেবার মান উন্নত করার প্রয়াস ক্রমবর্ধমান। ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে এই কর্মসূচীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় বলে বিরত থাকছি। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে না হলেও বড় বড় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে গ্রন্থাদির লেন দেন এবং পত্র-পত্রিকার যৌথ বা সম্মিলিত সূচী প্রণয়নের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

১৬ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই কর্মসূচীর গুরুত্ব

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে ও সরকার পোষিত (স্পনসর্ড) ২৫১৬টি সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও অনেক বে-সরকারী গ্রন্থাগার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাছাড়া আছে কলেজ ও উচ্চতর বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগার। কোন কোন জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাগারও আছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে সহযোগী করে সহযোগিতার কর্মসূচী গ্রহণের বাস্তব ভিত্তি যেসব কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা হল :

ক) বিভিন্ন জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে। সরকারী উদ্যোগে (স্পনসর্ডশিপ) ন্যূনতম ১০১টি (মালদহ জেলা) থেকে শুরু করে ৩৫৭টি (চব্বিশ পরগণা জেলা) সাধারণ গ্রন্থাগারের ইউনিট স্থাপিত হয়েছে।

খ) রাজ্য সরকার বর্তমানে বছরে ৫ কোটি

টাকা করে ধার করছেন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য। এর মধ্যে গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য বছরে ৬৫ লক্ষ টাকা এবং পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। এ ছাড়া সদস্যদের চাঁদা ও দানেও গ্রন্থাদি ক্রয় করা হচ্ছে। অধিকন্তু অনেক পুরানো ও ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগারের সংগ্রহ আগে থাকতেই বেশ সমৃদ্ধ। এর ফলে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজসাধ্য হবে।

গ) রামফল্ট সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রবর্তিত পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক (Local Library Authority) গঠিত হয়েছে। এর ফলে জেলা স্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের জন্য আইনানুগ সংস্থার সাহায্য পাওয়া যাবে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা (Intigration) আনয়ন করা যাবে।

২ জেলা স্তরে সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কর্মসূচী

২১ জেলাস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার কার্যক্রম রূপায়ণের সাংগঠনিক কাঠামো

ক) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় দুটি, চব্বিশ-পরগণা জেলায় তিনটি এবং অন্যান্য জেলায় একটি করে জেলা গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান, সমৃদ্ধ সম্পদ, গ্রন্থাগার আইনে এদের বিশেষ ভূমিকা ইত্যাদি বিবেচনা করে, জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের নির্দেশনায় জেলা গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই জেলা স্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে।

খ) জেলার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক (Local Library Authority) এই কর্মসূচী গ্রহণ এবং জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

২২ গ্রন্থাদি ক্রয়ক্ষেত্রে সহযোগিতা

ক) প্রতি জেলায় গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ক্রয় সম্পর্কে একটি নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। সব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সব গ্রন্থাগারে রাখার প্রয়োজন নেই। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর চাহিদা এবং গ্রন্থাগারের আর্থিক সামর্থ বিবেচনা করে এই নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক। Encyclopaedia Britannica নিঃসন্দেহে একটি উচ্চমানের রেফারেন্স গ্রন্থ। কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থটি এই মুহূর্তে রাখার কি প্রয়োজন আছে? একদিকে দুর্মূল্য, অপরদিকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কদাচিৎ এর ব্যবহার হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারত কোষ' গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষে যথেষ্ট। অনুরূপভাবে একটি জেলা গ্রন্থাগারে হয়ত এই রাজ্যে প্রকাশিত সব কয়টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা যেতে পারে, কিন্তু একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ২।৩টি সংবাদপত্র রাখলেই যথেষ্ট। এইভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রন্থ সংগ্রহ নীতি ঠিক করা প্রয়োজন।

খ) কোন একটি গ্রন্থাগার বিশেষ একটি বিষয়ে গ্রন্থাদি সংগ্রহে প্রাধান্য দিতে পারে। যেমন, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা সঙ্গীত চর্চা ও মন্দির স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। বাঁকুড়া জেলার সব গ্রন্থাগারে এই সম্পর্কিত সমুদয় গ্রন্থাদি রাখার প্রয়োজন না থাকলেও বিষ্ণুপুর সহর গ্রন্থাগারে এই সম্পর্কিত সমুদয় গ্রন্থাদি সংগৃহীত হওয়া উচিত। আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতে হবে কোন গ্রন্থাগারে কোন বিষয়ে গ্রন্থাদি সংগ্রহে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

গ) কেন্দ্রীয় ভাবে জেলা স্তরে গ্রন্থ ক্রয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হবে। জেলার প্রতিটি গ্রন্থাগার যে সব গ্রন্থ কিনতে চান তার

তালিকা প্রণয়ন করবেন। তালিকাভুক্ত গ্রন্থ সমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ক্রয় করা হলে নানা রকম সুবিধা হবে। বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জীর সাহায্য নিয়ে গ্রন্থের সঠিক লেখক, আখ্যা, প্রকাশক, সংস্করণ, মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণ করা সম্ভব। অনেক সময় স্থানীয় অঞ্চলে গ্রন্থটি পাওয়া নাও যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্থান হদিশ করে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ করা অনেক সুবিধাজনক। উপরন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রন্থ ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে কেন্দ্রীয়ভবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কাজও জেলা গ্রন্থাগারে সংগঠিত করা সম্ভব। এই বিষয়টি নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩ বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত কর্মসূচী

কালক্ষেপ না করে সঠিক ব্যবহারকারীর হাতে সঠিক গ্রন্থাদি বা গ্রন্থাদিতে সন্নিহিত তথ্য পরিবেশন করাই গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থাদি বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করে সুসজ্জিতভাবে রাখা একান্ত প্রয়োজন। খুব ছোট একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ছাড়াও সর্বসময়ের একটি বুদ্ধিকুশলী কর্মীর কাজের চাপ ও চাহিদা এই মুহূর্তে আছে কিনা তা বিবেচনার বিষয়। অধিকন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এখনই এই ধরণের কর্মীর নিয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য ক্রীত গ্রন্থাদির বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে জেলা গ্রন্থাগারে একটি পৃথক ইউনিট স্থাপন করা উচিৎ। জেলার অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাদি ক্রয়ের কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা গ্রন্থাগারের উপর অর্পিত হলে (২২ (গ) তে উল্লিখিত) বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কাজ ত্বরান্বিত হবে। এমনকি কেন্দ্রীয় ক্রয়সূচী গ্রহণ না করা হলেও এই কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব। বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি হল—

ক) একই বই বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কেনা হয়। প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতি গ্রন্থের পৃথক পৃথক বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করা হলে অর্থ ও সময়ের যে অপচয় হয় তা কেন্দ্রীভূত কর্মসূচীর মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় ইউনিটে প্রতিটি গ্রন্থের একবার মাত্র বর্গীকরণ ও সূচীকরণ হবে। গ্রন্থাগারের চাহিদা অনুযায়ী কার্ড ডুপ্লিকেটর-এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় কার্ডগুলি তৈরি করে দ্রুত সরবরাহ করা সম্ভব। কার্ডে বর্গীকরণ সংখ্যা ও থাকবে। প্রতিটি গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগার থেকে ক্রীত বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কার্ডগুলিও পেয়ে যাবেন। এর ফলে একদিকে যেমন বইটি বর্গীকৃত হবে, অন্যদিকে তার কার্ড ও তৈরী থাকবে। গ্রন্থাগারে বইটি পাওয়ার পর গ্রন্থাগারিক বইটি পরিগ্রহণ খাতার তালিকাভুক্ত করে একদিকে যেমন সেটি রাখার বন্দোবস্ত করবেন, অন্যদিকে সূচীকৃত কার্ডগুলি কার্ড কেবিনেটে সাজিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করবেন।

খ) কেন্দ্রীয় ভাবে বুদ্ধিকুশলী কর্মীদের দ্বারা বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কর্মসূচী নেওয়া হলে উন্নত মানের এবং—জেলার অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলিতে একই ধরণের বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

গ) গ্রন্থাগারিককে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হলে তিনি পরিষেবা মূলক কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করতে পারবেন। নানা ধরণের কাজের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ নিতে পারবেন।

ঘ) কেন্দ্রীয় ভাবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে জেলার গ্রন্থাগারগুলিতে

যৌথ সূচী (Union catalogue) প্রণয়ন সহজ ও ত্বরান্বিত হবে।

৪) এই কর্মসূচী গৃহীত হলে গ্রন্থাগারে বইগুলি বর্গীকরণ ও সূচীকরণের জন্য স্তূপাকার থাকবে না, ব্যবহারকারীদের জন্য দ্রুত বই সরবরাহ সম্ভব হবে।

৫) এই কর্মসূচীর আর্থিক সাশ্রয়টা একটা বিরাট দিক। পৃথক পৃথক বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পরিবর্তে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী সেই আর্থিক সাশ্রয়কে নিশ্চিত করবে।

৬) যদি কোন কারণে গ্রন্থাগারগুলি জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রন্থ ক্রয়ের কর্মসূচী এই মুহূর্তে গ্রহণ করতে প্রস্তুত না থাকে, তাহলেও এই কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব। এটা আশা করা যায় যে জেলার বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে যে সব গ্রন্থ ক্রয় করা হয়, তার অধিকাংশই জেলা গ্রন্থাগারগুলিতেও ক্রয় করা হয়। সুতরাং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি তাদের ক্রীত গ্রন্থের তালিকা জেলা গ্রন্থাগারে পেশ করলে ঐ গ্রন্থসমূহের বর্গীকৃত কার্ড জেলা গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় ইউনিট থেকে সরবরাহ করা সম্ভব। জেলা গ্রন্থাগারে প্রতিটি গ্রন্থের মাস্টার কার্ড করা থাকবে। চাহিদা অনুযায়ী কার্ড ডুপ্লিকেটর-এর সাহায্যে কার্ডের কপি করে গ্রামীণ ও শহর গ্রন্থাগারগুলিকে সরবরাহ করা সম্ভব।

২৪ আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেন

আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেন সহযোগিতা মূলক কর্মসূচীর একটি স্তম্ভ স্বরূপ। এই কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য জেলার প্রতিটি গ্রন্থাগারের সম্মতি ও উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। জেলা স্তরে এই কর্মসূচী নিম্নলিখিত ভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব :—

ক) এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারে জেলার অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলির সম্পদের যৌথসূচী (Union catalogue) তৈরী করে জেলা গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। সম্ভব হলে ঐ সূচী মুদ্রণের বন্দোবস্ত করতে হবে।

খ) কোন গ্রন্থাগারে বিশেষ একটি গ্রন্থের প্রয়োজন হলে ঐ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে জেলা গ্রন্থাগারের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। জেলা গ্রন্থাগারে ঐ গ্রন্থটি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা সরবরাহ করা সম্ভব হবে। না থাকলে যৌথ সূচী দেখে বলে দেওয়া সম্ভব নিকটবর্তী কোন গ্রন্থাগারে তা পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে আর্থিক কারণে এবং সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি চিত্তবিনোদন মূলক গ্রন্থের জন্য এই কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। গবেষণা, অনুসন্ধান ও তথ্যের প্রয়োজনে যে সব গ্রন্থাদির প্রয়োজন সেই সব গ্রন্থের জন্য এই কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক্। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যবহারকারী ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত পুরানো একটি নথি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে চাইতে পারেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ঐ নথি নাও থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারের সহায়তায় তা সংগ্রহ করে ব্যবহারকারীকে দিতে পারেন।

গ) এক গ্রন্থাগার থেকে আর এক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাদির চলাচলের জন্য পোস্টাল ব্যবস্থা নিরঙ্কুশ হওয়া উচিৎ। এই উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। যতক্ষণ না তা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যে গ্রন্থাগার থেকে চাহিদা পেশ করা হয়েছে সেই গ্রন্থাগারকেই ডাকযোগে পাঠানোর দায়ভার বহন করতে হবে। লোক মাধ্যমে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ডাকযোগে (রেজিস্টার্ড ভি. পি.) সংগ্রহ করতে হবে।

ঘ) আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেনের জন্য কিছু নিয়মাবলী প্রণয়ন প্রয়োজন। কর্তাদিনের জন্য

লেন-দেন করা হবে, কোন ধরণের বই পাঠকদের হাতে দেওয়া যাবে, আর কোন বই গ্রন্থাগারের মধ্যে পাঠ করতে হবে, গ্রন্থাদির রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব, নেওয়া ও ফেরৎ দেওয়ার শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে হবে। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান ফর স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারস্-এর (ইয়ার্সলিক) পক্ষ থেকে এই উদ্দেশ্যে যে নিয়মাবলী তৈরী করা হয়েছে তা এই ক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২৫ এক গ্রন্থাগারের সদস্য কার্ড নিয়ে অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার

ক) প্রতিটি গ্রন্থাগার তার প্রতি সদস্যের জন্য প্রতি বছর একটি করে সদস্য কার্ড দিয়ে থাকেন। তাতে সদস্যের নাম, ঠিকানা, সদস্যের স্বাক্ষর রেখে থাকে, গ্রন্থাগারিকের স্বাক্ষর ও গ্রন্থাগারের সীলমোহরও থাকে। প্রতি বছর এই সদস্য পদ নবীকরণ করা হয়। এই সদস্য কার্ড নিয়ে জেলার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থাগারও ব্যবহার করতে দেওয়া উচিৎ। উদাহরণ দেওয়া যাক্। ডায়মণ্ড হারবার শহর গ্রন্থাগারের একজন সদস্য কোন কারণে কয়েক দিনের জন্য বনগাঁতে গেলেন। সেখানে বনগাঁ শহর গ্রন্থাগারের উচিৎ ঐ ব্যবহারকারীর স্থানীয় ঠিকানা ইত্যাদি নিয়ে, ডায়মণ্ডহারবার শহর গ্রন্থাগারের সদস্য পদের ভিত্তিতে, গ্রন্থাদি লেনদেনের সুযোগ দেওয়া।

খ) কোন কারণে যদি এই মুহূর্তে গ্রন্থাদি লেন-দেনের সুযোগ দেওয়া সম্ভব না হয়, তা হলে অন্ততঃ পাঠ কক্ষে বসে পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

২৬ গ্রন্থাগারের অনুলয় সেবা ও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা

ক) জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে অনুলয় সেবা এবং তথ্য পরিবেশন যে কোন আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিৎ। স্থানীয় জনগণের জীবন ও জীবিকার চাহিদা বিশ্লেষণ করে এই সম্পর্কিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ, প্রবন্ধ, বিষয়ভিত্তিক সংরক্ষিত হওয়া উচিৎ, যাতে, চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। স্থানীয় ভাবে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন সম্ভব না হলে জেলা গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করা উচিৎ।

খ) জেলা স্তরে অনুলয় সেবা ও তথ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হওয়া উচিৎ জেলা গ্রন্থাগার। এখানে জেলার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে জেলার জনগণের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত যাবতীয় গ্রন্থাদিও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তথ্যাদি পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই সব গ্রন্থাদির প্রয়োজন হবে।

গ) জেলা গ্রন্থাগারে প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি ফাইল থাকা প্রয়োজন। এই ফাইলে অঞ্চলের জনগণের জীবন-জীবিকার চাহিদা, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্লেষিত তথ্য থাকবে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী সহজ সরল ভাষায় যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) জেলা গ্রন্থাগারে প্রচলিত অনুলয় গ্রন্থের একটি সংকলন থাকা উচিৎ। কোষ গ্রন্থ, অভিধান, গ্রন্থপঞ্জী, জীবনীপঞ্জী, সার-গ্রন্থ, গ্রন্থ-সার, নির্দেশিকা, শিক্ষা, ভৌগলিক প্রভৃতি বিষয়ে অনুলয় গ্রন্থ সংগৃহীত থাকা উচিৎ। আঞ্চলিক ভাষায় (এক্ষেত্রে বাংলায়) প্রকাশিত সমুদয় অনুলয় গ্রন্থও জেলা গ্রন্থাগারে থাকা উচিৎ।

ঙ) রাজ্য সরকার প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থ, পত্রিকা ও পুস্তিকাও জেলা গ্রন্থাগারে থাকা উচিৎ।

চ) অনুলয় ও তথ্য পরিবেশনের কাজ সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন তথ্য উৎপাদক ও সরবরাহকারী সংস্থা সমূহের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

২৭ গ্রন্থ সংরক্ষণ, বাঁধাই ও প্রতিলিপি উপাদান (Reprographic materials) এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা

ক) বর্তমানে রাজ্য সরকার গ্রন্থ-সংরক্ষণ ও বাঁধাই এর জন্য বার্ষিক অনুদান দিচ্ছেন। সাধারণভাবে গ্রন্থ বাঁধাই ও সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রন্থাগার গুলিকেই নিতে হবে। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গলতার জন্য দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির বিশেষ সংরক্ষণের কর্মসূচী সব গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

খ) দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির বিশেষ বাঁধাই ও সংরক্ষণের জন্য জেলা গ্রন্থাগারে একটি পৃথক সংরক্ষণ বিভাগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এখানে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা কীটপতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হলে তা সংরক্ষণের জন্য ধূম প্রকোষ্ঠ বা ধূমাধার (Fumigation chamber) যেমন থাকবে, তেমনি বিশেষ বাঁধাই, লামিনেশন ইত্যাদিরও বন্দোবস্ত থাকবে। নানারকমের রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যেও গ্রন্থ সংরক্ষণের বন্দোবস্ত থাকবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলির পক্ষ থেকে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি এই উদ্দেশ্যে এখানে পাঠানো সম্ভব হবে।

গ) জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাদির প্রতিলিপি উপাদান (Reprographic materials) ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জেলা গ্রন্থাগারে বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া উচিৎ। প্রথম পর্যায়ে একটি Xerox machine গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঘ) স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁধাই এর কাজে সাহায্য করার জন্য শহর গ্রন্থাগারগুলিতে একটি ছোট বাঁধাই ইউনিট থাকা সম্ভব।

২৮ জেলার গ্রন্থাগারগুলির স্থান সমস্যা সমাধানের জন্য অব্যবহৃত গ্রন্থাদির এবং দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সংরক্ষণের বিশেষ কর্মসূচী

ক) সকে গ্রন্থাদি রাখার জন্য বেশ স্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক গ্রন্থাগারে স্থান-সমস্যা হেতু গ্রন্থাদি ঠিক মত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই মুহূর্তে প্রতিটি গ্রন্থাগারের ভবন সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপকভাবে অনুদান দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এই অবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অব্যবহৃত গ্রন্থাদি হয় প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিৎ, নতুবা কোন গ্রন্থাগারে কেন্দ্রীয় ভাবে compact storageর বন্দোবস্ত করা হলে স্থান সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারটি উক্ত compact storageএ সংরক্ষিত গ্রন্থাদি ফেরে পাঠাতে পারবেন।

খ) ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণের বিশেষ সমস্যা আছে। এই ধরণের গ্রন্থাদি কেন্দ্রীয় ভাবে জেলা গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া উচিত।

২৯১ যৌথ সূচী প্রণয়নের কর্মসূচী

একাধিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদির সম্মিলিত সূচীকে যৌথ বা সম্মিলিত সূচী (Union Catalogue) বলা হয়। এই ধরণের সূচীর সাহায্যে কোন গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা বা অন্য কোন নথি কোন গ্রন্থাগারে আছে তা জানা সম্ভব হয়। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কর্মসূচী সার্থক করে তোলার জন্য জেলার গ্রন্থাগারগুলির সমুদয় গ্রন্থাদির একটি সম্মিলিত সূচী জেলা গ্রন্থাগারে রাখা উচিৎ। এই কাজ সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। আপাতত, পর্যায়ক্রমে যে সব বিষয়ে যৌথসূচী প্রণয়নের কর্মসূচী গ্রহণ সম্ভব তা হল :—

ক) বাংলা পত্র-পত্রিকার (পুরানো এবং বর্তমানে নিয়মিতভাবে সংগৃহীত) যৌথ সূচী।

খ) ইংরেজী পত্র পত্রিকার (পুরানো এবং বর্তমানে নিয়মিতভাবে সংগৃহীত) যৌথ সূচী।

গ) বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের (বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় লিখিত) যৌথ সূচী।

ঘ) অনুলেখ সেবামূলক ও তথ্যপরিবেশনে সহায়ক গ্রন্থাদির যৌথ সূচী।

ঙ) পাণ্ডুলিপির যৌথসূচী।

চ) অন্যান্য ভাষার পত্রিকার যৌথসূচী।

২৯২ গ্রন্থযানের সাহায্যে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী

ক) বর্তমানে প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করে গ্রন্থযান যুক্ত আছে। এই গ্রন্থযানের মাধ্যমে জেলা গ্রন্থাগার থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এটি আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই কর্মসূচীকে আরো নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

খ) গ্রন্থযানকে আন্তঃগ্রন্থাগার লেন-দেন এবং এক গ্রন্থাগার থেকে অন্য গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

২৯৩ মহকুমা, নগর ও অঞ্চল ভিত্তিতে কর্মসূচী

উপরোক্ত কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে মহকুমা, নগর এবং অঞ্চলভিত্তিতে কতটুকু কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব তা পর্যালোচনা করে স্থানীয় ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২৯৪ সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কর্মসূচী

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা এবং জেলা ও স্থানীয় ভিত্তিতে কি কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব তা নিয়ে অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মী, সংগঠক, পরিচালক ও প্রশাসকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনা সুরু করা প্রয়োজন। সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্য, সহযোগিতার মানসিকতা সৃষ্টি করার জন্য, অবিলম্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে জেলা ও স্থানীয় স্তরে আলোচনা চক্র, সেমিনার ইত্যাদি সংগঠিত করা প্রয়োজন।

৩ জেলা স্তরে উল্লিখিত কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত। জেলা স্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দান ও সাহায্য করা এই গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মসূচী হওয়া উচিৎ। দুঃখের বিষয় পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক ত্রুটির জন্য রাজ্য গ্রন্থাগারকে দিয়ে এযাবত এই ভূমিকা পালন করান সম্ভব হয়নি। রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং জেলা স্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইন সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। এখন বিবেচনা করা যাক জেলাস্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কিভাবে সাহায্য করতে পারে।

ক) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে রাজ্যের প্রধান অনুলেখ সেবামূলক ও তথ্যপরিবেশক গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তুলে জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে নানাবিধ গ্রন্থ এবং গ্রন্থাদিতে সন্নিহিত তথ্য পরিবেশন করা।

খ) রাজ্যের সমুদয় ক্রয়লভ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী নিয়মিত প্রকাশ করা।

গ) রাজ্য সরকার প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, পুস্তিকা, পত্রিকা, রিপোর্ট ইত্যাদির তালিকা প্রকাশ করা।

ঘ) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও পত্র-পত্রিকার বাছবিচার সংরক্ষণ, বাঁধাই এবং এই ধরণের গ্রন্থাদির প্রতিলিপি উপাদান (Reprographic materials) সৃষ্টির উৎপাদন, যা জেলা বা স্থানীয় ভাবে সংগঠিত করা খুবই বাঞ্ছনীয়, তা সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ প্রয়োজন।

ঙ) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপির রাজ্যভিত্তিক যৌথ সূচী প্রণয়ন।

চ) সহযোগিতামূলক কর্মসূচীর রূপায়ণ, গ্রন্থাগার পরিচালনা, বর্গীকরণ ও সূচীকরণ, অনুলেখ সেবা ও তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য রিফ্রেসার্স কোর্স, সেমিনার, আলোচনা চক্র ইত্যাদি সংগঠিত করা।

ছ) রাজ্যস্তরে ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য উৎপাদক ও পরিবেশক সংস্থা সমূহের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং রাজ্যের প্রয়োজনে নানাবিধ তথ্যাদি ও গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তা পরিবেশন করা।

জ) নিজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে এবং অন্য গ্রন্থাগারের অনুরোধে রাজ্য ও জাতীয়স্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেনে সাহায্য করা।

রাজ্য ও জেলাস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা

(দুর্মূল্য গ্রন্থ, পুঁথিপত্র সংরক্ষণ, পুস্তক বাঁধাই ক্ষেত্রে)

শিবানন্দ পাল

(রানীগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার, বর্ধমান)

১ ভূমিকা

রাজ্য ও জেলা স্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে এবং প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে একটি বিষয়বস্তুকে (দুর্মূল্য গ্রন্থ পুঁথি-পত্র সংরক্ষণ, পুস্তক বাঁধাই) গুরুত্ব দিয়ে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা আলোচ্য বিষয়টিকে শক্তিশালী করার জন্য আমার এই নিবন্ধের অবতারণা।

আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সীমাবদ্ধ পরিসরে ও সময়ে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য রেপ্রোগ্রাফির ক্ষেত্রটিকেও বাদ দিয়েছি। কারণ রেপ্রোগ্রাফি বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্য আলাদা একটি নিবন্ধ প্রয়োজন।

২ সংরক্ষণ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা

সংরক্ষণ ও বাঁধাই উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থের প্রয়োজন। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একটি ইউনিট রাখার ব্যবস্থা করা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি আবার শুধুমাত্র রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগারে একটি করে ইউনিট স্থাপন করে সকল গ্রন্থাগারকে সেই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই রাজ্য, জেলা ও মহকুমা শহর গ্রন্থাগার গুলিতে একটি করে ইউনিট স্থাপন করে একটি সকল ভিত্তিক আন্তঃ গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রকল্প সর্বোপরি রাজ্য জেলা মহকুমা শহর আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা প্রকল্প যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। এক্ষেত্রে রাজ্য স্তরে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি বড় আধুনিক সংরক্ষণও বাঁধাই ইউনিট, জেলা গ্রন্থাগারে ছোট ইউনিট এবং মহকুমা শহর গ্রন্থাগারে তুলোধিক ছোট সংরক্ষণ, বাঁধাই ইউনিট থাকা বাঞ্ছনীয়।

দুর্মূল্য গ্রন্থ, পুঁথি-পত্র সংরক্ষণ ও পুস্তক বাঁধাই এর ক্ষেত্রে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মসূচী বিবেচনাকালে এই সংক্রান্ত কাজের টেকনিকাল দিকগুলি নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

২ পুস্তকের ক্ষয়ক্ষতির উৎস

একটি পুস্তক চামড়া, কাপড়, কাগজ, সুতো, বোর্ড, কালি এবং আঠা ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদিত বস্তু। উচ্চ তাপমাত্রায়, খুব উচ্চ বা কম আর্দ্রতায় ধুলো এবং বায়ু-দূষণ জনিত অ্যাসিড এবং সূর্যালোকে এই পুস্তক আক্রান্ত হয়।

বাতাসে মিশ্রিত কয়েক ধরণের অম্ল জাতীয় গ্যাস বিশেষ করে সালফার ডাই অক্সাইড, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন এবং ধুলো, কলকারখানা অধ্যুষিত শহরাঞ্চলে বিশেষভাবে কাগজের ক্ষতি সাধন করে। সরাসরি সূর্যালোক কাগজে ব্যবহৃত কালির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ছাপা বা লেখা অস্পষ্ট হয়ে উঠে, কাগজকে হলুদ ও ভঙ্গুর করে তোলে। উচ্চ তাপমাত্রা, খুব উচ্চ বা কম আর্দ্রতা পুস্তকে ব্যবহৃত আঠা, বোর্ড ইত্যাদি বস্তুর ক্ষতি সাধন করে এবং পোকা মাকড়ের বংশ বৃদ্ধির সহায়ক হয় বা পুস্তকের

বৃহৎ ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া কাগজ প্রস্তুত প্রণালীতে ব্যবহৃত অ্যাসিডের দ্বারা, কালিতে ব্যবহৃত অ্যাসিড কাগজকে ঝলসানো করে তোলে।

৩ সংরক্ষণের প্রাথমিক শর্ত

শুকনো জায়গা এবং শুদ্ধ বাতাস বিশিষ্ট পরিসর বেষ্টিত ডায়রোয় গ্রন্থাগার গৃহ হওয়া উচিত; প্রধান সড়ক বা রেলপথ থেকে খুব দূরে নয় এমন স্থানে। বন্যার জলমাত্রা থেকে গৃহের পীঠিকার উচ্চতা বেশী হবে। নোনা ও সাঁতসেতে প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহ নির্মিত হবে। ফাঁপা ইটের ব্যবহার এবং সম্ভবপর Fly Ash এর মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে নোনা এবং সাঁতসেতে প্রতিরোধক হিসাবে। গৃহের উচ্চতা ভৌগলিক পরিবেশ অনুযায়ী হবে। আলো থাকবে, কিন্তু সরাসরি সূর্যালোক যেন না আসে। জানালা, দরজা এবং গবাক্ষ প্রাকৃতিক আলো বাতাস চলাচলের উপযোগী করতে হবে। বাহিরের অবাঞ্ছিত শব্দ যেন অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে। জানালা ও গবাক্ষ তার জালি দিয়ে ঢাকা থাকবে। লোহাগার এবং পয়ঃ প্রণালীর উত্তম ব্যবস্থা থাকবে। সতর্কতার সঙ্গে বৈদ্যুতিক লাইনের ব্যবহার, শক্তিশালী অথচ সহজতর অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ ব্যবস্থা আদর্শ।

৪ পুনরুদ্ধার পদ্ধতি (Restoration)

পোকামাকড় নাশের জন্য কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কীট দংশিত পুস্তককে রক্ষার জন্য ধূপন কক্ষে এক এক কীটের জন্য এক এক ধরণের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। যেমন, সোডিয়াম ফ্লুরাইড, জিংক ফ্লোরাইড, থাইমল ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক রাসায়নিক বাষ্পের বানিজ্যিক নাম ডিক্লরক্স, টেপোন্স, কিলোপেস্ট, ফিনিট ইত্যাদি গ্যাস হিসাবে স্প্রে করা ব্যবহার করা হয়।

পুনরুদ্ধার পদ্ধতি হিসেবে নিম্নলিখিত প্রণালী গুলি চালু আছে।—

1) Washing 2) Deacidification
2) Humidification 4) Minor Repair—Flattening
3) Full Pasting 6) Half Margin
4) Tissue Repair 8) Chiffon Repair
9) Lamination

যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা অর্থাৎ পুস্তক বা সংরক্ষণের জন্য আনীত পুঁথি, তার বাস্তব অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করে ঠিক করতে হবে বস্তুটিকে কি ধরণের পদ্ধতি প্রয়োগে পুনরুদ্ধার এবং দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে।

৪১ পুনরুদ্ধার কক্ষ (Conservation room)

এটি একটি পরীক্ষাগার। এর প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রগুলি হল :—

Air cleaning machine. (বায়ু শোধন যন্ত্র)
Fumigation Chamber. (ধূপন কক্ষ)

ছুরি, পেনসিল, এনামেল ট্রে, প্লাস্টিক বালতি, তারজালি ট্রে, স্লাট মেশিন, হিটার, ইস্ত্রী, এনামেলের পাত্র, কাঁচি ইত্যাদি।

এছাড়া হাতে তৈরী কাগজ, টিস্যু পেপার, সিল্কন্ কাপড়, তরল অ্যাসিটোন, সেলুলোজ এ্যাসিটেট রোল, গ্লাস টপ্ টেবিল ইত্যাদি।

এই কক্ষে জলের কল এবং উপর দিকে Exhaust-fan থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫ বাঁধাই (Binding)

বাঁধাই-এর কাজে নিম্নলিখিত স্তরগুলি আছে :

1) gathering 2) guarding
3) Filling in get in paper
4) Sewing
5) Binding.

সেলাই (Sewing) এবং বাঁধাই (Binding) এর অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। পুস্তকের আয়তন এবং অবস্থানুযায়ী স্থির করা হয় কি ধরণের বাঁধাই হবে।

৫১ বাঁধাই-এর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র :

সুঁচ।

সুতো। লিনেন থেকে তৈরী সুতো বেশী শক্তিশালী। বইয়ের আকার অনুযায়ী সরু বা মোটা সুতোর ব্যবহার।

আঠা : হাড় থেকে তৈরী আঠা। চামড়া থেকে তৈরী আঠা। শ্বেতসার থেকে তৈরী আঠা। রাসায়নিক বস্তু থেকে তৈরী আঠা ফিতা বা সুতলী।

বোর্ড : ধূসর বোর্ড; মিল বোর্ড; গ্রে বোর্ড

কাপড় :

চামড়া :

কাগজ : কার্টিজ (Cartridge); ক্রাফট (Craft); পার্চমেন্ট (Parchment)

এছাড়া হাতুড়ি, রাউন্ডিং (Rounding) মেশিন ইত্যাদি।

৬ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইউনিট পিছু প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যা

৬১ মহকুমা শহর গ্রন্থাগারে ইউনিট পিছু প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যা মোট তিন জন

Senior Restorer (one)
Scale Rs 300 — 685
Junior Restorer (one)
Scale Rs. 260 — 537
Attendant/Helper (one)
Scale Rs. 220 — 388

৬২ জেলা গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যা পাঁচ জন

৬৩ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যা নয় জন।

Chief Restorer (one)
Junior Class I. Scale Rs. 440 — 1170
Assistant Chief Restorer (one)
Junior Class II. Scale Rs. 425 — 895
Senior Restorer (one)
Scale Rs. 425 — 895
Junior Restorer (four)
Scale Rs. 260 — 537
Attendant / Helper (two)
Scale Rs. 220 — 388

৭ সহযোগিতার কর্মক্ষেত্র :

কেবলমাত্র জেলা এবং মহকুমা শহর গ্রন্থাগার নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে সংরক্ষণ বাঁধাই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মহকুমা শহর গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারের এবং জেলা গ্রন্থাগার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্য নেবে।

এই কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে অনুদান বন্টনের প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৮ অনুদান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

গ্রন্থাগারের বাস্তব অবস্থা, সদস্য সংখ্যা, দৈনিক লেন-দেন ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করে একটি আনুপাতিক অনুদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে এই অনুদান নীতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

যে সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন আছে এবং পুস্তক ও সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৫ শতের অধিক, সে সব গ্রন্থাগারকে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া উচিত—

ভবিষ্যতে নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে এই বিবেচনা করা উচিত।

১। গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন আছে।

ক) গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ২টি ঘর এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে।

খ) শহর গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ৪টি ঘর, শৌচাগার ঘর; জলের ব্যবস্থা আছে।

গ্রন্থক্রয় ও সংগ্রহে অঞ্চলভিত্তিক সহায়োগিতা

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাস
(ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট, কলিকাতা)

১ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা বিংশ শতাব্দীর ধ্যানধারণার অনাতম। জ্ঞানের জগতের বিস্ফোরণ এবং প্রতিটি বিষয়ে বিশেষীকরণের সাথে সাথে গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও বিস্ফোরণ ঘটেছে। গ্রন্থের রূপগত, গুণগত এবং প্রকাশ মাধ্যমেও বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। সীমিত আর্থিক ক্ষমতা, সীমিত স্থান এবং অন্যদিকে পরিসেবার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির কারণে আজকের দিনে কোন গ্রন্থাগারই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। গ্রন্থাগারের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে—সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী ও গ্রন্থ-ক্রয় থেকে শুরু করে পরিসেবা এবং গ্রন্থ সংরক্ষণ পর্যন্ত—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার ব্যাপকতা প্রসারিত হয়েছে।

সহযোগিতার কর্মসূচী রূপায়ণে আবশ্যিক সর্ত

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হলে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন একান্ত দরকার। দেশ ব্যাপী কোন সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে এ' পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। খুবই সুখের কথা এই যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি রাজ্যে নিজস্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে। সেই প্রয়াসের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আজ পর্যন্ত পাঁচটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গেও গ্রন্থাগার আইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেই আইন বলে প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপ্রচেষ্টা চলছে। যা'র শীর্ষস্থানে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কে রেখে ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারলেই এ' ব্যবস্থার সাফল্য আসবে (রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—জেলা গ্রন্থাগার—টাউন/এরিয়া/প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী। এই হ'বে তথ্য সঞ্চালন ব্যবস্থার স্তরায়ন)।

এক একটি ব্লকের অধীনে যতগুলি লাইব্রেরী আছে তাদের মধ্যে সহযোগিতা থাকা একান্ত দরকার। এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কোন একটি ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক সিসটেমের আঞ্চলিক ক্লিয়ারিং সেন্টার কাজ করবে। ঐ সেন্টারটি তার এলাকার গ্রন্থাগার-চাহিদা এবং সমস্যার ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগার ও প্রয়োজন বোধে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। জেলা গ্রন্থাগারের সাথে প্রত্যেকটি প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করা অবাস্তব। একটি ব্লকের অধীন গ্রন্থাগারগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের মধ্যে অথবা ক্লিয়ারিং সেন্টার মারফত খুব সহজেই সব রকম যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারে।

আলোচ্য প্রবন্ধে, গ্রন্থক্রয় ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিকগুলিই কেবল আলোচিত হয়েছে।

৩ ক্রয় এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা

৩১ প্রয়োজনীয়তা

এ ক্ষেত্রে, আঃঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে নিম্নলিখিত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে,

ক প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যা বৃদ্ধি,

খ গ্রন্থাদির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি,

গ বিষয়মুখী সংশ্লেষ তথ্যাদির ব্যাপকতা বৃদ্ধি,

ঘ পর্যাপ্ত ক্রয় ক্ষমতার অভাব,

ঙ বেশী সংখ্যক পাঠকের চাহিদা মেটানো, এবং

চ পাঠোপকরণ রক্ষণ ও সংরক্ষণের ব্যয় বৃদ্ধি ও স্থানাভাব।

৩২ কার্যকর করার পদ্ধতি

সমবায় ভিত্তিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ মূলতঃ দুই ভাবে হ'তে পারে।

ক) আঞ্চলিক ভিত্তিতে কোন একটি গ্রন্থাগারকে (এটিই রিসোর্সিং সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত হবে) সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির আনুপাতিক ক্রয় ক্ষমতানুসারে গ্রন্থক্রয় ও সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিতে হবে।

খ) কতকগুলি সাধারণ পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা ছাড়া, আঞ্চলিক ভিত্তিতে সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুপরিকল্পিত ভাবে এক একটি গ্রন্থাগারকে এক একটি বিষয়ের গ্রন্থাগার রূপে গড়ে তোলা যেতে পারে।

পাঠকের প্রয়োজনানুযায়ী এক গ্রন্থাগারের পাঠক অন্য গ্রন্থাগারে যাবে আথবা এক গ্রন্থাগার অন্য গ্রন্থাগারের কাছ থেকে গ্রন্থ ধার নিয়ে কাজ চালাবে। বিষয় ভিত্তিক সুষম গ্রন্থ সংগ্রহ গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারিকগণকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক "গ্রন্থ-ক্রয় কমিটি" থাকবে। এই ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে আঞ্চলিক ইউনিয়ন ক্যাটালগ, আঃঃগ্রন্থাগার সদস্য পদ 'বিনিময় –এই তিনটির সফল প্রয়োগের উপর।

৪ আঞ্চলিক ইউনিয়ন ক্যাটালগ

যেহেতু ক্রয় ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতার সার্থকতা নির্ভর করে আঞ্চলিক ইউনিয়ন ক্যাটালগের লভ্যতার ওপর, এজন্য সহযোগী গ্রন্থাগারগুলি আলাদা আলাদা ভাবে তাঁদের মাসিক কিংবা ত্রৈমাসিক পরিগ্রহণ তালিকা (পুস্তক এবং পত্রিকা দুইই) ব্লক স্তরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠাবে। এই কেন্দ্রে ঐ সমস্ত পরিগ্রহণ তালিকা ভিত্তিক আঞ্চলিক ইউনিয়ন ক্যাটালগ (Cumulative) প্রণয়ন এবং প্রকাশের উদ্যোগ সংগঠিত হবে। শেষোক্ত তালিকা পুনরায় সদস্য সহযোগী গ্রন্থাগারগুলি সহ অন্যান্য নিকটবর্তী আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে এবং জেলা গ্রন্থাগার ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাঠক সাধারণের ব্যবহারার্থে রাখা হবে। অবশ্যই এই তালিকাতে প্রত্যেকটি গ্রন্থনাম / পত্রিকার সংখ্যার সাথে সেগুলি যে সব গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহের অঙ্গ তার কোড নম্বরের উল্লেখ থাকবে। এ জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে ডুপ্লিকেটিং ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয় এবং আনুষঙ্গিক খরচ চালানোর জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকা উচিত। এই ভাবে জেলা তথা রাজ্য স্তরে ইউনিয়ন ক্যাটালগ সংকলন করা সম্ভব।

৫ আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেন

উপরি উক্ত ব্যবস্থা বলে গ্রন্থাদির লভ্যতা সুনির্দিষ্ট তথ্য (গ্রন্থ নাম, গ্রন্থাগারের নাম ইত্যাদি) পাওয়া যায়। এর পরের ধাপই হ'ল ঐ গ্রন্থাদির মধ্যে বিশেষ কোন একটি, যা স্থানীয় পাঠকের চাহিদার আওতায় আসে, তাকে পাঠকের হাতে তুলে দেয়া। এ প্রসঙ্গে আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ ব্যবস্থার অবদান অনেকটা। সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এমন এক সমঝোতা গড়ে তোলা উচিত

যার বলে যে কোন গ্রন্থাগার প্রয়োজন বিশেষে অপর গ্রন্থাগার হ'তে গ্রন্থাদি ঋণ নিতে পারবে।

৬ আন্তঃ গ্রন্থাগার সদস্যপদ বিনিময় ব্যবস্থা

এ ব্যবস্থায় একটি গ্রন্থাগারের সভ্যরা অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল এটি কার্যকরী করা যায়। আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য, এবং পাঠকের জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্য এ ব্যবস্থার উপযোগিতা ও গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। স্তরভিত্তিক সদস্য পদ বিনিময় এ ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হবে। এসংগত বলা যায় স্তর ভিত্তিক ছাড়াও জেলা ও রাজ্য-ব্যাপী এ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতায় কৃষি-গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা

চৈতালী দত্ত

(জুট টেকনলজিকাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট। কলিকাতা)

১ কৃষি গ্রন্থাগারের ভূমিকা

ভারতবর্ষ কৃষি নির্ভর দেশ। কৃষিজাত পণ্য এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটি প্রধান স্তম্ভ। সুতরাং কৃষি গ্রন্থাগার এবং কৃষি তথ্যকেন্দ্রগুলির কার্যধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে কৃষিগ্রন্থাগার বলতে মূলতঃ দুইধরণের গ্রন্থাগারকে বুঝায় :—

১) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার সমূহ

২) কৃষি গবেষণাকেন্দ্রগুলির গ্রন্থাগার সমূহ।

এছাড়া, কিছু কিছু গ্রামীণ গ্রন্থাগারও কৃষি সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে থাকেন।

১৯৭৬ সালে জাতীয় কৃষি কমিশন—বিশেষ এলাকা প্রকল্প, জাতীয় প্রসার্নী প্রকল্প, প্রতি ১৫টি ব্লকে একটি করে কৃষক শিক্ষা কেন্দ্র, '১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রতি জিলায় একটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং ২০০০ সালের মধ্যে প্রতি জিলায় কমপক্ষে ৩টি কৃষি এবং কৃষি শিল্প' শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশ কার্যকরী হলে আমরা ভিন্নতর এবং অনেক বেশী উন্নত কৃষি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পাব তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটির সংগে একটি করে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্র থাকবে বলে আশা করা যেতে পারে। যাই হোক এখনো পর্যন্ত অবস্থা যা, আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে তাই নিয়েই আলোচনা করব।

২ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা। এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ৪০ টিরও বেশী গবেষণাগার, স্থানীয় গবেষণাকেন্দ্র ও কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্র ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। প্রায় প্রত্যেকটি গবেষণাগারে আছে একটি করে গ্রন্থাগার, যেগুলি স্ব স্ব গবেষণাগারের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য কর্মীদের তথ্য পরিবেশন করে থাকে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দিল্লীতে এবং এর গ্রন্থাগারটি দেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষি গ্রন্থাগার।

৩ কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা

এমন অবস্থায় যা হওয়া উচিত ছিল, তা হল সারা দেশে একটি সুসংহত কৃষি তথ্য ও কৃষি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিরও এই ব্যবস্থার আওতায় আসা উচিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। আমরা দেখি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি এবং কৃষি গবেষণাকেন্দ্রের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কারো সংগে কারো কোন সংযোগ নেই। প্রায় প্রত্যেকটি

গ্রন্থাগারই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা, যৌথ উদ্যোগ এবং সমন্বয়ের অভাবে কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ বা সুদূর প্রসারী হতে পারছে না। এই রকম কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের উল্লেখ নীচে করছি। এদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ভাবে ভাল প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলির সাহায্যে খনীর চাহিদা পূরণের বেশী কিছু লাভ হচ্ছে না।—

ক) ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে, আই. এ. আর আই, নয়াদিল্লী) ভারতীয় কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় রচনার একটি সূচী (index) প্রণয়ন করে থাকেন। এঁরা এটি করেন কার্ডে, তাই এই গবেষণাকেন্দ্রের বাইরের কেউ এই Index ব্যবহার করতে পারেন না।

খ) বাঙ্গালোরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেজ, বাঙ্গালোর) ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ৪৩৪ কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন করেন। এছাড়া এঁরা নিয়মিত চলতি পত্রপত্রিকার একটি সূচীও প্রকাশ করে থাকেন।

গ) কোয়েম্বাটোরের ইক্ষুচাষ কেন্দ্র (সুগারকেন ব্রীডিং সেন্টার, কোয়েম্বাটোর) 'সুগারকেন ডকুমেন্টেশন নিউজ' নামে একটি মাসিক সূচীকরণ পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। এটি ১৯৭৭ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

ঘ) জাতীয় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত গবেষণা কেন্দ্র, কারণাল (ন্যাশনাল ডেয়ারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কারণাল) 'ডকুমেন্টেশন অন ডেয়ারী সায়েন্স' নামে একটি মাসিক abstracting journal প্রকাশ করে থাকেন।

৪ কৃষি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

আমরা যদি সমস্ত ব্যাপারটিকে ভালভাবে পর্যালোচনা করি তবে এর ত্রুটি বিচ্যুতি ও অন্তর্নিহিত কারণগুলি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথমতঃ ধরা যাক আই. সি. এ. আর অর্থাৎ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের গ্রন্থাগারগুলির কথা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে কৃষি গবেষণাগারগুলি এবং তাদের গ্রন্থাগারগুলি। প্রত্যেক গবেষণাগার এক একটি কৃষিজের উপর গবেষণা করছে। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ৪টি গবেষণাগার এবং তাদের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ব্যারাকপুরে, একটি কাঁনিং-এ এবং একটি কলকাতায়। ব্যারাকপুরে পাট কৃষি গবেষণাগার এবং কলকাতায় পার্টিশিল্প গবেষণাগার—দুটিই পাট, পাটজাত এবং পাটের বিকল্প কৃষিজগুলি সম্বন্ধে নানা গবেষণা করে থাকে। কিন্তু তবুও এদের মধ্যে কোন আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা নেই। এমনকি, আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ প্রকল্পও চালু নেই। দুটিই দুটি স্বপ্নাসিত দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন এবং নিজ নিজ মহিমায় অটল। এই চিত্র মোটামুটিভাবে সব আই. সি. এ. আর গবেষণাগারের গ্রন্থাগারেরই। কিন্তু কেন? কেন সম্ভব নয় আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ প্রকল্প চালু করা? কেন সম্ভব নয় যৌথ সূচীকরণ বা যৌথ তালিকা প্রণয়ন? এক গবেষণাগারের গবেষক বিজ্ঞানীর অন্য গবেষণাগারে এই মুহূর্তে কি কাজ হচ্ছে জানতে কেন এত সময় লাগছে? আজকের দিনে যখন পত্র-পত্রিকার বিশেষতঃ উন্নততর গবেষণা-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকার দাম আকাশছোঁয়া - যখন গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা 'ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না, তখন যৌথ উদ্যোগে আন্তঃতঃ আংশিক ভাবেও

যদি এই পত্রিকাগুলির ব্যাপারটি ঘটানো যায় তবে তাতে প্রত্যেকেরই (প্রত্যেক গ্রন্থাগারের) কিছু আর্থিক সাশ্রয় হয় না কি? সমবায় ভিত্তিক ক্রয় প্রথা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে বলেই আমার ধারণা।

সারা ভারতবর্ষে আই. সি. এ. আর গবেষণাগার-গুলির গ্রন্থাগারগুলি কবেনো কোন Union Catalogue, কোন বিষয়ানুক্রমিক (বিশদ ভাবে কৃষিসংক্রান্ত গবেষণা ও কৃষিজগতের উপর) সূচী গবেষণা-পত্র (Theses, Dissertations etc) ইত্যাদির কোন Union Catalogue প্রণয়ন করে নি। স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে নি কৃষিবিজ্ঞানের উপর কোন জাতীয় তথ্যভাণ্ডার, কিংবা সারা দেশ ব্যাপী কোন কৃষিতথ্য ব্যবস্থা। অথচ এগুলি হওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। না হওয়ার জন্য প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। এই অভিযোগ থেকে আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা যাঁরা কৃষি গ্রন্থাগার গুলির সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও অব্যাহতি পাব না। কারণ, এই পরিকল্পনা করার ব্যাপারে আমাদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ উপযুক্ত বুদ্ধিকুশলী কর্মীর অভাব এবং তৃতীয় কারণ অবশ্যই কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক অস্বচ্ছলতা।

৫ ভারতের কৃষিগ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত

প্রথম কারণটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নানা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে বলে এ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকছি। দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কেই আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দু'চার কথা বলব। কিন্তু তার আগে একটি কথা বলে রাখা ভাল। তা হল কৃষি গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে একটি ব্যাপক সমীক্ষা বা Survey হওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আই সি এ আর) ১৯৫৭ সনে ডঃ বালফ ল'কে আমন্ত্রণ জানান ভারতবর্ষে কৃষিগ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা করার জন্য। ডঃ ল তাঁর রিপোর্ট পেশ করার প্রায় দশ বছর বাদে পরিষদের নির্দেশে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের ডঃ মিস্ ডরোথী পার্কহার্স্টের নেতৃত্বে একটি স্টাডি টীম গঠিত হয়। এই স্টাডি টীম ভারতবর্ষের কৃষিগ্রন্থাগারব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করেন ১৯৬৯ সালে। এই প্রচেষ্টাটি অভিনন্দনযোগ্য নিঃসন্দেহে। কিন্তু নানা কারণে সুদীর্ঘ ১৩ বছর বাদেও সেই স্টাডি টীমের সব সুপারিশ কার্যকরী হয়নি। বেশ কয়েকটি হয়ে গেছে হিমায়িত কক্ষে। তারপর এতগুলি বছরে পরিবেশ, পরিস্থিতি সবেরই ঘটেছে বহু পরিবর্তন। আজ আবার প্রয়োজন নতুন একটি সমীক্ষার। যা সঠিক-ভাবে তুলে ধরবে সারাদেশে কৃষিগ্রন্থাগারগুলির যথাযথ চিত্র। এই সমস্ত সমীক্ষা বা অনুসন্ধানের কাজে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। তাই কারো ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই জাতীয় কাজ হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ যদি আবার এই জাতীয় কোন প্রকল্প হাতে নেন তবে বহু কৃষিগ্রন্থাগারিকেরই সক্রিয় সহযোগিতা পাবেন বলে মনে হয়।

৬ কৃষি গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মীর অপ্রতুলতা: সহযোগিতার কর্মসূচী রূপায়ণে একটি বাধা

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার (এই সমীক্ষাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. লিব. এস. সি. সাল: ১৯৮০-৮২ পাঠক্রমে করা হয়েছিল) ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ১২টি গবেষণাগারের গ্রন্থাগারে বুদ্ধিকুশলী কর্মীদের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে –

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের গবেষণাগারগুলিতে গ্রন্থসংগ্রহ ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সংখ্যা

গ্রন্থাগারের (গবেষণাগার) নাম	সংগ্রহ সংখ্যা	বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা
১। কেন্দ্রীয় উষর অঞ্চল গবেষণা কেন্দ্র, যোধপুর (Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur)	৪১,৭০০	০
২। কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্যগবেষণা কেন্দ্র, ব্যারাকপুর (Central Inland Fisheries Res. Inst., Barrackpore)		
৩। কেন্দ্রীয় কৃষিপ্রকৌশল বিজ্ঞান কেন্দ্র, ভূপাল (Central Inst. for Agricultural Engineering, Bhopal)		
৪। কেন্দ্রীয় আবাদী শস্য গবেষণা কেন্দ্র, খাসারাগোদ (Central Plantation Crops Research Inst., Khasaragod)	২৩,৭৭১	৬
৫। কেন্দ্রীয় আলু গবেষণা কেন্দ্র, সিমলা (Central Potato Res. Inst., Simla)	১১,৫০০	২
৬। কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণা কেন্দ্র, কটক (Central Rice Rice Research Institute, Cuttuck)	১৮,০০০	২
৭। কেন্দ্রীয় তামাক গবেষণা কেন্দ্র, রাজামুন্দ্রি (Central Tobbaco Research Institute, Rajamundry)	১৮,০০০	২
৮। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, নয়াদিল্লী (Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)	৭০,০০০	৬
৯। ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, নয়াদিল্লী (Indian Agricultural Research Institute, New Delhi)	৩,০০,০০০	১১
১০। ভারতীয় রেশম গবেষণা কেন্দ্র, লক্ষ্ণৌ (Indian Institute for Silk Research, Lucknow)	২৫,০০০	২
১১। পাট কৃষি গবেষণাগার, ব্যারাকপুর (Jute Agricultural Research Institute, Barrackpore)	১২,০০০	২
১২। পাটপ্রকৌশল গবেষণাগার, কলিকাতা (Jute Technological Research Laboratories, Calcutta)	১৫,০০০	০

যেহেতু সমীক্ষাটি নিতান্তই প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক স্তরের তাই যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাছাড়াও বহু গবেষণাগার রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে না হলেও এই সীমিত পরিসংখ্যানেও একটি চিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তা হল বুদ্ধিকুশলী কর্মীর অপ্রতুলতা।

এই সমীক্ষাটিতে আরও জানা গেছে বহু আই. সি. এ. আর গবেষণাগারের গ্রন্থাগারেই কর্মীর অভাব বিশেষ প্রকট। সমীক্ষায় যে ১২টি গ্রন্থাগারের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে ৬টিতে কোন গ্রন্থাগারিক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহগ্রন্থাগারিকরা, এমন কি কয়েকক্ষেত্রে লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্টরা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। তুলনামূলকভাবে অবশ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির পরিস্থিতি কিছুটা ভাল। কিন্তু উপযুক্ত কর্মীর অভাব সেখানেও অনুভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমি মহারাষ্ট্র কৃষি-বিদ্যাপীঠের নাম উল্লেখ করতে পারি — যার গ্রন্থাগারের মোট সংগ্রহসংখ্যা ৫৪,০০০ কিন্তু কর্মী সংখ্যা মাত্র ১৪— এর মধ্যে ৪ জন মাত্র বুদ্ধিকুশলী।

অন্যান্য বহু অভাব অভিযোগই তো আমাদের দেশের মত একটি উন্নতিশীল দেশে রয়েছে। আর্থিক অসচ্ছলতা তো আমাদের প্রতিক্ষেত্রেই সঙ্গী। এছাড়া আছে ডাক বিভাগ ও টেলিফোন ব্যবস্থার দুর্বলতা। এই বিরাট দেশে এক এক প্রান্তের কৃষি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষাও খুব সহজসাধ্য নয়। এইসব অসুবিধার জন্যই মূলতঃ আমাদের দেশে একটি সুসংগঠিত কৃষি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু কর্মীর অভাব জনিত সমস্যাই বোধকরি সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ বলে পরিগণিত হবে—এবং আমাদের সকলেরই আজকে বিষয়টি নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। কারণ দেশে একটি সুসংহত কেন্দ্রীয় কৃষি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকটি কৃষি গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপিত হলে উপকৃত হবেন দেশের কৃষিচর্চার মানুষ, যাঁরা কৃষি তথ্যের প্রধান ব্যবহারকারী।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৯তম সম্মেলনে পাঠাবার ব্যাপারে আমাকে অনুমতি ও উৎসাহদানের জন্য আমি পাটে শিক্ষা গবেষণাগারের অধিকর্তা শ্রীঅশোককুমার মজুমদার মহাশয় এবং আমাদের গ্রন্থাগারিক শ্রীমোহনলাল নন্দী মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।)

সহায়ক পঞ্জী :

১ ডব্লাথি পার্কার
গাইড ফর অ্যান এফিকালচারাল লাইব্রেরী সার্ভে ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ। নিউ জার্সি, স্কেয়ারক্রো, ১৯৭০।

২ এ. এ. এল. ডি. আই বুলেটিন, ৭, ১৯৭১

৩ " " ৮, ১৯৮০

৪ ডব্লাথি পার্কার
প্রাইমার ফর এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরীজ, অক্সফোর্ড

৫ চৈতালী দত্ত
স্টাডি অব এগ্রি. লাইব্রেরীজ ইন ইন্ডিয়া। (এম. লিব এস. সি পরীক্ষার প্রদত্ত প্রবন্ধ)

P- 024

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহের সমস্যা

জগমোহন দাস

রোড অ্যাণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, পূর্ত সড়ক দপ্তর

১ ভূমিকা

সরকারী দপ্তরে কর্মসূত্রে নানাধরনের তথ্য ও খবরের প্রয়োজন নিতই অনুভূত হয়। আইন, প্রশাসন, আর্থিক বিধিব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিল্পবাণিজ্য, নদনদী, পরিবেশদূষণ, কৃষি, বনসম্পদ ভাষা, জাতি ইত্যাদি বিষয় পর্যন্ত তথ্যাদির জন্য প্রশাসকেরা সময় বিশেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তথ্যের তাগিদেই শুরু হয় দপ্তরে দপ্তরে কিছু কিছু বইপত্র রাখা। কালক্রমে বইপত্র বাড়তে বাড়তে গ্রন্থাগারের আকার ধারণ করে।

২ বিভাগীয় গ্রন্থাগার

উল্লিখিত প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠেছে রাজ্যসরকারের বিভিন্ন বিভাগে ছোটবড় অনেকগুলি গ্রন্থাগার যেমন, পূর্ত ও সড়ক, অর্থ, পরিসংখ্যান, তথ্য, সেচ, শিল্প ও বাণিজ্য, উপজাতি, আইন ইত্যাদি।

মূলতঃ বিভাগের সকল পদস্থ কর্মচারী বা প্রশাসনিক অধিকর্তার বিভাগীয় প্রয়োজন সূত্রে নানান তথ্যের চাহিদা পূরণ করাই এই সব গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ। ব্যবহারকারীরা সাধারণত বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৩ বিভাগীয় গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থা

রাজ্য সরকারের অন্যূন ৩০টি বিভাগের কোনটিতে একাধিক উপবিভাগ আছে। মহাকরণ গ্রন্থাগার প্রেত আনুমানিক ৩০টি ছোট বড় বিভাগীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে তথ্যকেন্দ্র, রবীন্দ্রসদন ও বিধানসভা গ্রন্থাগারের কর্মপরিধি ব্যাপক। কোথাও শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন। কোথাও কোন করণিকের উপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন সমস্ত কাজকর্ম নির্বাহ হয় বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কোন অফিসারের নির্দেশে। কোন কোন দপ্তরে স্থানাভাবের জন্য সংগৃহীত বই ও পত্রপত্রিকা অন্যত্র সংরক্ষিত হয়েছে। এমন আবার দপ্তরও আছে যেখানে সংগৃহীত হাজার হাজার বই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে আলমারী বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে। কোন কোন জেলার জেলা শাসকের দপ্তরে বহু মূল্যবান বইপত্র যথোচিত ব্যবহৃত হবার সুযোগ পায়না।

৪ বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদি সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা

বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিকে শুধু গ্রন্থ নয়, নানাধরণের নথিপত্র কিংবা পত্রপত্রিকার চাহিদা ও সংগ্রহ বেশী বইতো কম নয়। গেজেট, রিপোর্ট, ম্যানুয়ালস্, ফলস্ চার্ট, পঞ্জিকা, ম্যাপ, সিডিউলস, ছবি, স্টাণ্ডার্ড, ইস্তাহার ইত্যাদির প্রয়োজন সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগারে সাধারণত বেশী। স্বভাবতই ডকুমেন্টেশন সার্ভিস এবং সেই সঙ্গে রিপ্রোগ্রাফী সার্ভিসের প্রয়োজন ঘটে। চাহিদা থাকলেও সংস্থানের সুযোগ সব সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগারে নেই। বলাবাহুল্য বিভাগীয় গ্রন্থাগারে নেই। বলাবাহুল্য বিভাগীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইপত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই অন্য গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র আনিয়ে চাহিদা মেটানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগীয়

গ্রন্থাগারে মধ্যে গ্রন্থ লেনদেন ও অন্যান্য সহযোগিতার সুস্পষ্ট কোন ব্যবস্থা তেমন নেই।

৫ একক একটি গ্রন্থাগারের সমস্যা

৫১ সম্ভারের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা

ক গ্রন্থাগার যত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ হোক না কেন সম্ভারের সীমাবদ্ধতা থাকবেই। কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে একক ভাবে সর্ববিধ চাহিদা মেটানো অসম্ভব।

খ বিভাগীয় বিষয়ের বহির্ভূত বিষয়ের বইপত্রের সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে না থাকাই স্বাভাবিক—যদিও বিভাগীয় বিষয় বহির্ভূত—তথা বা বইপত্রের প্রয়োজন প্রতি বিভাগে নিত্যই দেখা দেয়। আন্তর্বিষয়ক (Interdisciplinary) তথ্যের চাহিদা এখন ক্রমবর্ধমান।

গ স্থান ও আর্থিক সম্পত্তি কোন গ্রন্থাগারেই অসীম নয়। অথচ নানাধরনের পাঠ্যবস্তুর চাহিদা বেড়েই চলেছে।

ঘ দুর্লভ বইপত্র কোন কোন গ্রন্থাগারে থাকে, যেগুলির চাহিদা অন্যান্য বিভাগীয় গ্রন্থাগারে প্রায়শই দেখা যায়।

৬ সুসংবদ্ধতার মাধ্যমে সমাধান

উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার নিরিখে এই সিদ্ধান্তে আসাই সঙ্গত যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক সম্ভার বিনিময়ের (Resource Sharing) সম্পর্ক থাকা একান্তই আবশ্যক। একটি গ্রন্থাগারের অভাব অপর গ্রন্থাগার মেটাতে পারে। এক অর্থে সব গ্রন্থাগারেই যেমন অভাব থাকে, তেমনি সম্পদও থাকে বিস্তর যা দিয়ে সেটি অন্যের দৈনতা পূরণে সক্ষম। কোন গ্রন্থাগারই সর্বাংশে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। পারস্পরিক সুসংবদ্ধতা (Integration) গ্রন্থাগার গুলির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তুলতে পারে; অর্থাৎ বইপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজন অপর গ্রন্থাগার মেটাতে পারে।

সরকারের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে নানাবিধ সহযোগিতা এবং বিশেষ করে গ্রন্থ ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে একই ব্যয় বহুল বই কেনার ঝোঁক অহেতুক ব্যয়ের দিক নিয়ন্ত্রিত হবে। সামগ্রিক ভাবে বরাদ্দকৃত টাকায় নানাবিষয়ে ও ব্যয়বহুল বই কেনা সম্ভব হবে। অথবা অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে।

৭ সম্ভার বিনিময়ের অন্তরায়

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক গ্রন্থ ঋণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে গ্রন্থাগারিকেরা সাধারণত বাইরের ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠান (এক দপ্তর অন্য দপ্তরকে) গ্রন্থাদি ঋণ দিতে দ্বিধা বোধ করেন। কারণ কিছু কিছু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে প্রদত্ত বইপত্র যথা সময়ে ফেরৎ পাওয়া যায় না, তাগিদ পাঠানো সত্ত্বেও। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাদি সব সময়ে অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ আসে না।

সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পৃথক নিয়মাবলীর মধ্য দিয়ে আন্তঃ গ্রন্থাগার সম্ভার বিনিময়ের সুসংবদ্ধ সুব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ সরকারী নির্দেশ নামার সাহায্যে একটি আন্তঃগ্রন্থাগার গ্রন্থ বিনিময়ের উপযোগী 'কোড' প্রণয়ন করে আইনের রূপ দেওয়া। উল্লেখ্য যে ইয়াসলিক ১৯৬৭ সালে একটি Inter Library Loan Code-এর প্রবর্তন করেছিল।

৮ বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা

রাজ্যব্যাপী সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের উপযোগী একটি কাঠামোর শীর্ষে সমৃদ্ধ ও অন্যান্য সুবিধাদি যুক্ত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা (Central Agency) থাকা প্রয়োজন যেটি বিভিন্ন সরকারী গ্রন্থাগারের মধ্যে

নিয়মিত সংযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজ হবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংগৃহীত বই ও পত্র-পত্রিকার সমন্বয় তালিকা (Union Catalogue) এবং প্রয়োজনভিত্তিক বিষয় বিশেষের গ্রন্থপঞ্জী সংকলন—যা বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে একান্তই অপরিহার্য।

৯ কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে মহাকরণ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সংস্থার কতকগুলি সুযোগ থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান, সমৃদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ, পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ ও কুশলী কর্মীর সংস্থান, ইত্যাদি থাকা দরকার। সেই নিরিখে রাইটার্স বিল্ডিংসে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে 'মহাকরণ গ্রন্থাগারের' উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী। এই গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য তথ্য, রিপোর্ট, গেজেট, পরিসংখ্যান ইত্যাদি মূল্যবান সম্ভারে সমৃদ্ধ। অভিজ্ঞ ও কুশলী কর্মীর সাহায্যে এই গ্রন্থাগারের পক্ষে রাজ্যপালী সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমন্বয় ও সংযোগ সাধনে সহজ হবে।

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রাজ্যের সমস্ত বিভাগীয় গ্রন্থাগারের তথ্যের সমন্বয় তালিকা প্রস্তুত, নির্বাচিত বিষয় তালিকা প্রস্তুত ও সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা করবে।

১০ আন্তর্বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমন্বয়ের রূপরেখা

১ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংগৃহীত গ্রন্থাদির পরিগ্রহণ তালিকা Accession List) সংকলন ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে প্রেরণ।

২ একটি গ্রন্থাগারের বাতিল বইপত্রের জরুরী প্রয়োজন ভিন্ন গ্রন্থাগারে থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে বাতিল বইপত্রের তালিকা প্রচার ও উৎসাহী গ্রন্থাগারকে সেগুলি প্রদান।

৩ গ্রন্থ ক্রয়ের সময়ে সাধারণ পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা—যাতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থক্রয়ের সময়ে সামগ্রিক সংগ্রহে কোন ফাঁক যেন না থাকে এবং একই স্থানে একই ব্যয়বহুল বই একাধিক গ্রন্থাগারে কেনার আগে পারস্পরিক পরামর্শ ও মতামত বিনিময়ের অবকাশ।

কোন গ্রন্থাগারে কোন বই এর একাধিক কপি থাকলে সেটা কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে অন্য কোন সরকারী দপ্তর গ্রন্থাগারে প্রদান।

৪ একটি বিভাগের পাঠক যাতে অন্য বিভাগের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পান সে বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৬ প্রয়োজনে Reprographic Service ও Translation Service-এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষার প্রয়াস।

৭ কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে কিংবা সম্ভব হলে সরাসরি অন্যান্য ধরনের গ্রন্থাগারে যেমন—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

৮ কেন্দ্রীয় সংস্থার উদ্যোগে ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ইস্তাহার প্রচার ও দপ্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তা ভাবনা, অভাব অভিযোগ ও মতামত বিনিময়ের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯ বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিত্ব মূলক একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন, যেটির কাজ হবে বিভাগীয় গ্রন্থাগার-গুলির সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উন্নয়নের সঙ্গে কর্মীদের বেতন ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ে ভাবনা চিন্তা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া।

১১ উপসংহার

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা মূলতঃ নির্ভর করে সকল শ্রেণীর কর্মীদের সদিচ্ছা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যমের উপর। শুধুমাত্র শুষ্ক আইনের আড়িয়ে ব্যবহারকারীর জরুরী প্রয়োজন বা চাহিদা যেন কাইলবন্দী হয়ে সহযোগিতার বিষয়টি অবহেলিত না হয়। কারণ সহযোগিতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল পরিসেবার উন্নয়ন, তথা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের উপকার সাধন। সেজন্য সেবামূলক মনোভাব চাই সবার আগে। নানাধরণের বাধাবিপত্তি ও অসুবিধা মাঝে মাঝে দেখা দেবে এবং সেগুলি দূর করতে হবে। সকল স্তরের কর্মীদের যুক্ত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজন ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করলে সরকারী কর্তৃপক্ষও আনুষঙ্গিক আইনকানুন প্রবর্তনে সহায়তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার হাত প্রসারিত করবেন। উন্নত ও কুশল পরিসেবার মাধ্যমে গ্রন্থাগার মুক্তির প্রতি কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি সুলভ আনুকূল্য অর্জন সহজ হবে। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার বিষয়টি অবহেলিত বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই তাঁদের সবিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু মূল্যবান বইপত্রের যথোচিত ব্যবহার আন্তঃ বিভাগীয় গ্রন্থাগার সম্বয়কে সার্থক করে তুলবে।

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

• সূচনা

প্রত্যেক গ্রন্থাগারেরই আর্থিক সঙ্গতি সীমিত। তাই এককভাবে কোন গ্রন্থাগারের পক্ষেই তার সমস্ত পাঠকের সমস্ত চাহিদা মেটান সম্ভব নয়। সমস্যাটি অবশ্য নতুন নয়। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত 'লাইব্রেরী জার্নাল'—এর প্রথম সংখ্যাতেই এস. এস. গ্রীণ এই সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং এর সমাধান হিসাবে আন্তঃ গ্রন্থাগার ধার (Inter-Library Loan) ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আজকের দিনে এই সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে তার কারণ একদিকে পাঠকের সংখ্যা ও তাদের চাহিদার বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে বই ও অন্যান্য পাঠ সামগ্রীর অভাবিত পরিমাণে সংখ্যা বৃদ্ধি।

১ প্রয়োজনীয়তা

সীমিত সঙ্গতির মধ্যেও গ্রন্থাগারের সেবার পরিধি ও গভীরতা বৃদ্ধি করার একমাত্র উপায় হল আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা। সহযোগিতার ফলে যেসব সুবিধার সৃষ্টি হতে পারে সেগুলি অনুধাবন করলেই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। এই সুবিধাগুলি হল—

গ্রন্থাগারের বিষয় ব্যাপ্তি, পঠন সামগ্রী ও সেবার পরিধি বিস্তৃত করা যায় এবং সেবাকার্যকে আরো ফলপ্রসূ করা যায়।

প্রাপ্ত অর্থের সর্বাধিক উপযোগিতা সম্ভব হয়।

পাঠকদের সর্বাধিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।

৪ একাধিক গ্রন্থাগারে সচরাচর কম ব্যবহৃত একই সামগ্রীর ক্রয় নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

৫ সহযোগী গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক বর্গীকরণে ও সূচীকরণে সঙ্গতি রাখা সম্ভব হয়।

৬ আর্থিক কারণে একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে যে সব সেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়না, সহযোগিতার মাধ্যমে তাও সম্ভব হয়।

৭ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একই ধরণের কিছু কিছু নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ও একই পুস্তকের পুনঃ পুনঃ গ্রন্থপঞ্জিকরণে গ্রন্থাগার কর্মীদের সময় ও কর্মক্ষমতার অপচয় বন্ধ করে তা গ্রন্থাগারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ী কার্যে নিয়োগ করা যায়।

২ সহযোগিতার ক্ষেত্র

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা বলতে সাধারণতঃ আন্তঃ গ্রন্থাগার ধারের কথাই মনে হয়। কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্র শুধুমাত্র আন্তঃগ্রন্থাগার ধারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে সহযোগিতার সমস্ত ভাল ফল পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করা প্রয়োজন। যে সকল ক্ষেত্রে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্ভব তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

২১ গ্রন্থ সংগ্রহ

গ্রন্থ ও অন্যান্য নথি সমূহের ক্রয় ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা দুই ভাবে করা যায়। প্রথম ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি সহযোগী গ্রন্থাগার তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাকে প্রেরণ

করবে। কেন্দ্রীয় সংস্থাটি সমস্ত তালিকাগুলিকে একত্রিত করে, প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্য প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করে এবং কম ব্যবহৃত একই বই কাছাকাছি অবস্থিত সব গ্রন্থাগারগুলিতে যেন সংগৃহীত না হয় একথা মনে রেখে বইগুলি সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে এবং সংগ্রহের পর সেগুলিকে তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রেরণ করবে। বিকল্প ব্যবস্থার সহযোগী গ্রন্থাগারগুলি আপসে তাদের প্রত্যেকের বিষয় পরিধি নির্ধারণ করে সেই পরিধির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পুস্তক সংগ্রহ করবে। এই ব্যবস্থার প্রত্যেক গ্রন্থাগার তার পরিধি বহির্ভূত বইয়ের জন্য অন্যান্য গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করবে।

২২ গ্রন্থ প্রস্তুতিকরণ

গ্রন্থ প্রস্তুতিকরণ অর্থাৎ বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ক্ষেত্রেও ঠিক ঐরকম ধরণের সহযোগিতা করা যায়। কোন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা একত্র একই স্থানে সমস্ত সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির সমস্ত বই একত্রে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করে তাদের স্ব স্ব গ্রন্থাগারে প্রেরণ করতে পারে। অথবা এক একটি গ্রন্থাগার এক একটি বিষয়ের গ্রন্থ প্রস্তুতিকরণের দায়িত্ব নিতে পারে এবং প্রয়োজনে অন্য গ্রন্থাগারকে নিজ বিষয়ের বইয়ের বর্গসংখ্যাসহ তালিকা পত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করতে পারে।

২৩ গ্রন্থ সংরক্ষণ

ছেঁড়া ও পোকায় কাটা বইগুলির বাঁধাই ও সংরক্ষণের জন্যও সহযোগিতার প্রয়োজন, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একা একটি ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে এধরণের সমস্ত বইয়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রায় অসাধ্য। উদাহরণস্বরূপ কোন একটি ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে একটি ফ্যুমিগেশন চেম্বার বা একটি ভ্যাকুয়াম ক্লীনার কেনা সাধ্যাতীত, কিন্তু কয়েকটি গ্রন্থাগার একত্রে এ ধরণের সরঞ্জাম নিশ্চই সংগ্রহ করতে পারে।

২৪ বিনিময়

প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই কিছু কিছু বই কিছুদিন ব্যবহার হবার পর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে অথচ অন্য কোন গ্রন্থাগারে সেই বইগুলির চাহিদা থাকতে পারে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারই এই ধরণের বইগুলির যে গ্রন্থাগারে চাহিদা আছে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারে। এইভাবে বিনিময়ের ফলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারই লাভবান হবে।

২৫ সংযুক্ত ভাণ্ডার

কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় এ ধরণের বই গ্রন্থাগারে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এইগুলি গ্রন্থাগারের তাক জুড়ে রেখে স্থানাভাব সৃষ্টি করে এবং এগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ করে যেতে হয়। অথচ এগুলিকে নষ্টও করে ফেলা যায় না। এ ধরণের কদাচিৎ ও স্বল্প ব্যবহৃত বইগুলির জন্য সহযোগী গ্রন্থাগারের একটি যৌথ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারে যেখানে সব গ্রন্থাগারের এরকম সব বই একত্র রাখা যায়।

২৬ গ্রন্থাগার সেবা

সেবার ক্ষেত্রেও নানাভাবে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা করা যায়। এইক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত সহযোগিতা হল আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক লেন-দেন। এছাড়া এক একটি গ্রন্থাগার তার বিষয় পরিধি সংক্রান্ত তালিকাসেবা, অনুলেখন সেবা ও তথ্য সেবা অন্যান্য সহযোগী গ্রন্থাগারগুলিকে অথবা সরাসরি অন্যান্য গ্রন্থাগারের পাঠকদের প্রদান করতে পারে। এমনকি একটি গ্রন্থাগার অন্য গ্রন্থাগারের পাঠকদের তাদের নিজস্ব সদস্যপত্রের ভিত্তিতে যেকোনো বই বসে পড়ার অথবা যা র দেবার অনুমতি দিতে পারে।

২৭ যান্ত্রিক সেবা

প্রতিলিপিকরণ (Reprography) ও তথ্যানুসন্ধান (Information Retrieval -এর জন্য ব্যবহৃত

যন্ত্রগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই এগুলের যন্ত্র সংস্থাপন একটি ছোট গ্রন্থাগার একসঙ্গে মিলে এধরণের যন্ত্র ক্রয় করতে পারে এবং প্রত্যেকেই প্রয়োজনমত সেই যন্ত্রের সাহায্য নিতে পারে।

২৮ সংযুক্ত সূচী

সংযুক্ত সূচী (Union Catalogue) একটি অত্যন্ত সাহায্যকারী সাধন। এ থেকে এক স্থানে বসে অনেকগুলি গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধরণের সূচীর সাহায্যে আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেন কার্য সহজে করা যায় আর অন্য গ্রন্থাগারে আছে জেনে নিয়ে দামী ও কম ব্যবহার্য বইগুলি কেনা থেকে বিরত থাকা যায়। সহযোগী গ্রন্থাগারগুলি যুক্ত প্রচেষ্টায় এরকম সূচী গড়ে তুলতে পারে।

২৯ অন্যান্য ক্ষেত্র

পূর্বোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও গ্রন্থাগার ভবন ও আসবাবপত্র পরিকল্পনা ও নির্মাণ, কর্মী চয়ন ও বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেও আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্ভব।

৩ আর্থিক দিক

একটি সুসম্বদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কার্যরত একাধিক গ্রন্থাগারও সহযোগিতা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। যে কোন সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য সহযোগী গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কতকগুলি মিল বা সম্পতি থাকা বাঞ্ছনীয়। সহযোগী গ্রন্থাগারগুলি যদি একই বর্গীকরণ পদ্ধতি, একই সূচীকরণ পদ্ধতি এবং একই ধরণের আগমন-নির্গমন (Circulation) পদ্ধতি অনুসরণ করে তাহলে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দেয়না। এছাড়া সুষ্ঠু সহযোগিতা কার্যের জন্য সহযোগী গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্তব্য সমস্ত গ্রন্থের একটি সংযুক্ত সূচীও প্রয়োজনীয়। সহযোগী গ্রন্থাগারগুলি যদি একই ধরণের মালিকানাধীন হয় এবং সহযোগিতা যদি আইন সমর্থিত হয় তাহলে সহযোগিতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা আরো সহজ হয়।

৪ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

বিশ্বের নানা দেশে, বিশেষ আমেরিকা ও ব্রিটেনে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোথাও কোথাও আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন দেন ছাড়া আর কোন রকম সহযোগিতার ব্যবস্থা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। এই রাজ্যের শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও সরকারি অর্থানুকূল্যে দুই সহস্রাধিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে, তবে একটি সুসম্বদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা ঠিক গড়ে উঠতে পারেনি। এর ফলে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারকেই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হয় এবং বলাবাহুল্য এভাবে কোন গ্রন্থাগারের পক্ষেই তার পাঠকদের সমস্ত চাহিদা মেটান সম্ভব হয়না। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে একটি আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয়।

৫ কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি আন্তঃ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রথমে নানা স্তরের গ্রন্থাগারগুলিকে এক সূত্রে গেঁথে একটি সুসম্বদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি করা দরকার। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের সামান্য সংশোধন করে এবং গ্রন্থাগার অধিকারের প্রচেষ্টায় এ ধরণের ব্যবস্থা সহজেই গড়ে তোলা সম্ভব। এরকম ব্যবস্থায় আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করে

নেওয়া যায় যথা পুস্তক ক্রয় ও প্রস্তুতিকরণ এবং সেবাকার্য। প্রথমোক্ত কাজগুলির দায়িত্ব রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে দেওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় কাজগুলি প্রত্যেক গ্রন্থাগারকেই করতে হবে।

৫১ ক্রয় ও প্রস্তুতিকরণ

এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক গ্রন্থাগার তার নিজস্ব পাঠকদের রুচি অনুযায়ী পুস্তক তালিকা প্রণয়ন করে তালিকাটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সেই সমস্ত পুস্তক ক্রয় করে এবং সেগুলিকে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করে সেই গ্রন্থাগারকে পাঠিয়ে দেবে। এর ফলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারে আলাদা করে পুস্তক ক্রয় ও প্রস্তুতিকরণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হবে না। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা এক ধরণের বই একসঙ্গে প্রস্তুতিকরণের ফলে এই কার্যের জন্য ব্যয়িত সময় ও পরিশ্রম লাঘব হবে। গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মীর অভাবজনিত অসুবিধা অনেকাংশে কমে যাবে এবং সংযুক্ত সূচী তৈরীর কাজ সহজ হবে। এছাড়া কম ব্যবহৃত ও বেশী দামের বই প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ভাবে কেনার প্রয়োজন হবেনা এবং একসঙ্গে বেশী পরিমাণ বই কেনার ফলে দামে বেশী পরিমাণ ছাড় পাওয়া সম্ভব হবে।

৫২ সেবা কার্য

পুস্তক ক্রয় ও প্রস্তুতিকরণ কেন্দ্রীয়ভাবে হলেও প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে নিজ নিজ পাঠকদের সেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব বই কোন একটি গ্রন্থাগারে থাকবে না সেসব বই অন্য গ্রন্থাগার থেকে আনিয়ে পাঠকদের চাহিদা মেটাতে হবে। একটি গ্রন্থাগারের পাঠক প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোন গ্রন্থাগারে গিয়ে সেখানকার সমস্ত সেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। আন্তঃ গ্রন্থাগার বই আদান-প্রদানের জন্য একটি নিয়মতন্ত্র প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে সেটি মেনে চলতে হবে। বই আদান-প্রদানের ব্যাপারে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার মধ্যস্থতা করবে। সংযুক্ত সূচির সাহায্যে এই কাজ সহজে করা যাবে।

৬ উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্রুত ও বৃহৎ লক্ষ্য হল রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে গ্রন্থাগারের আওতায় আনা। কেবলমাত্র কতকগুলি গ্রন্থাগার চালু করলেই এই লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে না। একটি সুসম্বদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতা যদি গড়ে তুলতে পারলে তবেই এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বাত্মক উন্নতি : একটি বিশেষ দিক—আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা

শ্রীভবানী কুমার ঘোষ

ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলিকাতা

১ সূচনা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হওয়ার পর গ্রামীণ গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি দেখা দিয়েছে। সরকার যত বেশী নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন সেই সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছেন। এর ফলে শিক্ষার হার যেমন বাড়ছে—গ্রন্থাগারের ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠকের ভীড় সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বই, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা যথেষ্ট কম। ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষেরা শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হন। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে একটি বিশেষ নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। অল্প পুঁজি নিয়ে গ্রন্থাগারিকেরা পাঠকের চাহিদা মেটাতে চরম বিপদে পড়েন। একথা অনস্বীকার্য যে গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় সব বই, পত্র পত্রিকা রাখা ও কেনা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা। এই সহযোগিতার মাধ্যমে পাঠকের চাহিদা অনেক বেশী মেটানো সম্ভব হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বাত্মক উন্নতির একটি বিশেষ দিক আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা।

২ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার উদ্দেশ্য

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা অর্থাৎ Inter Library Cooperation'র মুখ্য উদ্দেশ্য পরস্পর গ্রন্থাগারের মধ্যে বই, পত্র-পত্রিকার আদান প্রদান। নিজস্ব গ্রন্থাগারে যেসব পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায় না প্রয়োজন বোধে কাছাকাছি অন্য গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় এমন পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে পাঠকের চাহিদা মেটানো যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা নিষ্ঠুর করে গ্রন্থাগারের পরিচালক গোষ্ঠির একান্ত প্রচেষ্টায়।

এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকেরা বিশেষ নজর রাখলে পরিচালক গোষ্ঠির সহযোগিতা সহজে পেতে পারে। সেজন্য গড়ে তুলতে হবে বিশেষ কর্মসূচী। সরকারকে এর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমরা Inter-Library Co-operation নামে একটি সুষ্ঠু গঠনমূলক কাঠামো গড়ে তুলতে পারবো। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকদের ও পাঠকশ্রেণীকে এখনই এগিয়ে আসতে হবে।

২ সহযোগিতার বিভিন্ন কর্মসূচী

যদি প্রত্যেকটি সাধারণ গ্রন্থাগার অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখেন তাহলে গ্রন্থাগার আইনের সার্থকতা নতুবা গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি অসম্ভব। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়গুলি ভাবা যেতে পারে। যেমন –

১ বই, পত্র-পত্রিকা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা।

২ পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

৩ প্রয়োজনবোধে ভারতের বাইরে যেমন ব্রিটিশ লাইব্রেরী লেণ্ডিং ডিভিসনের সহায়তায় বই, পত্র-পত্রিকার কপি আনা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে Indian Association of Special Libraries and Information Centre কর্তৃক ১৯৬৪ সালে গৃহীত Inter Library Loan Code বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪ যে সব Service আমাদের দেশে কোন গ্রন্থাগারের নেই সেগুলি British Council, USIS, Max Muller Bhavan ইত্যাদি সংস্থার মারফত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫ Indian National Scientific Documentation Centre থেকে নানান প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন নেই। এরা ব্যবস্থা করে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী সংস্থার কাছ থেকে Research Paper, অতি সহজে এনে দিতে পারে।

৩ সহযোগিতার নানান সুযোগ-সুবিধা

আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা গড়ে তুলতে নিম্নলিখিত সুযোগসুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে।

ক সাধারণ গ্রন্থাগারের একজন সভ্য যে কোন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে এমন নিয়ম বেঁধে দিতে হবে।

খ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময়সীমা এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে সমস্ত শ্রেণীর পাঠকেরা তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

গ একই পত্র পত্রিকা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে না রেখে সেই পত্র-পত্রিকার বদলে অন্যান্য পত্রিকা রাখা যেতে পারে তাতে গ্রন্থাগারের খরচ সুষম ভাবে বণ্টন করা যায়। এর ফলে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের জ্ঞান বেড়ে যায়।

ঘ গ্রন্থাগারে যেসব পত্র-পত্রিকা ব্যবহার হয়না অন্য কোন গ্রন্থাগারে তার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা নজর রাখতে হবে।

ঙ একটি পরিচালক গোষ্ঠী প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য Classification এবং Cataloguing পদ্ধতি একরকম তৈরী করতে পারেন। এর ফলে Union Catalogue বা Centralised Catalogue তৈরী করা সহজসাধ্য হবে।

চ গ্রন্থাগারিকের দল প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে পারেন তার ফলে নিজেদের শিক্ষার মান বাড়তে পারে।

ছ কর্মীদের Training'র প্রয়োজন। পরস্পর গ্রন্থাগারের কর্মীদের স্থান অদল বদল করে অন্যান্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে কর্মীদের দায়িত্ব বোধ বাড়ে।

জ পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের গ্রন্থাগারগুলি মধ্যে আলোচনা করতে পারেন।

ঝ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অনুলেখন সেবা তথা সরবরাহের সহযোগিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ঞ নিজেদের গ্রন্থাগারের পারস্পরিক Exhibition, তালিকা আদান প্রদান, Seminar প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে।

ট গ্রন্থ সংরক্ষণ, বাঁধাই ও রিপ্রোগ্রাফিকের ক্ষেত্রে কাছাকাছি অবস্থিত পরস্পর গ্রন্থাগার সহযোগিতা প্রয়োজন।

৪ আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার একটি খসড়া

ধরা যাক্ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কথা। আমরা জানি District Library'র নিজের পর্যায়ে যত গ্রামীণ গ্রন্থাগার বর্তমান। Inter Library Co-operation'র ক্ষেত্রে District Library মুখ্য পরিচালকের দায়িত্ব নিতে পারেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার-গুলি এখনও তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

যেমন সহজ হয়েছে শহরের গ্রন্থাগারগুলি। কিন্তু জেলাভিত্তিক প্রতিটি গ্রন্থাগারের মধ্যে যদি আদান প্রদানের সহযোগিতা থাকে তাহলে একক ভাবে যে কোন বড় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সমানভাবে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। এক্ষেত্রে আদান প্রদান জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে হওয়া উচিত। অর্থাৎ জেলা গ্রন্থাগারিক তাঁর নিজস্ব এলাকার অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। এর ফলে জেলার সমস্ত পাঠকের সুবিধা হতে পারে। জেলার একটি গ্রন্থাগারের সদস্য সেই, জেলার যে কোন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন সরকারী পর্যায়ে এমন কর্মসূচী তৈরী করতে হবে। একজন পাঠকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রন্থাগারে না থাকলে কাছাকাছি অন্য গ্রন্থাগার থেকে ধার করার জন্য বিশেষ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। জেলা গ্রন্থাগারে প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অবস্থিত দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, পাণ্ডুলিপি এবং জাতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় বস্তুর সূচীকরণ ও সংরক্ষণের বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। আশা করা যায় প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সহযোগিতায়—জেলা গ্রন্থাগারের একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবহারে নতুন নজীর তৈরী করতে হবে।

৫ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিদেশী নজির

ব্রিটেনে অবস্থিত British Library Lending Division'র অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই সংস্থা নিজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে British Council নামক সংস্থার গ্রন্থাগার মারফত বই, Microfilm, microfiche, Reprints ধার দেন। বিনিময়ে এই সংস্থা অল্প loan charge ধার্য করে। সারা পৃথিবী থেকে এই সংস্থা প্রায় প্রতি বছরে ৪০০, ০০০ অনুরোধ পায়। শতকরা ৭৪ ভাগ অনুরোধ সফল হয়। ১৯৮০-৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর ১০৫টি দেশকে ১৭, ৫৭৬টি বই সরবরাহ করেছে। এছাড়া রয়েছে আর ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক সামগ্রী। যেমন Article photocopy সরবরাহের ক্ষেত্রে এ বছরে অনুরোধ পেয়েছে ৪১৪, ০০০টি এবং সরবরাহ করেছে ৩৯৩, ০০০টি। নিজের দেশের সুবিধা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমন সুবিধা দেওয়া এমন নজির অন্য কোন সংস্থার নেই।

৬ উপসংহার

একথা সত্য যে উপরোক্ত উপায়গুলি ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করলে Inter Library Co-operation কখনই ফলপ্রসূ হবে না। এই সহযোগিতার কার্যপ্রণালী সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের নিজস্ব ইচ্ছা ও গ্রন্থাগারিকের ভালবাসার ওপর। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়—নয় গ্রন্থাগারিক কিংবা পরিচালক গোষ্টির গাফিলতিতে এই সুন্দর সহযোগিতা বিফলে যায়।

এ পর্যন্ত Inter Library Cooperation আমাদের শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতবর্ষে তেমন ভাবে গড়ে উঠেনি। তাই আজ আমাদের শপথ নিতে হবে জেলাভিত্তিক সহযোগিতা গড়ে তোলা যদিও এরজন্য প্রয়োজন সরকারী সাহায্য ও নির্দেশ কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের আগ্রহ ও অনুকূল মানসিকতা গড়ে তোলা।

প্রসঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমিকায় আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা

অনিলচন্দ্র পাল

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

০১ গ্রন্থাগার সহযোগিতার সংজ্ঞা

সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সম্পদ বিনিময় (Resource Sharing) নামে একটি নির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। সহযোগিতা তারই সঙ্গে যুক্ত। 'সহযোগিতায় অংশ গ্রহণ কারীরা পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে সবিশেষ উপকৃত হন এবং প্রয়োজনভিত্তিক সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।'

এই মহান কর্মযজ্ঞে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার সমূহ অংশগ্রহণ করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলেন।

এই সম্পর্কে ALA glossary of library terms এর প্রতিবেদন প্রণিধান যোগ্য : As a Cooperative arrangement among libraries by which one library may borrow material from another library.' এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি গ্রন্থাগার অন্য একটি গ্রন্থাগার থেকে পুস্তকপত্র উপাচার গ্রহণ করতে পারেন।

০২ সহযোগিতার দর্শন

সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের আপামর জনগণের মধ্যে জাতীর 'জ্ঞান ভান্ডার' বা গ্রন্থাগার গুলির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে আহৃত হয়েছে তা সমাকভাবে বন্টন করা। প্রত্যেকটি বই বা ঐ জাতীর বস্তুকে সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত।

একটি গ্রন্থাগারে একটি বিশেষ গ্রন্থের পাঠকের অভাব হলেও অন্য গ্রন্থাগারের যে কোন এক ব্যবহারকারী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রতি হয়তো তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন। তাই সহযোগিতার মাধ্যমেই গ্রন্থাগারের উপযোগ সার্থকতা লাভ করতে পারে।

তাই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াস চাই : সহযোগিতা, সংগতি, পারস্পরিক কর্মবন্ধতা, একটি বিশেষ প্রণালী আর সম্বন্ধের প্রয়াস।

০৩ পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বীকৃতি দিয়ে বিধিবদ্ধ করেছেন গ্রন্থাগার আইন। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়েছে। গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে স্পর্শ করতে এখনো অনেক সময় বাকী আছে। কারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার সমূহ এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে দীর্ঘ বিভিন্ন অবস্থায়। সহযোগিতার প্রশ্ন আংশিক সরব। সহযোগিতা মূলক জনমুখী সেবার জন্য সামগ্রিকভাবে নিয়ম, নীতি, বিবেকের পরিবর্তন সাধনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অভিনব বিধির। নিয়মনীতির অভিযোজন।

০৪১ সহযোগিতা ও তার প্রয়োজনীয়তা

কোন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বা যে কোন ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগার

কোন প্রকারে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ :

১ গ্রন্থাদি ক্রয়ে আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।

২ ক্রয়লভ্য পুস্তক সংগ্রহে নানান বাধা।

৩ লব্ধ গ্রন্থবস্তুগুলির ক্ষেত্রে পরবর্তী কার্য-ক্রমের (Processing) ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে লোকাভাব।

৪ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য বস্তুর বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে অলভ্যতা।

৫ নতুন গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও মূল্যবান পত্র-পত্রিকার অভাব —

৬ স্থানীয় ইতিহাস ও পুঁথি সকলনে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব অন্যান্য গ্রন্থা-গারকে মুখাপেক্ষী করে রাখে।

১ সহযোগিতা : স্বদেশে

১ গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই যুগকে তথ্যানুসন্ধানের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন এ যুগ হল তথ্যবিস্ফোরণের যুগ। সে যাই হোক ভারতবর্ষের মতো উন্নতিকামী দেশের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ও টেলিকমিউনিকেশনের তাৎপর্যতার এবং প্রতিচ্ছবিগ্রহণ প্রণালীর ক্রমোন্নতির অভিযোজনে আর্থিক সংগতির দিকে লক্ষ্য রেখেই সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধ প্রসারিত করছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংস্কার সমিতি (UGC Library Review Committee) তাঁদের এক প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

ক) স্থানীয় / আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, মূল্যবান ও অতিপ্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকার পরিগ্রহণ ও পরিবেক্ষনে ক্ষেত্রে সহযোগিতার একাধিক গ্রন্থাগারকে এগিয়ে আসতে হবে।

খ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রন্থসম্ভার পরিগৃহীত হলে তাকে অন্য গ্রন্থাগারে স্থানান্তরের আবেদনও জানিয়েছেন।

গ) সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশে বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন ভাষার প্রকাশিত বিজ্ঞান / সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার গবেষণামূলক গ্রন্থের পঞ্জীকরণের ক্ষেত্রে ইনসডক এর মতো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

২২ রাজ্যস্তরের গ্রন্থাগারে পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এই পুস্তক 'লেন দেন'-এর ইতিহাসও অতি প্রাচীন। রামানুজাচার্য তাঁর 'শ্রী' ভাষ্য রচনা করার সময় অদ্বৈতবাদের একখানি গ্রন্থ ভিক্ষা করেছিলেন। সে একাদশ শতাব্দীর কথা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (অধুনা জাতীয় গ্রন্থাগার) ও এশিয়াটিক সোসাইটির মধ্যে পুস্তক আদান প্রদানের প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। তাছাড়া এই রকম সহযোগিতা-মূলক কর্মকে উৎসাহিত করার জন্য ১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এক সপ্তাহ এশিয়া লিঙ্কা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। সম্মেলনে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মূল্যবান গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা আদান প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে এক প্রগতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহে এক সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশেরও কর্মসূচি গৃহীত হয়। ইয়াসলিকের লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে ১৯৬৩ সালে আন্তঃ গ্রন্থাগার আদান-প্রদান সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণামূলক ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ইন্দোরে ১৯৬৮ সালে নতুন কোন পথ দেখানো সম্ভবপর হয়নি। বর্তমানে ইনসডক জহরলাল

নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার / কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সায়েন্স গবেষণা কার্যে সহায়তার জন্য পুস্তক / পত্রপত্রিকার লেন-দেন করে থাকেন। প্রতিলিপিকরণের ব্যবস্থাও আছে।

৩. রাজ্যের পরিস্থিতি

৩১ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় এক ডজন হবে। তারপর আছে এসিয়াটিক সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার, সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন গ্রন্থাগার। এসব গ্রন্থাগার যে সব সম্পদ অধিকার করে আছেন তার অংশভার হতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের যে কোন নাগরিক। কিন্তু সর্বত্রই এক অসহনীয় ব্যবস্থা চলছে। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবস্থাও সুবিধাজনক নয়। কোথাও বা কর্মীর অভাব। কোথাও বা জায়গার অভাব। কোথাও বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ইত্যাদি। অধিকাংশ স্থলেই প্রতিলিপিকরণের ব্যবস্থা নেই। থাকলেও লোকাভাব। অর্থাভাব। তার উপর অনেকেই পরিগৃহীত নতুন গ্রন্থের সংযোজন তালিকাও প্রণয়ন করতে পারছেন না। সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জীর কথা না হয় বাদই দিলাম। তাই সহযোগিতার প্রশ্নে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি বিচার করার সময় ও সুযোগ আমাদের হাতে এসে গেছে। আর্থিক অচ্ছলতাই এর একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই নয়।

৪ সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা কি ভাবে এগিয়ে যেতে পারি।

৪১ শোষণ মুক্ত সমাজ যখন গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে তখন গ্রন্থাগারকর্মীদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জনের জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট নীতি মেনে চলার প্রয়োজন। না হলে সহযোগিতা আন্দোলনের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এ জন্য আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগারপ্রেমীদের নীতি নির্ধারণের জন্য একটি সম্মেলন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪১১ ব্যবহারকারীদের যেমন প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন, তেমন সহযোগী কর্মীদেরও সহযোগিতা-কর্মে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

৪২ ছাত্রদের মতো গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকেও যাতায়াতের জন্য যানবাহন / পরিবহনের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

৪৩ রাজ্যান্তরে পুস্তকাদি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সহযোগিতা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় চলে। সুতরাং সেখানে সহযোগিতার প্রশ্নে কোন বাধা না থাকারই কথা। কিন্তু কার্যতঃ সহযোগিতা অনুপস্থিত। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন। উভয় গ্রন্থাগারই লাভবানই হবেন।

৪৪ গ্রামীন প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলিও এক একটি সম্পদের খনি। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরাও অনন্য অবদানে সমর্থ হবেন।

৪৫ যতদিন পর্যন্ত না যৌথ তালিকা প্রকাশন সম্ভবপর না হয়ে ওঠে, ততদিন পর্যন্ত সংযোজিত গ্রন্থ তালিকা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার / রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার / জেলা / মহাকুমা / গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

৪৬ উপযুক্ত মর্যাদাসহকারে এবং যথোচিত সহায়তার মাধ্যমে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে যৌথ তালিকা প্রণয়নের ভার দেওয়া উচিত।

৪৭ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার/রাজ্য গ্রন্থাগারে, ঐ ধরনের সম্পদপূর্ণ গ্রন্থাগারে প্রতিচ্ছবিকরণের

ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রেও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

৪৮ উপযুক্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে একাধিক গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। যেমন গ্রন্থাগারিকের এই ধরনের পত্র দেওয়ার অধিকার দেওয়া উচিত। পঞ্চায়েৎ প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষেই ব্যবহারকারীকে এই ধরনের অনুমতি পত্র দেওয়া সম্ভবপর।

৪২৮ সমমানের গ্রন্থাগারের সঙ্গে সমপর্যায়ের গ্রন্থাগারের আদানপ্রদান সম্পর্কীয় ব্যবস্থা আইনানুগভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। যেমন :

ক অতি অল্প মূল্যের পুস্তিকা লেন-দেন করা উচিত নয়।

খ স্থানীয় স্তরের স্বার্থে পাঠ্যপুস্তক / সমপর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক আদান-প্রদানের কাজে লাগানো উচিত নয়।

গ স্থানীয় ব্যবহারকারী পছন্দ সই উপলক্ষ্যে ঐ কাজে ব্যবহার উচিত নয়।

ঘ অনুলেখনসেবার গ্রন্থগুলি কোনক্রমেই আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঙ একই সংস্থার সাময়িক পত্র পত্রিকাকেও লেন-দেন জাতীয় সহযোগিতার কাজে লাগানো উচিত নয়।

৫ দেশের গ্রন্থ সম্পদের উপর অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। তাই এই জাতীয় সম্পদের যথাযথ বণ্টনের জন্য সহযোগিতার কাজে প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রাথমিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। Report of Advisory Committee for Libraries 1953 Govt of India সবাইকে জানিয়েছেন :

"In no Country can the public library system be sealed off from other libraries supported from public funds. Least of all can this be the case in India where, for quite some time come, funds for libraries will be limited and each book will have to yield its maximum of utility".

৫১ আর আমরা সেই সঙ্গে মনে রাখব ভারতগৌরব প্রয়াত ডঃ রঙ্গনাথনের কথা। তাঁর উদ্ভাবিত গ্রন্থাগার পরিষেবার পঞ্চনীতির কথা। সহযোগিতার মাধ্যমেই তাঁর কামনা বাস্তবে রূপান্তরিত হোক্—এই আমার বাসনা।

সহায়িকা পঞ্জী :

১ ALA glossary of library terms

২ Report of Advisory Committee for Libraries, 1953, Govt. of India.

৩ Harrison, I C.
'Library Cooperative in great Britain'. Library trends VI. Jan, 1958.

৪ P. N. Gaur, Inter-Library loan.

৫ ILA Bulletin Oct 1982—March 1983
[Library Cooperation in India
A. R. Sethi]

৬ University Library - James Thompson, 1980

৭ University Librarianship John F. Stirling, 1981

৮ Indian Librarianship R. N. Sharma, 1981

৬

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা – জেলাস্তরে সম্ভাবনা

অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার
বিজিওনাল সেন্টার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্তসার :

লেখক তার প্রবন্ধের প্রারম্ভে বর্তমান যুগের তথা পরিস্থিতি, তথ্য বিস্ফোরণ, পাঠ্য বস্তুর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির গ্রন্থাগার সমূহের সংগ্রহ বৃদ্ধির অন্তরায় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আবশ্যিক শর্ত হলো আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা। ১৯৬৮ সালে বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্পর্কে ১৭ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু না হলেও আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্পর্কে কর্মসূচী গ্রহণের সময় এসেছে।

জেলাস্তরে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার কয়েকটি কার্যক্রম লেখক উল্লেখ করেছেন।

১ পুস্তক নির্বাচন ও সংগঠন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে গ্রামীন গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যার অভাব, পুস্তক নির্বাচনের সহায়ক গ্রন্থাদির অভাবের জন্য পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহের দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগারের উপর ন্যস্ত করতে হবে।

২ জেলা গ্রন্থাগার ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক ঋণ দেবে।

৩ বর্গীকরণ ও সূচীকরণের দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগারকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এজন্য স্বল্প মেয়াদী কর্মীদের নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। পুরানো গ্রন্থাগারগুলির পুস্তকসংগ্রহের বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করা যেতে পারে।

৪ অপ্রয়োজনীয় বাড়তি কপির বিনিময় ক্ষেত্র সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে যে ঐ গুলি অন্য আগ্রহী গ্রন্থাগারকে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেওয়া যাবে।

৫ জেলার প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার সমূহের সংগ্রহের যৌথ তালিকার জন্য প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ গ্রন্থাগারগুলির কর্মচারীদের নিতে হবে। তালিকার প্রণয়ন ও মুদ্রণের খরচ কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত হবে।

৬ আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেনের কর্মসূচী নিতে হবে। পুরানো ও জীর্ণ পুঁথির ফটোকপির লেনদেন হবে। প্রত্যেক শহর ও মহকুমা গ্রন্থাগারকে তার এলাকার গ্রন্থাগারগুলিকে সদস্যদের ব্যবহার করতে দিতে হবে।

৭ প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে প্রতিলিপি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা থাকবে।

৮ শহর ও মহকুমা গ্রন্থাগারগুলির বই বাঁধাই-এর ইউনিট ছোট গ্রন্থাগারের বই বাঁধিয়ে দেবে।

৯ যৌথ গ্রন্থ ভাণ্ডার প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য হলো, প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই স্থানাভাব রয়েছে, বহু অব্যবহৃত বই জমতে থাকে।

১০ অনুলয় সেবা ও তথ্য সম্বন্ধে পুস্তকাদি মহকুমা গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। ঐ স্তরের গ্রন্থাগার ছোট গ্রন্থাগারে সংবরাহ করতে হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক জেলা গ্রন্থাগারে একটি তথ্য সংগ্রহ সংকলন ও সরবরাহকারী বিভাগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

সবশেষে লেখক কয়েকটি অসুবিধার কথা ও তার প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করেছেন।

ক গতানুগতিক ধ্যানধারণা পরিচালিত নীতিগত বাধা।

খ অর্থ ও জনবলের ঘাটতিতে সহযোগিতা-মূলক কর্মে অংশগ্রহণে অসুবিধা।

গ সহযোগিতামূলক কর্মে গুরুত্ব অর্পণ না করা, বা প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সাড়া না দেওয়া; বাধিত দায়িত্বশীলতার অভাব

ঘ অপর প্রতিষ্ঠান ও তাদের পাঠকদের প্রয়োজন সম্পর্কে সদিচ্ছার অভাব।

ঙ আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি না করা।

চ) গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়, যোগাযোগ ও স্বভাবের অভাব।

উপরিউক্ত বাধাগুলি অপসারণ করতে গেলে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়-তার উপযুক্ত প্রচার প্রয়োজন; প্রয়োজন উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির; প্রয়োজন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের directive rules যাতে আইনগত বাধাগুলি দূর হয়।

জেলাস্তরে প্রয়োজনীয় কাঠামো সৃষ্টি আশু প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ অবশ্যম্ভাবী।

বিভিন্ন সময়ে সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার গুরুত্ব প্রচার।

সাধারণের গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সমাধানের কয়েকটি সূত্র

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অসিত চট্টোপাধ্যায়

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী ও স্ত্রী রীডিং রুম

১ পরিচালন সমস্যা : স্পনসর্ড গ্রন্থাগার গুলির পরিচালনা কমিটি পঃ বঃ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনাধারা বা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন মোতাবেক নির্বাচিত হবেন কিনা এ সম্পর্কে সংশয় রয়েছে।

২ পরিসেবাগত সমস্যা : সাধারণের গ্রন্থাগারগুলিতে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সন্ধানে আসছেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীবল ও অর্থবল কম থাকায় তাঁদের পক্ষে উপযুক্তভাবে পরিসেবা দেওয়া যাচ্ছে না। এজন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীবাহিনীর সংখ্যা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নির্ধারণ হওয়া উচিৎ। এছাড়া কর্মীসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাঠক সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

৩ গ্রন্থ নির্বাচন ও গ্রন্থক্রয় : বর্তমানে গ্রন্থক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ পর্যাপ্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সরকারী অনুদানের ক্ষেত্রে কোনও রকম শর্ত আরোপ না করা।

৪ গ্রন্থাগারে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রতিকার : গ্রন্থাগার সমূহের সদস্যভুক্তি ও চাঁদার বিষয়ে কোন সামঞ্জস্য নেই। মাসিক চাঁদার পরিবর্তে টাকা জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। আরেকটি দারোয়ান রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কাড়ুদার নিয়োগ করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

৫ গ্রন্থাগার কর্মী : গ্রন্থাগারের উন্নতির সঙ্গে কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর সুযোগ দিতে হবে। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিয়ম চাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

সেই অবিস্মরণীয় প্রকাশনাটি

নবরূপে পরিবর্তিত

ও

পরিবর্দ্ধিত হয়ে

আবার আপনাদের কাছে

উপস্থিত করতে পেরে আমরা আনন্দিত

গ্রন্থবিদ্যা

(৩য় সংস্করণ)

ডঃ আদিত্য ওহদেদার

আকার : ডবল ডিমাই ১/১৬

মুদ্রণ : স্মল পাইকা। চিত্রিত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২১৬

মূল্য : সুলভ সংস্করণ --২০·০০

শোভন ,, ২৫·০০

আপনার কপি কি সংগ্রহ করেছেন ?

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

ফণিভূষণ রায়

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবারের সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন, তার জন্য আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদের দীর্ঘদিনের সাথী কাজেই আমার চরিত্রের সবলতা দুর্বলতা কিছুই আপনাদের অজানা নেই। ফলে বক্তব্য পেশ করতে আমার যেমন উৎকণ্ঠার হবারও কিছু নেই, তেমনি দ্বিধাগ্রস্ত হবারও কোনও কারণ নেই। আমার কুণ্ঠাহীন বক্তব্যকে আপনারা একজন আন্দোলন সঙ্গীর আত্মবিশ্লেষণের কাহিনী বলেই ধরে নিতে পারবেন। সেইমত শুনে নিলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

যে মঞ্চ থেকে আমি আমার বক্তব্যকে পেশ করতে চলেছি তা মূলতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের মঞ্চ, কাজেই আমার সমস্ত বক্তব্য এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধেই। আনুষঙ্গিক ব্যাপার হিসাবে এক আধবার অন্য শ্রেণীর গ্রন্থাগারের উল্লেখও এসে যেতে পারে। কিন্তু সে উল্লেখ শুধুমাত্র ঐ বিশেষ বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই করা হয়েছে। তার আর কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই।

আমাদের দীর্ঘদিনের অনুসৃত রীতি অনুসারে আমরা সম্মেলনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে একবার একজন বিচক্ষণ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর উপর এবং পরের বার একজন বৃত্তিবিশেষজ্ঞের উপর অর্পণ করে থাকি। আমাদের ধারণা যে পরিপূরক ধরনের দুটির এই নিয়মিত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন আমাদের আন্দোলনের সমস্ত সম্ভাব্য বিচ্যুতিকে সরিয়ে দিয়ে আন্দোলনকে লক্ষাভিমুখী করবে এবং একটি সামগ্রিক পরিপূর্ণতার সম্বন্ধ করবে।

এই পটভূমিকায় আমার বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে একজন মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বক্তব্য। যদিও এই মানুষটির গ্রন্থাগার জগত সম্পর্কিত ব্যক্তিত্বের অথবা উপলব্ধির বিকাশ আপনাদের অনেকেরই সহায়তায় ঘটেছে। কাজেই এই উপলব্ধির বর্ণনা আপনাদের অনেকের কাছেই কমবেশী পরিচিত মনে হবে।

আমার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করবার জন্য আমি সেটিকে একটি চাওয়া ও পাওয়ার পটভূমিকায় পেশ করছি যাতে আমাদের লক্ষাভিমুখীগতি কতটা নিশ্চিত ভাবে লক্ষের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে তা বর্ণনা করতে পারি, তার সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতার কারণগুলি কি কি তা বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারি এবং আমার বিচারে এ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার উপায় কি আপনাদের বিবেচনার জন্য তাও পেশ করতে পারি।

কী চেয়েছি

আমার প্রথম বক্তব্য তাই, আমরা কী চেয়েছি?

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে। সেই সময়ে আমাদের চাওয়ারও একটা নেপথ্যকালের পটভূমিকা ছিল। তা হ'ল তৎকালীন সমাজে গ্রন্থাগারের অবস্থান এবং জনমানসে তার অনুভূতি। দেশজুড়ে তখন যে গ্রন্থাগারগুলি বেঁচে ছিল তা ছিল মূলতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্যমে পরিচালিত। তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটত চাঁদা বাবদ সংগৃহীত অর্থে। তাদের মোট বছরের সিকি ভাগের মত তারা পেতেন সরকারী সাহায্য থেকে। এই সাহায্যও কমবেশী ধরা করার মাধ্যমেই আসত। এই সাহায্যেরও

কোনোও নিশ্চয়তা বা দায়বাধিকতা ছিল না। কর্মীরা সকলেই প্রায় স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন কাজেই তাঁদের যোগানেরও কোনও নিশ্চয়তা ছিলনা। মধ্যবিত্ত জীবনে আর্থিক সঙ্কট বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণ তরুণীদের বিনা পারিশ্রমিকে সময়দানের ক্ষমতা কিছু সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, হয়তো স্বেচ্ছায় সময়দানের মানসিকতারও কিছু পরিবর্ত্তন এসেছে। এ ছাড়া গ্রন্থাগারী জনশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে কখনোই ব্যাপক ছিলনা, এখনও যথেষ্ট দুর্বল। ফলে গ্রন্থ ব্যবহার করবার মত অক্ষরজ্ঞান বা ইচ্ছা কিছুই সমাজে যথেষ্ট ছিলনা। ছাত্রজীবনে গ্রন্থের ব্যবহার প্রয়োজনীয় ছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থের ভূমিকা নগন্যই ছিল। ফলে জনজীবনে গ্রন্থাগারের স্থান উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই অপ্রতুল অর্থ, অনিশ্চিত কর্মীসরবরাহ আর রীতিমত দুর্বল সামাজিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে কোনও সার্থক ধরনের গ্রন্থাগার সেবার পত্তন করা অদ্যে সম্ভব নয়, তা করাও হয়নি। তাই গ্রন্থাগারগুলি সমাজ জীবনে কতকগুলি কম-বেশী স্বল্পস্থায়ী বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র কুপের মত অবস্থান করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পদের পরিমাণও নগন্যই ছিল।

পাশ্চাত্য জীবন যাত্রার বা ভ্যালুজের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে আমাদের চাওয়ার কিছু পরিবর্তন এসেছিল। সে চাওয়া হয়ত সমস্ত সমাজ থেকে উঠে আসেনি। কিন্তু সমাজের যে অংশ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রশ্নে সর্বাধিক সচেতন, সে অংশ থেকে দাবী এসেছিল, গ্রন্থাগার আইনের। এই আইন আমাদের কি দেবে এই কথা ভাবতে গিয়েই আমরা দাবী করেছি এমন একটি আইন যা আমাদের সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণের স্বার্থে একটি নিঃশুল্ক বা বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ, সর্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন করবে।

কী পেয়েছি

এর পরের প্রশ্ন, কী পেয়েছি? এ ব্যাপারে এ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিকেরা সবচেয়ে বড় পাওনা যা পেয়েছেন তা ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাগার আইন। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এ আইন সীমিত শক্তির গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফলে আসেনি, এসেছে তৎকালীন বা বর্তমান সরকারের তথা সরকারের শরিক দলের সমাজ সচেতন সদস্যতায়। গ্রন্থাগার উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ পূর্বের কয়েক গুণ বাড়িয়ে এই সরকারই গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই বিচার করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়নকে পশ্চিমবঙ্গে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা সমস্ত দেশের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

এ আইনে ত্রুটি আছে তা আমি জানি এবং সে ত্রুটির অপসারণ প্রয়োজন তাও আমি মানি। কিন্তু এও তো স্বীকার করতেই হবে যে এই আইন—তা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন—সাধারণ গ্রন্থাগারকে রাজ্যজোড়া স্বীকৃতি দিয়েছে, ঐ সব গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের একটি মোটামুটি সামাজিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করেছে—যা আমরা পূর্বে কখনও পাইনি।

কী পাইনি

আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড আশাবাদী। তাই সম্ভাব্য সংশোধনের আশা নিয়েই দেখতে চাইছি যে কী পাইনি। আইনের বা তার সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মসূচীর ত্রুটির জন্য যা এখনও পাইনি বলে ভাবতে পারি তা এই যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর প্রায় পাঁচ বছর কাটতে চলেছে কিন্তু এখনও আমাদের গ্রন্থাগারগুলি নিঃশুল্ক বা বিনা চাঁদার নয়। যে গ্রন্থাগারগুলিকে প্লানসর্ড শ্রেণীভুক্ত করে মোটামুটি সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা হয়েছে তারাও পরস্পর যোগাযোগ সম্পন্ন বা

সুসংবদ্ধ নয়। জন পরিচালিত অন্য গ্রন্থাগারগুলির ত প্রশ্নই ওঠেনা। কাজেই গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটিই নিজের গণ্ডীর মধ্যে এখনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতই বিরাজ করছে। পরস্পর যোগাযোগ সম্পন্ন একটি সামগ্রিক সেচ ব্যবস্থার রূপান্তরিত হতে পারেনি। কাজেই সর্বজনের যে বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমরা কল্পনা করেছিলাম তা এখনও দূরেই বিরাজ করছে।

সরকারী সহযোগিতার আইনের ত্রুটি অপসারণ সম্ভব বলে ভাববার কারণ আছে। যদি ত্রুটি অপসারিত হয় এবং সরকারী উদারতা আরো কিছু বেশী পাই বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার পেতে পারবো, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতাও হয়তো আসবে, কিন্তু তাহলেই কি সর্বজনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন হবে? আদৌ নয়।

কারণ খুব সোজা। যে গ্রন্থাগারগুলি স্পনসর্ড শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত হয়েছে বা অপর যেগুলি বর্ধিত অনুদান লাভ করে চলেছে তাদের সকলেরই গ্রন্থ সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে সেখানে কর্মীদের জীবনে কমবেশী অর্থনৈতিক স্থিরতা এসেছে। কিন্তু জনসেবার কর্মসূচীতে কোথাও কোনও গুণগত পরিবর্তন আদৌ চোখে পড়েনা। কাজী নজরুল ইসলাম সমাজের এক বিশেষ অবস্থার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন "মাতালদের ঐ ভাটিশালার নটিনী আজ বীণাপাণি"। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে বীণাপাণির মূর্তি এখনও এই নটিনী মূর্তিই। সহজ সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই যে সাধারণ গ্রন্থাগার এখনও মূলতঃ সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র মাত্র, আদৌ জনজীবনের শরিক নয়।

কেন পাইনি

কিন্তু কেন? এ কথা ভাবতে গেলে যার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তা হ'ল দেশ জোড়া ভয়াবহ নিরক্ষরতা বা অশিক্ষা। গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থার একটি মূল কারণ নিঃসন্দেহে নিরক্ষরতা বা অশিক্ষার বাধা। এই বাধা অপসারণের সরকারী পরিকল্পনা আছে। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই কর্মসূচীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে চেয়েছি। প্রস্তাব করেছি সাধারণ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সাক্ষরতা অভিযানের বা বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী কার্যকর করা হোক। আমাদের কাছে এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে এই কারণে যে শিক্ষা অর্জন বা আহরণের স্থান আর সেই আহৃত বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্ভব হ'লে এক স্থলে হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ তাতে সর্বোত্তম ফললাভ করা যায়। বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন স্থান হলে উৎকৃষ্ট ফল লাভে বিঘ্ন ঘটা মোটেই বিচিত্র নয়।

কেন জানিনা আমাদের এ প্রস্তাব উপযুক্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। এমন কি ঐ সব শিক্ষাসূচীর সহায়ক হিসাবে আর এক ধরণের নতুন একশ্রেণী গ্রন্থাগার পত্তনের প্রস্তাবও মাঝে মাঝে কানে এসেছে। তাতে বিশেষ কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।

যাই হোক এই সাক্ষরতা অভিযান ও বয়স্ক শিক্ষাকর্মসূচীর মোট ফল লাভ বা আদম সুমারীর মাধ্যমে ধরা পড়েছে তা এই—

আদম সুমারীর বছর	সাক্ষরের হার		সাক্ষরতার প্রগতির হার	
	ভারতে	পশ্চিমবঙ্গে	ভারতে	পশ্চিমবঙ্গে
১৯৫১	১৬·৬৭	২৪·০২	—	—
১৯৬১	২৪·০২	২৯·১০	+ ৭·৩৫	+ ৫·০৮
১৯৭১	২৯·৪৫	৩৩·২০	+ ৫·৪৩	+ ৪·১০
১৯৮১	৩৬·১৭	৪০·৮৮	+ ৬·৭২	+ ৭·৬৮

সংখ্যা তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারকে এড়িয়ে যদি মোটা মাপের হিসাব করতে বসি তবে মনে হবে যে গত ৩০

বছরে সাক্ষরতার হার মোট বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২০ শতাংশের মত। এর অর্থ দাঁড়ায় সাক্ষরতা অভিযানের কর্মসূচীতে কোনোও বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হ'লে আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে সাক্ষর হ'তে সময় লাগবে আরো ৬০ + ১/২ = ৯০ বছরের মত। কাজেই শুধু সাক্ষরদের মধ্য গ্রন্থাগারের সেবাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে গ্রন্থাগারের বিকাশও স্তব্ধ হয়ে থাকবেই। আমাদের পূর্বের হিসাব থেকে দাঁড়ায় যে আরো ৯০ বৎসরের পূর্বে আমরা সর্বজনের গ্রন্থাগার কখনোই পেতে পারবো না।

অনেকে এই কারণেই আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থায় কোনোও আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তনকে কালোপযোগী বলে বোধ করেন না। তাঁরা বলেন যে জনশিক্ষা যথেষ্ট ব্যাপক না হ'লে দেশজোড়া গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন ঘোড়ার আগে গাড়ীকে জুতে দেওয়ার মতই হাস্যকর। ইংলণ্ডের নজির তুলে কেউ কেউ বলেছেন ইংলণ্ডে জনশিক্ষা যথেষ্ট ব্যাপক হওয়ার ফলেই আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন যথাযথ হয়েছে এবং তা সার্থকও হয়েছে। মনে অল্পাধিক সংশয় ঢুকেছে। সম্প্রতি সে সংশয় কাটিয়ে দিয়েছেন একজন সমাজ বিজ্ঞানী Carlo M Cipolla। তাঁর একটি সমীক্ষার প্রকাশ পেয়েছে যে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয় তখন ইয়োরোপের ৪৪-৫০ শতাংশ লোক লিখতে পড়তে পারতেন না। হয়তো অঙ্কন থেকে অঙ্কান্তরে কিছু হের ফের হ'ত, তবু এই-ই ছিল সে দেশের জনশিক্ষার একটি মোটামাপের হিসাব।

কাজেই সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্য সাপেক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবর্তনকে স্থগিত রাখা বা স্তব্ধ হয়ে রাখা শুধু সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার বা তার সমাধান প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার কৌশলমাত্র, আর কিছু নয়।

মূলত। এই দরিদ্র নিরক্ষর বা সদাসাক্ষর জনসাধারণের জীবনে প্রবেশ করার উপায় হিসাবেই আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অঞ্চলের জনজীবনের সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যবহারযোগ্য ভাণ্ডার হিসাবে গড়ে তোলার কল্পনা করেছি। প্রয়োজন হলে আমরা বলেও থাকি যে সাধারণ গ্রন্থাগারকে সর্বসাধারণের জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জনের সহায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে এখনও আমরা সেই কাজের ন্যূনতম কর্মসূচীও প্রণয়ন করতে সক্ষম হইনি। কাজ সুরু করা তো দূরের কথা।

দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। কাজেই যে পরিমাণ আনুকূল্য পূর্বে কখনোও পাইনি সেই সব আনুকূল্য পাওয়া সত্ত্বেও সম্য পরিমাণে সফল হতে না পারা আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে।

আমার মনে হয় যে একান্ত সীমিত অবস্থার মধ্যেও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি মোটামুটি সামাজিক বিকাশ সম্ভব হ'ত যদি তাকে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর নির্মম উদাসীনতার মুখে না পড়তে হ'ত। মুখে আমরা যাই বলিনা কেন জীবনে গ্রন্থাগারের ব্যবহারে আমরা চরম নির্লিপ্ত। তাই-ই স্বাভাবিক। কারণ বেশীর ভাগ শিক্ষিতের জীবনে গ্রন্থের ব্যবহার ছাত্র জীবনে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। যে টুকু পাঠস্পৃহা বজায় থাকে তা সকালে খবরের কাগজ, দুপুরে অফিসের কাগজ পত্র এবং সন্ধ্যার বা ছুটির দিনে এক আধটি চটুল পত্রিকা নিঃশেষে শুষে নেয়। দুপুরে যাঁদের অল্পসল্প অবসর থাকে সেই সব গৃহিনীরাই অফিস ক্লাবের বা পাড়ার গ্রন্থাগারের বই পত্র ধার করে পারিবারিক পাঠস্পৃহা বজায় রাখেন। রেডিও, সিনেমা বিশেষ করে দূরদর্শনের কল্যাণে শিবরাত্রির

সলতের মত ঐ টুকু পাঠ্যপুস্তকও বোধ হয় নিভে যাওয়ার পথে।

শিক্ষারত অবস্থায় কিছু গ্রন্থ ব্যবহার করতে হয় ঠিকই কিন্তু শিক্ষা বিতরণ পদ্ধতির চাপে পড়ে গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারকে ভালবাসবার মানসিকতা শিক্ষার্থীর মন থেকে অল্পদিনেই নিষ্কাশিত হয়ে যায়। স্কুল কলেজের যাতাকলে, বিশেষ করে স্কুলে, চাপ যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত চাপটাই গ্রন্থাগারকে শিক্ষা বিতরণ পদ্ধতি থেকে সযত্নে বাদ দিয়ে। সাধারণ ভাবে বলা চলে যে শিক্ষিত সমাজের মধ্যমণি শিক্ষককুল এখনও কার্যত গ্রন্থাগারকে শিক্ষাজীবনে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেন না। কোনও শিক্ষকই কোনোও ছাত্রের সারাজীবনের তথ্য বা তত্ত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাকে পাশে দাঁড়িয়ে মেটাতে পারেন না। তাই এই তথ্য বা তত্ত্বের সামাজিক ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা একথাও বলেন যে শিক্ষকের প্রকৃত কর্তব্য নিজেকে ক্রমান্বয়ে পরিহার যোগ্য করে তোলা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের শিক্ষা বিতরণ পদ্ধতির দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারব যে শিক্ষারতনের ভিতরে এবং শিক্ষারতনের বাইরে নিজেকে ক্রমান্বয়ে অপরিহার্য করে তোলাই বুঝি আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শিক্ষকের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশে অনেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা শিল্প বলে থাকেন। আমাদের দেশে এ শিল্পের বিস্ময়কর প্রসার দেখি নোট বই, কোচিং ক্লাশ, টিউটোরিয়াল হোম প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের দেশ জোড়া রূপে। এই সমস্তের চাপে পড়ে শিক্ষা আজ স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে পরীক্ষা পাশ করার কৌশল আয়ত্ত করণে পর্যবসিত হয়েছে। গ্রন্থাগার এ অবস্থায়, অবান্তর, হয়তো কোনোও কোনও কায়েমী স্বার্থের প্রতিবন্ধকও। তাই শিক্ষাজগতে গ্রন্থাগারের সুব্যবহার সম্পর্কিত যা কিছু চিন্তা তা শিক্ষা কমিশনগুলির রিপোর্টের মধ্যেই বন্ধ থাকে। ব্যবহারিক জগতে সে চিন্তা একেবারেই অবাঞ্ছিত এবং অনুপস্থিত।

যতদূর জানি স্কুলের অনুমোদনের অন্যতম সর্ত হল একটি গ্রন্থাগার থাকা। এ ব্যাপারে আমাদের মন যে কত নির্বিকার, তা বুঝতে পারি যখন দেখি যে কিছু উচ্চ-মাধ্যমিক এবং কয়েকটি বিত্তবান স্কুল ছাড়া গ্রন্থাগার নামের যোগ্য গ্রন্থ সংগ্রহ কোনোও স্কুলেই প্রায় নেই বলা চলে। এই উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলেও একজন বৃত্তিশিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার রাখার কার্যকর ব্যবস্থা সুরু হয় মাত্র কয়েক বছর আগে প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপার্থ দের আমলে। অন্যত্র এখনও যে তিমির সেই তিমির। বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরী কমিশনের বদান্যতায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসংগ্রহ সংখ্যার দিক দিয়ে মর্যাদাসোতক হতেও পারে কিন্তু গুণগত ভাবে তাদের উৎকর্ষ উল্লেখযোগ্য কিনা তা ভেবে দেখার বা সমীক্ষা করে দেখার আছে। কিন্তু গ্রন্থাগার যেমনই হোক না কেন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রন্থাগারাশ্রয়ী নয়, কাজেই গ্রন্থের লেনদেন যেটুকু হয় তার সিংহভাগ নেয় পাঠ্যপুস্তক (text book), কাজেই গ্রন্থাগারের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধির বা ব্যবহারের সুযোগ এখানেও অনুপস্থিত। এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেটুকু সেবা সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে লভ্য হতে পারে তাও নানা ধরনের সাংগঠনিক ত্রুটি বিচ্যুতিতে বিপর্যস্ত হয়।

গ্রন্থাগার জগতের এই সামগ্রিক দুরবস্থার ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারের অভ্যস্ত পাঠক, শিক্ষারতনের অভ্যস্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ও আজ তুচ্ছ প্রয়োজনেও জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষণার জন্য রক্ষিত সম্পদকে ব্যবহার করতে বা তার দাবী করতে বাধ্য হচ্ছেন।

জাতীয় সম্পদের এই ব্যবহার এক অর্থে অপব্যবহারই। তার প্রধান কারণ সাধারণ গ্রন্থাগার এবং শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারগুলির ব্যর্থতা, কর্তব্য পালনে অক্ষমতা। তার বিরুদ্ধে কিন্তু কোনও উচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদ নেই; কোনও কারণ অনুসন্ধানের অনুরোধ, প্রতিকারের অনুরোধও নেই। সমাজের বিবেক গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রশ্নে এমনই অসাড়!

আমাদের প্রশাসকেরা বা সমাজের নেতৃবৃন্দ এই প্রায় গ্রন্থাগার বিহীন অবস্থার মধ্যেই বড় হয়ে ওঠেন। একান্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন বা সমাজ সচেতন না হলে গ্রন্থাগারের উপর তাঁদের কোনও দুর্বলতা থাকবার কথাও নয়, তা থাকেও না। একজন প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকের গল্প শুনেছি যিনি গর্বভরে উচ্চকণ্ঠে অনেকের সাক্ষাতেই বলেছিলেন, "লাইব্রেরী থেকে কি হয়? আমি যে কোনও লাইব্রেরী ব্যবহার করিনি তাতে কি আমার বুদ্ধি কিছু কমেছে?" মধ্যপ্রদেশের একজন মন্ত্রী গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা যখন সেখানে খুবই কম তখন গ্রন্থাগার আইন হলেই যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাবে এ কথা ভাবার কোনও কারণ নেই। প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুরের একজন পদস্থ প্রশাসক একেবারে বিপরীত যুক্তিতে গ্রন্থাগার আইনের দাবীকে নাকচ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে তৎকালীন ত্রিবাঙ্কুরে যখন অনেকগুলি গ্রন্থাগারই ছিল তখন আবার গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজন কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ইতিহাসও শুধুমাত্র সাফল্যের ইতিহাসই নয়। দীর্ঘদিনের দুঃখ বেদনার প্রত্যাখ্যানের পথকে অতিক্রম করেই আমাদের গ্রন্থাগার আইন লাভ করতে হয়েছে। কাজেই আমার এ অংশের মূল বক্তব্য এই যে সমাজের নেতৃবৃন্দ বা প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ যাঁরা এই সামাজিক অবস্থা থেকে উঠে আসেন তাঁরাও গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা তথা গ্রন্থাগারের ব্যাপক সামাজিক বিকাশকে সহায়তা করা সম্পর্কে কমবেশী নঞর্থক ভূমিকাই পালন করে থাকেন, তা ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক বা অজ্ঞতাপ্রসূত অনিচ্ছাকৃত কারণেই হোক।

এই শিক্ষিত সমাজের যে অংশ বিভিন্ন ধরনের সমাজ বিবর্তনের প্রগতিশীল কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন তাঁরাও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই উদাসীনতা বা ঔদাসিকতার মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারেননি। সেই কারণেই তাঁদের মধ্যেও সাধারণভাবে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বা গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে কমবেশী নিলিপ্ততাই লক্ষ্য করেছি। যে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সর্বস্তরের মানুষের সর্ববিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি তার প্রতি সমাজের প্রগতিশীল অংশও এই ব্যাপক অনীহা আমাদের বিস্মিত করেছে, আমাদের মনকে পীড়িতও করেছে।

মূলতঃ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছু বিরোধী শক্তির সক্রিয় এবং সুকৌশল বিরুদ্ধতা এবং সদ্ভাবা সহায়ক শক্তির নিলিপ্ততা বা অসহযোগিতাই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনসাধারণের কাছে শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থের আন্দোলন রূপে প্রতিভাত করেছে, আন্দোলনকে একান্ত দুর্বল করেছে। প্রগতিশীল অংশের সহযোগিতায় যে আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হতে পারত তা বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়ে গেছে এই প্রগতিশীল অংশের নিলিপ্ততায়।

ইতিহাসের নজির চাইলে বলতে পারি যে ব্রিটেনে ১৯৫০ সালে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয় গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু গ্রন্থাগারিকদের আন্দোলনের ফলে নয়। ব্রিটেনের এই অঞ্চল থেকে অঞ্চলান্তরে পরিবর্তনযোগ্য (adoptive) আইনকে কিভাবে সুকৌশলে

কার্যতঃ ব্যর্থ করার চেষ্টা চলেছে তার খবর মিলবে সেই আইনের দ্বারা উপযোগের বিশ্লেষণ করলে, সেই ধারা উপযোগের বার বার বদলের ইতিহাস লক্ষ্য করলে আর কিভাবে আহত পরিগ্রহণ সভাকে ভেঙে দেওয়ার বা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা চলত তার ইতিহাস লক্ষ্য করলে।

এবার আত্মবিশ্লেষণের আসল অংশে আসা যাক। এই ব্যর্থতায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের নায়কদের বিশেষ করে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব কিছু অন্য ধরনের। তাঁরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তাঁদের আর্থিক ক্ষমতা একান্ত সীমিত, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাঁদের সংগঠনও একান্ত দুর্বল। কাজেই তাঁদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরও যে সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের বিচলিত করতে পারেনি বা পারে না তা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু যখন অঘটন একান্তই ঘটে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় বা অর্থবরাদ্দ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় তখনও গ্রন্থাগারগুলির সেবা-পদ্ধতিতে কোনও গুণগত পরিবর্তন আসেনা কেন? হয়ত অনুদান বৃদ্ধির ফলে গ্রন্থসংগ্রহ বাড়ে, কর্মী-সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায় বা তাদের বেতনাদি সংক্রান্ত কিছু দাবীদাওয়ার সুরাহা হয়, কিন্তু গ্রন্থাগারগুলির সামাজিক ভিত্তির সংকীর্ণতার বা তাঁদের সেবা ব্যবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, এমন কি পরিবর্তনের চেষ্টাও বিশেষ নজরে পড়ে না। কিছু উৎসাহী গ্রন্থাগার ছাত্রদের জন্য স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের (Text book) সংগ্রহ সংগঠন করে, তাদের সেবার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। দায়িত্বহীন শিক্ষাব্রতনের দায়িত্বকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে অধিকতর কর্তব্যপালনের চেষ্টা করেন। এভাবে কিছু খবরের কাগজ পড়ার, কিছু উপন্যাস পাঠের, কিছু পাঠ্যপুস্তক পাঠের সুযোগ ঘটিয়ে গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশের সেবার মধ্য দিয়েই তাদের সমস্ত সামাজিক কর্তব্য পালন করতে থাকেন। এ অবস্থা একদিকে যেমন পরিচালকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির দীনতাকে প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিকের সীমিত বুদ্ধিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনীশক্তির অভাবকে দেখিয়ে দেয়।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আমার মনে প্রথমেই যা এসেছে তা হ'ল আমাদের বৃত্তি শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষা পদ্ধতিগত ত্রুটি। যে কোন বৃত্তিশিক্ষার পাঠক্রম বা শিক্ষাপদ্ধতি সমকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হওয়া উচিত। সামগ্রিক ভাবে আমাদের এই বৃত্তি শিক্ষার পাঠক্রম বা শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজন সম্পর্কে কোথাও কোন সচেতনতাই প্রতিফলিত নয়। এক সময়ে এই কথা ভেবে তৃপ্তি লাভ করেছি যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত নিম্নতম স্তরের এই বৃত্তিশিক্ষা রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে রচিত। এখন দেখতে পাই—সে পাঠক্রমে ও শিক্ষাপদ্ধতিতে নিম্নতম স্তরের এই শিক্ষাকে শুধুমাত্র উর্ধতন স্তরে ওঠবার সোপান হিসাবেই গড়ে তোলা হয়েছে, আর কিছু নয়। কাজেই বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য থেকে বর্তমান ভারতীয় সমাজের উপযোগী সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এমন কি দেশের বর্তমান অবস্থায় ছোট ছোট স্কুল গ্রন্থাগারগুলি গড়ে তোলা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা মোটামুটি নির্বাসিত। বৃত্তি শিক্ষার শীর্ষস্তরে M. Lib & Inf. Sc. তে) সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু পাঠ নিতে হয় ঠিকই কিন্তু তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। সাধারণ কর্মী সৃষ্টির স্তরের শিক্ষায় তার কোন প্রয়োজন স্বীকৃত নয়।

সমস্ত বৃত্তি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কর্মধারা নির্ধারিত করেছেন প্রধানতঃ এই উচ্চ স্তরের গ্রন্থাগারগুলির দিকে তাকিয়ে। সাধারণ গ্রন্থাগার

গুলির বা স্কুল গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের কতকগুলি মূলে বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে কিছু চিন্তা এবং মন্তব্য তারা বার করে থাকেন ঠিকই কিন্তু বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনের বা সেবার সমস্যা সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা ও বিস্ময়কর। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তকের সূচীলেখ প্রণয়নের (Cataloguing) কোন মুদ্রিত নিয়মাবলী এখনও নেই। তার কোন সংস্করণ চিন্তা কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আঞ্চলিক ভাষায় বিষয় শিরোনাম প্রণয়নের নিয়মাবলী নিয়ে সে শেষ ভাবনা ভাবা হয় তা হয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে—প্রায় দু'দশক আগে—ডা রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে, ভারতীয় মানক সংস্থার Convention-এ। তারপর? তার আর পর নেই।

পুস্তক বর্গীকরণের মূল হাতিয়ার এখনও ডিউই দশমিক বর্গীকরণ. তাতে ভারতীয় বিষয় বর্গীকরণে যতই অসুবিধা হোক না কেন, দেশজুড়ে ডিউই আমদানি করার জন্য যতই দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হোক না কেন, ডিউই-ই আমাদের অনিবার্য একমাত্র গতি।

সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজনে তথা সরবরাহের ব্যবস্থা করব, কল্পনা করেক বৎসর ধরেই করে চলেছি। কিন্তু কোনও অঞ্চলের জনসাধারণের তথ্যের প্রয়োজন কি ভাবে জানব, কি ভাবে তথ্য সংগ্রহের এবং সংগঠনের ব্যবস্থা করব, তার উপায় শিক্ষার্থীকে কি সার্থক ভাবে শিখিয়ে দিই? আমাদের বক্তৃতায় আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে থাকি। আমাদের বৃত্তিশিক্ষায় তার কার্যকর উপায় বলার ব্যবস্থা কোথায়?

তালিকা দীর্ঘ হতে পারে তাই কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হলাম। এখনও এ ব্যাপারে সতর্ক না হলে এর ফলস্বরূপ জমা জঞ্জালকে অপসারণ করতে ভবিষ্যতে আমাদের দরিদ্র দেশের বহু অর্থ, বহুশ্রম ব্যয় করতে হতে পারে।

কি ভাবো পাবো

আমার শেষ বক্তব্য যে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যে অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি তার থেকে মুক্তির উপায় কি? ব্যক্তিগতভাবে আমি আশাবাদী অভাবের দিকটা প্রথমে তুলে ধরেছি অবসাদগ্রস্ত হবার জন্য নয়। ত্রুটিকে অপসারণ করবার জন্যই ত্রুটিকে জানা প্রয়োজন। আমার উদ্দেশ্য এই কারণেই ত্রুটিকে জানানো।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৫০০ সাধারণ গ্রন্থাগারকে স্পনসর্ড পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু স্কুল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ত আছেই। ফলে এদের কর্মসূচীতে একটি মোটামুটি সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের সম্মিলিত কর্মীরা যদি বর্তমান অসম্পূর্ণতা গুলি অপসারিতব্য বলে বোধ করেন, তবে তাদের অপসারণ করা আদৌ কোন কঠিন কাজ হবে না।

যে সরকার আইন প্রণয়ন করে, প্রভূত অর্থের বরাদ্দ করে সাধারণ গ্রন্থাগারের সেবাকে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করতে উৎসুক, গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করে, পুস্তক ক্রয়ের অর্থ বরাদ্দ করে, স্কুলে স্কুলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক, তার আন্তরিকতাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে যাঁরা এই বিপুল অর্থের বরাদ্দ করেছেন তাঁরা এক সময়ে খতিয়ে দেখতে চাইবেনই যে এই ব্যয় তাঁদের হিসেবে সার্থক হয়েছে কি না। তাঁরা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁদের সমস্ত হিসাব নিকাশ তাঁরা জনমানসে তাঁদের কর্ম-ধারার প্রতিক্রিয়ার নিরিখেই করে থাকেন। গ্রন্থাগার আইন পাশ করা, বর্ধিত অর্থ বরাদ্দ, বৃত্তি কুশল কর্মী নিয়োগ প্রভৃতি সত্ত্বেও যদি সমস্ত গ্রন্থাগার

মিলে সেই দশজন শিক্ষিতের জীবনের অংশীদার হয়ে বিরাজ করতে থাকে তবে এই কর্মযজ্ঞের বিপক্ষীয় চিন্তা সোচ্চার হয়ে উঠতেই পারে। এর ফলে সরকারী কর্মধারা যদি ভবিষ্যতে কিছুমাত্রও কমবার দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার প্রেমী হিসাবে আমাদের দুঃখের শেষ থাকবে না। অপর সমস্ত কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র এই জন্য এই সরকারী উৎসাহ? এই বিপুল অর্থসংস্থান যাতে সার্বোত্তম উপায়ে কাজে লাগানো হয় তার উপর নজর রাখার দায়িত্ব আজ সকল গ্রন্থাগার কর্মীর সকল গ্রন্থাগার প্রেমীরও।

তাই আজকের এই সম্মেলনে আপনাদের একজন প্রবীণ সহযোগী হিসাবেই আবেদন করছি যে সুযোগ বলবার আসে না। আমাদের সামাজিক ভিত্তি অতি দুর্বল, তাই এ সুযোগ একবার নষ্ট হলে আবার কবে ফিরে আসবে তার স্থিরতা নেই। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ স্ত্রী-পুরুষ, ধনীদরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে গ্রন্থাগারের সেবা ব্যবস্থাকে ব্যাপকতমভাবে প্রসারিত করুন। সমস্ত পারিপার্শ্বিক ত্রুটির মধ্যেও গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকাকে সার্থক করে তুলতে, গ্রন্থাগারকে জনজীবনের অংশীদার করতে, জনজীবনে অপরিহার্য করে তুলতে, প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করুন। এর জন্য দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের, সমস্ত সমাজ সেবীর সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করুন, যাতে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র নামে সাধারণ গ্রন্থাগার না থেকে প্রকৃত অর্থে সর্বজনের গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগার যেন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের সার্থক পরিকে পরিণত হয়।

সরকারের কাছে জানান যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু সরকারী অর্থবরাদ্দ যাতে সর্বোত্তম উপায়ে কাজে লাগানো হয়, জনসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন হয়, তার জন্য তাঁরা আইনের ত্রুটিগুলি ধরিয়ে উপধারার সংশোধন করুন।

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ (Library Council) এর সুপারিশ ঠিকমত কার্যকর করা হচ্ছে কিনা, সরকারের অর্থবরাদ্দ ঠিক মত কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা তার জন্য সরকার উপযুক্ত তদারকী ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।

সরকারের কাছে দাবী করুন যে জনসাধারণকে নানাধরনের তথ্যাদি জানানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে স্বল্পমূল্যের বা বিনামূল্যের যে পত্র পত্রিকাদি প্রকাশ করা হয়, সরকার যেন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে এই ধরনের পুস্তিকাদি সংগ্রহের এক একটি ভাণ্ডার হিসাবে গড়ে তোলেন যাতে যে কোনও অঞ্চলের লোকই এই পত্র পত্রিকা সহজেই পাঠ করার সুযোগ পান।

সরকারের কাছে আরো দাবী জানান যে তাঁরা যেন সাক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে বা বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেন, যাতে সাক্ষরতা লাভের এবং সাক্ষরতা চর্চার বা সাক্ষরতা প্রয়োগ করে উপকৃত হওয়ার উপায় সম্বন্ধে সদ্য সাক্ষর সাধারণেরা সহজেই অবহিত হতে পারেন। সরকার যেন প্রতিটি স্কুলে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করে গ্রন্থাগারাশ্রয়ী সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

বৃত্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে দাবী জানান যে পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটিয়ে হাতে কলমে সেই শিক্ষা দিন যা সাধারণ গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ কর্মীদলকে সংকীর্ণ গ্রন্থ-কেন্দ্রিক সেবা ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে গ্রন্থাগারকে তার সামাজিক ভিত্তি প্রসারে কার্যকর ভাবে সহায়তা করবে, নিরক্ষর বহুজনকেও সেই সেবা ব্যবস্থার মধ্যে

টানতে সক্ষম হবে. সাধারণ গ্রন্থাগারকে অঞ্চলের জনগণের সুস্থ স্বচ্ছন্দ জীবন ধারণের ও উপযুক্ত জীবিকার্জনের শ্রেষ্ঠ সহায়কের ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

বৃত্তি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে দাবী করুন যে তাঁরা উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বৃত্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় ও সহকারের মানুকূলো, গ্রন্থাগার সংগঠনের অতিপ্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থগুলি প্রকাশের কর্মসূচী গ্রহণ করুন। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারগুলির সহযোগিতায় তাঁরা workshop ইত্যাদির সংগঠন করে সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের হাতে কলমে সেই শিক্ষা দিন যা তাঁদের গ্রন্থাগারগুলিকে সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণে সক্ষম করে তুলবে।

শিক্ষকেরা আমাদের সম্পূর্ণ সমমর্মী নন, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তাঁরা আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম বলা চলে। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাই আমাদের মনেই হবে যে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ব্যবহারকে বাদ দিয়ে বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু আছে তা কখনোই কোনোও শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারে না, এমন কি প্রকৃত শিক্ষালাভের পথের সন্ধানও পরিচিত করিয়ে দিতে পারে না। তাঁদের কাছে দাবী করুন আপনারা গ্রন্থাগারের ব্যাপক ব্যবহারকারী এমন শিক্ষা দিন যা আমাদের চিন্তার, বুদ্ধির ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক হবে। শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থার বা শিক্ষাব্যবসায়ীদের অশুভ প্রভাব সম্পর্কে আপনারা সতর্ক হোন।

আপনাদের সকলের সম্মিলিত ইচ্ছায় যদি যথেষ্ট জোর থাকে তবে তা সফল হবেই, এই আমার বিশ্বাস।

আপনারা জয়যুক্ত হোন। সেই জয়লাভের পথে আপনাদের সকলকে আমার শুভকামনা জানাচ্ছি, তবে একথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও কাজ সুরু করাই জয়লাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

সরকারি উদ্যোগ ছাড়া অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা এখনও ব্যাপক ভাবে গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হয়ে ওঠেনি তা জেনেও আমেরিকা করছি যে নিজেদের সামগ্রিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, সীমিত অবস্থার মধ্যেও সম্ভবমত সেবার কর্মসূচী গ্রহণ করে, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুন। মনে রাখবেন যে আপনাদের সবরকমের দাবী দাওয়ার সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে পারেন এই সেবাগ্রস্ত ব্যবহারকারীরাই। পারিপার্শ্বিকের যে সব ত্রুটি অল্পায়াসে অপসারণ যোগ্য তার জন্য প্রয়োজন হলে এঁদের সাহায্য গ্রহণ করুন, প্রয়োজনীয় আন্দোলনের কর্মসূচীও গ্রহণ করতে পারেন। সেবার মধ্য দিয়েই এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত করুন। ভবিষ্যতের অনেক বড় ত্রুটিও এঁদের সহায়তায় অপসারণ করবার ক্ষমতা অর্জন করুন। রাজনীতিজ্ঞ বা প্রশাসকদের শুভবুদ্ধির প্রকাশ দেখলে আস্থা রাখতে পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু Oliver Cromwell এর তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলা বিখ্যাত উক্তিটিও মনে রাখবেন Keep your faith in God, boys, but keep the powder dry. অপরের শুভেচ্ছার উপর বরাত আস্থা রাখুন নিজেদের শক্তির আসল উৎসকে ভুলেও ভুলবেন না। সে পথ বিপ্লবের পথ, আত্মনির্ভরতার পথ।

Annual subscription Rs. 24.00
Single Issue Rs. 2.00

Licensed to post without per-payament
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd NO RN 2674/57

Volume 34 : No. 1

April-May 1984

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone 29 8466

27 SEP 1984

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal - 73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press 23, Dixon Lane, Calcutta - 700014 Phone 27-1030

Editor : Sudhendubhusan Bandyopadhyay

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৩-৪ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯১

॥ সূচী ॥

	পৃঃ
সম্পাদকীয় :	৭১
৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্যবিবরণী	৭৪
৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ	৯১
ILA সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়ত আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী ভাষণ	৯৭
Indian library movement and the Indian library Association —Prabir Roychaudhury	১০৩

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	— ৪০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	— ৩৫০	— ৪৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ৩০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি, এম,
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি, এম,
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে
যোগাযোগ করুন :
সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ২৯-৮৪১৬

চেক বা ড্রাফট "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য - ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু (সঙ্কঃ)--বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১। মূল্য - ৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

খ্যাতিমান ব্যক্তিকুলের এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনার সমৃদ্ধ।

৩২-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৮৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি, ১৩৪ সি আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৩-৪ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯১

সম্পাদকীয়

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিগত ২০শে যে তারিখে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েণ্টিফিক ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার, জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রভৃতি সংস্থা নানাভাবে গ্রন্থাগারগুলির বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭৪-৭৭ সালে প্রবর্তিত NISSAT পরিকল্পনা অনেকের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। উপরিউক্ত সংস্থাগুলি আজও

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA)-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হলো। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন। আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইরাসমিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (NLEA)। আলোচনাচক্রে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীবি এস ভরদ্বাজ, বর্তমান সভাপতি শ্রীগিরিজাকুমার উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আরো কয়েকজন অগ্রজ বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকসহ বহু তরুণ গ্রন্থাগার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলা যায়।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) ১৯৩৩ সালে কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিকশিত করা। জাতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে পরিস্ফুটিত হতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিকশিত করার জন্য ১৯২০-২২ সাল থেকে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির জন্ম হতে থাকে। ১৯১৮ সালে লাহোরে প্রথম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয় ১৯২৫ সালে। ILA-এর জন্ম হয় ১৯৩৩ সালে। এর মধ্যে সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর পার হয়ে গেছে, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বভাবতই সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ILA-এর ভূমিকা কি রয়েছে বা কি কি হওয়া উচিৎ তার পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে জড়িত কিছু সংস্থার কথা আমরা জানি। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েণ্টিফিক ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার, জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রভৃতি সংস্থা নানাভাবে গ্রন্থাগারগুলির বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭৪-৭৭ সালে প্রবর্তিত NISSAT পরিকল্পনা অনেকের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। উপরিউক্ত সংস্থাগুলি আজও

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয়। জাতীয় স্তরে আজ কোন গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। ফলে উল্লেখিত সংস্থাগুলির কারো চরিত্রের সঙ্গে কারো মিল নেই রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন, সোসাইটি রেজিষ্ট্রীভুক্ত একটি একটি সংস্থা যার উপর সারা ভারতবর্ষের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অর্পিত হয়েছে। জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগার বিকশিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থাগারের কি ভূমিকা তা আজও স্থিরীকৃত হয়নি। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে INSDOC, CSIR-এর অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ চালাচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ICSSR-তার মত করে কিছু কাজ করছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা সমূহের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় আনা হবে তা জানিনা। তবে, বর্তমানে স্বাধীন ভারতের বয়স ৩৭ পার হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর, ফলতঃ শোষণ ও বঞ্চনার সহজ শিকার হচ্ছে। বহুবাঞ্ছিত বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা আজ হাস্যকর প্রহসন—অবশ্যই ঐ পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রন্থাগার সমূহের সংযুক্তি করণের প্রশ্নটি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৫৭ সালে লাইব্রেরী এডভাইসরি কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা হয়নি। বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার সমিতিগুলির অবস্থা হতাশা ব্যঞ্জক। পদাধিকারের লোভ, কায়েমী স্বার্থ, আন্দোলন বিমুখতা, পারস্পরিক ঈর্ষা প্রভৃতির কারণে অধিকাংশ রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন অতি দুর্বল। পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট পাঁচটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় আন্দোলন বিকাশের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। স্বভাবতঃ দায়িত্ব এসে পড়ে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং IASLIC প্রভৃতি সর্বভারতীয় ভারতীয় সংস্থার উপর যারা যথেষ্ট হলে জাতীয় স্তরে অগ্রসর হওয়া যায়।

আলোচনার জন্য উপস্থাপিত প্রবন্ধে আশা করা হয়েছে যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জাতীয় স্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ধারণা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হবেন; জাতীয় ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আন্দোলনের ডাক দেবেন; জাতীয় ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক বা পরিকল্পনা রচয়িতাদের গ্রন্থাগার পরিষেবার বিষয়গুলি অবহিত কাজে সততাই সচেষ্ট হবেন জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা রচনা করবেন; বই, পত্র পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন; গবেষণা সমীক্ষা অনুশীলন প্রভৃতি কাজে সহযোগিতা করবেন; গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবন ও জীবিকার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন; গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত উৎসাহী সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ইত্যাদি।

বিচার করলে দেখা যাবে—যে উপরিউক্ত বিষয়গুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ILA-এর ভূমিকা খুবই দুর্বল। শুধু বাৎসরিক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান বা মধ্যে মধ্যে কিছু পত্রিকা প্রকাশ বা পদাধিকারবলে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন এর সভায় অংশ গ্রহণে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এরজন্য চাই নিরবিচ্ছিন্ন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যার ফলে রাজ্যস্তরে গ্রন্থাগার পরিষদগুলি উদ্যোগী হবেন, নিজ নিজ রাজ্যে উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট হবেন।

আলোচনার জন্য উপস্থাপিত প্রবন্ধে ILA-র সমালোচনাতেই শেষ হয়ে যায়নি। এই অবস্থায় কি কি করণীয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত ১৩ দফা একটি ফলাও দাবী সনদ পেশ করা হয়েছে। যার বক্তব্য হলো—জাতীয় গ্রন্থাগার নীতির প্রবর্তন, কেন্দ্রীয় স্তরে শিক্ষাখাতে বাজেটের শতকরা দশ শতাংশ ব্যয়, রাজ্য সরকারগুলির গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় নিয়মিত অনুদান প্রদান, প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগার

আইন বিধিবদ্ধকরণ, সমস্ত রাজ্যগুলিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, কলেজ কিংবাবিদ্যালয় গুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে নিয়মিত অনুদান প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের সংযুক্তি করণ, জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগারের স্থান ও ভূমিকা নির্দেশ, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের সংগঠনের সংশোধন, সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে ডাকমাশুল হ্রাস, প্রতি রাজ্যে এবং কেন্দ্রে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপনা। এই দাবীগুলির কোনটাই অযৌক্তিক নয়। সমগ্র রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার সমূহের সুসম বিকাশে উপরিউক্ত বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দাবী সনদ উপস্থাপিত হলেই কেন্দ্রীয় সরকার এগুলি পূরণের জন্য এগিয়ে আসবেন কিনা। আমাদের যা অভিজ্ঞতা তাতে দেখি যে এরকম ঘটে না। সুতরাং আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। সারা ভারতবর্ষে ঐকাবদ্ধ আন্দোলন করতে পারে সর্বভারতীয় সংস্থাগুলি যথা ILA, IASLIC INDAAL প্রভৃতি সংস্থা সমূহ। আলোচ্য প্রবন্ধে কি ভাবে আন্দোলন করা হবে তারও একটা রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে।

আন্দোলনের ক্ষেত্রে ILA যে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো—গ্রন্থাগার পরিসেবার নীতি নির্ধারণ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সূচীর পর্যালোচনা; বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সমীক্ষা ও তার ফল প্রকাশ; ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজ সাংগঠনিক বিষয়ের উন্নয়ন, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতি গুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনয়ন, বিভিন্ন গণসংগঠনের ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি। এইগুলি সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

আমরা আশা করব ILA তার ভবিষ্যত কর্ম-সূচীতে উপরিউক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন।

KARL MARX : THROUGH INDIAN EYES

(A list of books by and on Marx in Indian Languages including English)

Compiled by
Arati Dutta & Phani Bhusan Roy

With a Foreword by
Prof. S. K. Bhattacharyya,

Vice Chancellor, C U.

Published by : **A S S S C C**

To be had of : **Uccharan, 2/1, Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073.**

Cheap Stores, C. U.

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

স্থান – রবীন্দ্রভবন, পুরুলিয়া

তাং ২০-২২শে এপ্রিল, ১৯৮৪

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গত ২০-২২ শে এপ্রিল, ১৯৮৪ পুরুলিয়া শহরে ৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা ৭৩০ জন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী ফণিভূষণ রায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা।

সভার শুরুতে অধ্যাপক সন্তোষ মিত্র, গোলকপতি রায়, রথীন রায়, অমূল্যেন মুখোপাধ্যায় শিক্ষা আন্দোলনের নেতা বিশির হাজরা, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য সুনীল বসু, কলিকাতা জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের সদস্য রথীন রায় এবং যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীর জীবনাবসান হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী নকুল মাহাতো তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারের সমস্যা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবস্থা পূর্বে কি ছিল, এখন কি রকম তার পর্যালোচনা করেন। পূর্বে এই জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৫৮, কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১০৯। উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩, উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০২। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র, যুব, মহিলা প্রত্যেকের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন।

৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র, তিনি বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে জড়িত। এই আন্দোলনের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এই সম্মেলন পুরুলিয়া শহরে তৃতীয় বার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই শহর ভারতবর্ষের দরিদ্রতম শহর। অথচ দিদ্রী দেখলে সমস্ত জিজ্ঞাসা থেমে যায়, মনে হয় এত অর্থ কোথা থেকে আসে?

আপনারা গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে দেশের অন্য সমস্ত সমস্যা নিয়েও চিন্তা করবেন এ অনুরোধ রাখি। পশ্চিমবঙ্গ একটি অঙ্গরাজ্য। আমরা সেই অঙ্গ রাজ্যের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, দেশের সমস্যা সমাধান না হলে নিজেদের সমস্যার সমাধান কখনও সম্ভব নয়। আমাদের আসাম সমস্যা; পাঞ্জাব সমস্যা আছে। এই সমস্যা গুলি নিয়েও চিন্তা করতে হবে এবং এর পাশাপাশি লোধা, কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সামগ্রিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করতে হবে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের সরকার আছে। সামগ্রিক সমস্যা গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে জড়িয়ে আছে। দেশ ৩২ বছর হল স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এখনও দেশে সংহতি আসেনি। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের শ্রেণী চরিত্র এমন যে তাঁরা জাতিটিকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, আঞ্চলিক বিভেদ বাড়ছে। আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনই একা দাঁড়িয়ে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। সমাজে অন্ধকারের দিক-গুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করবো না অথচ সমস্ত সমস্যার সমাধান করবো সেটা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের শ্রেণীস্বার্থ ও আর্থিক সংকটের কারণে পরিস্থিতি সুস্থ থাকবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমরা অলীক সমস্যা দেখি না, বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান শরিক শ্রমিক আন্দোলন; কয়ং নতুন মাদ্রাজে শ্রমজীবি মানুষের পক্ষ থেকে আমাকে ও আপনাদের অভিনন্দন করেছেন। গ্রন্থাগারে শ্রমজীবি মানুষেরা যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তার কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন গ্রন্থ মানুষকে জ্ঞানের সাথে যুক্ত করে, গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার। কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ মানুষ গ্রন্থ পাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত, এই পুরুলিয়া জেলার মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার মাত্র ১০ শতাংশ। দেশের মানুষদের বোঝাতে হবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মঞ্চ থেকেই আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে, পুরুলিয়া কেন দরিদ্রতম জেলা? কেন দেশের বেশীর ভাগ মানুষের অক্ষর পরিচয় হয়নি? কেন দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে? যে মানুষগুলো অভুক্ত রয়েছে তাদের সমস্যার কথাও আমাদের তুলে ধরতে হবে, সরকারকে বোঝাতে হবে। তা না হলে সমস্যাগুলির সামগ্রিক সমাধান সম্ভব নয়। সুনীল বসু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশনার সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন "প্রকাশনা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। আমি হয়তো শোষণ হীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে পারবো না—কিন্তু আমার সন্তানেরা হয়তো এর সমাধান করবে। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তার সাথে বাস্তবের সেতু রচনা করবো।"

জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে - কিন্তু তবুও মহিলা, পুরুষ সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক স্তরে বাধা সৃষ্টি করছে। আর্থিক সংকট আছে। আমরা যতটুকু সাধ্য আছে তা দিয়েই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। আমাদের সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মর্যাদা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চেতনা বৃদ্ধিতে এই আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা আছে। আপনাদের সমস্যা সকলের সমস্যা। আপনাদের সম্মেলন উদ্বোধন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং সেই সংগে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীমতি ছায়া বেরা (গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী) সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে সকলের সামনে বক্তব্য রাখতে পেরে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করছি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখ্য সংস্থা হিসাবে আন্দোলনকে সম্প্রসারিত

করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক করার জন্য আপনারা যে কর্মসূচী গ্রহণ করবেন তা নিশ্চয় রাজ্যের সমস্ত পরিস্থিতি যথা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে গ্রহণ করবেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মসূচী যদি বেশী সংখ্যক মানুষের মধ্যে তুলে ধরতে পারা যায় তবে এই আন্দোলন সাফল্য মণ্ডিত হবে। শুধু সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে দুবার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সরকার পোষিত ও অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর জন্য আমরা আত্ম সন্তুষ্টিতে ভুগছি না। কারণ প্রতিটি গ্রন্থাগারে যদি হিসাব নিকাশ করেন যাদের জন্য এবং যে এলাকার জন্য গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছে বা গ্রন্থাগারগুলি আমরা যে দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে দেখছি বা মানুষকে দেখতে বলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা হলো গ্রন্থাগারে কেবল মাত্র বিদগ্ধ মানুষেরাই যাবেন বা কেবল বইয়ের আদান প্রদান হবে এটাই গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ হবে বা গ্রন্থাগার শুধুমাত্র সেই হিসাবে পরিচালিত হোক তা আমরা চাই না এবং আপনারাও চান না। গ্রন্থাগার তথ্য কেন্দ্র হিসাবে, সুস্থ সংস্কৃতি ও ব্যাপক গণমুখী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারকে কাজে লাগানো যেতে পারে। গ্রন্থাগারে যাতে আরও বেশী সংখ্যক মানুষ আসতে পারেন সে জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী নেওয়া উচিত।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাড়ানোর জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগারের কর্মী ও গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতির যাঁরা আছেন তাঁরা এই বিষয়ে লিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। শুধু গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই বা গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই এই কাজ সমাধান হবে না। গ্রন্থাগারে যদি বেশী সংখ্যক মানুষ না আসে বা গ্রন্থাগারের যে তাৎপর্য এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্থকতা যদি বেশী সংখ্যক মানুষকে না বোঝানো যায় তবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী রূপায়ণে এবং ক্রটিসম্পন্ন গ্রন্থ তালিকা রূপায়ণে আপনারা পরামর্শ দিয়েছেন এবং আগামী দিনেও আপনারা সুচিন্তিত পরামর্শ দেবেন সরকারের তরফ থেকে এই আশা রাখি ৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে সবশেষে এই কথাই বলতে চাই যে আপনারা যেমন আপনাদের কর্মীদের দাবি দাওয়ার জন্য আন্দোলন করবেন তেমনি সুস্থ-সংস্কৃতির ও চেতনার বৃদ্ধির জন্যও আন্দোলন করবেন এবং গ্রন্থাগারে যাতে আরও বেশী সংখ্যক মানুষ আসেন তারজন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅনিলভূষণ রায় তার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের পূর্বের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থা কি তা উল্লেখ করেন। তিনি গ্রন্থাগার কর্মী পাঠক ও গ্রন্থাগার পরিচালক মণ্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ও আলোচনা করেন এবং কি ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা যায় তা নিয়েও আলোচনা করেন। (তাঁর অভিভাষণ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে)

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণ রায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এবং উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হবে এবং যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে সেগুলিকে কার্যে

পরিণত করে তার সুফল পশ্চিমবঙ্গের খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমিক কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

বিভিন্ন দেশের ও সংস্থার অভিনন্দন-বাণী পাঠ

এরপর পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী অরুণ রায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যে সমস্ত অভিনন্দন বাণী এসেছে তা পাঠ করেন। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল—

১ এসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরী এ্যান্ড ইনফরমেশন ব্যুরো (এ্যাসলিব)

২ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন (গ্রেট ব্রিটেন)

৩ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, পিপলস্ রিপাবলিক অফ চায়না

৪ স্কুল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, গ্রেট বৃটেন

৫ গুজরাট লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন

৬ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র।

সবশেষে পরিষদের সহ সভাপতি শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র, গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা, অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী ফণিভূষণ রায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী নকুল মাহাতো এবং উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং প্রতিনিধি বৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রথম কর্মকরী অধিবেশন : সকাল ১০টা

২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৪ সালে সকাল ১০ ঘটিকায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় পুরুলিয়ার রবীন্দ্র ভবনে। অধিবেশনে পরিচালনা করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল, "রাজ্য ও জেলাস্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা।" এই আলোচ্য বিষয়ের উপর মোট ১০টি লিখিত প্রবন্ধ পেশ করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাগারের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (১৩৯১) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা বিষয়ে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি সূচিত করা যেতে পারে, ১। গ্রন্থাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে, ২। বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ক্ষেত্রে, ৩। আন্তঃ গ্রন্থাগার পুস্তক বিনিময়, ৪। আন্তঃগ্রন্থাগার সদস্যপদ বিনিময় ব্যবস্থা, ৫। অনুলেখ ও তথ্য সেবা, ৬। গ্রন্থ-সংরক্ষণ, বাঁধাই ও প্রতিলিপি করণ, ৭। সংযুক্ত সংগ্রহ ভাণ্ডার সংগঠন, ৮। যৌথসূচী প্রকাশন।

প্রবীর রায়চৌধুরী : তিনি তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। প্রবন্ধের বিষয়—

"আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা":

এই সহযোগিতার পটভূমিকা বুঝে নেওয়া দরকার। ১৯৭৭ সালের পর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আর্থিক সংগতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় নি যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের সমস্ত বস্তু হাতের কাছে পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগারগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরস্পরের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতে হবে। গ্রন্থাগার পরিসেবা ও উন্নয়নে সহযোগিতার প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিসেবার মানও উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে।

গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে : অধিকাংশ গ্রন্থাগার গ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন গ্রন্থাগারই এককভাবে চাহিদা মেটাতে পারেনা। এর জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা। সহযোগিতার মাধ্যমে অপচয় বন্ধ করা যায়, পরিষেবার মান উন্নত করা করা যায় এবং টেকনিকাল কাজগুলিও উন্নত করা যায়।

সহযোগিতার ক্ষেত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—১। জেলা স্তরে। ২। রাজ্যস্তরে। জেলাস্তরে গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট নীতি থাকা দরকার। কারণ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে কি ধরণের বই-এর প্রয়োজন বা ক্রয় করা দরকার তা নির্ভর করে গ্রন্থাগারটি কি ধরণের। অর্থাৎ একটি গ্রামীন গ্রন্থাগারে Encyclopaedia Britannica না রাখলেও চলে। গ্রন্থক্রয়ের ন্যায় পত্রিকা ক্রয়েরও একটা নীতি থাকা প্রয়োজন। আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে যে কোন গ্রন্থাগারে কোন বিষয়ে গ্রন্থাদি সংগ্রহে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে জেলাস্তরে গ্রন্থক্রয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হবে। কেন্দ্রীয় ভাবে গ্রন্থক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কাজও জেলা গ্রন্থাগারে সংগঠিত করা সম্ভব। একই বই বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কেনা হয়। প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতি গ্রন্থের পৃথক পৃথক বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করা হলে অর্থ ও সময়ের যে অপচয় হয় তা রোধ করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় ভাবে বর্গীকরণ সূচীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে জেলার গ্রন্থাগারগুলিতে যৌথসূচী (Union Catalogue) প্রণয়নের কাজও ত্বরান্বিত হবে।

আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক বিনিময় : লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিগুলি উদ্যোগ নিয়ে জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে একসঙ্গে বসিয়ে কর্মসূচী নিতে পারে। ইয়াসলিক (IASLIC) আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেনের জন্য যে নিয়মাবলী তৈরী করেছেন তা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অনুলেখ সেবা। আগামীদিনে গ্রন্থাগারগুলি তথ্যকেন্দ্র হিসাবে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, নিরক্ষরতা উচ্ছেদের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে অনুলেখ সেবার ভূমিকাই হবে প্রধান।

গ্রন্থ সংরক্ষণ, বাঁধাই ও প্রতিলিপি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয়ভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্মসূচী নিতে পারে। দুর্মূল্য উপাদানের ক্ষেত্রে Photocopy করে অন্য গ্রন্থাগারে সরবরাহ করা যেতে পারে।

যৌথ তালিকা : আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতাকে সার্থক করে তোলার জন্য যৌথসূচী প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই যৌথসূচী বাংলা পত্র-পত্রিকা, ইংরাজী পত্রপত্রিকা, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের, পাণ্ডুলিপি, অনুলেখ সেবামূলক ও তথ্য পরিবেশনে সহায়ক গ্রন্থাদি, অন্যান্য ভাষার পত্রিকার হতে পারে।

জেলাস্তরে উল্লিখিত কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে এবং এই গ্রন্থাগার কর্মসূচী রূপায়ণে সহায়তা করবে।

অনিল চন্দ্র পাল : তিনি তার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সহযোগিতার দর্শন কি তা বোঝাতে চেয়েছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যৌথসূচী (Union Catalogue) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : তিনি উপস্থিত না থাকায় পরিষদের সহ-সম্পাদক কৃষ্ণপদ মজুমদার প্রবন্ধটি উপস্থাপিত করেন। উক্ত প্রবন্ধে

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা কি; কেন্দ্রীয় ভাবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কর্মসূচী, যৌথসূচী প্রণয়ন, গ্রন্থ সংরক্ষণ, সংযুক্ত ভাণ্ডার, যান্ত্রিক সেবা, গ্রন্থাগার সেবা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলেন।

ভবানী ঘোষ: তিনি উপস্থিত না থাকায় পরিষদের জলপাইগুড়ি শাখার সম্পাদক কল্যাণ দে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধে সহযোগিতার কর্মসূচী, কেন্দ্রীয়ভাবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করা এবং বিদেশে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার উল্লেখ করেন।

শিবানন্দ পাল: তাঁর প্রবন্ধে গ্রন্থ সংরক্ষণ, এক গ্রন্থাগারের সদস্য অন্য গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা, যান্ত্রিক সুবিধা এবং এর জন্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

চৈতালী দত্ত: তিনি উপস্থিত না থাকায় প্রবন্ধ পাঠ করেন পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হিরণ দত্ত। মূল প্রবন্ধটি কৃষি সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে কিরূপে সহযোগিতা করা যাবে, তার উপর নিবন্ধ। এই ক্ষেত্রে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ, জাতীয় কৃষি কমিশনের সুপারিশ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জগমোহন দাস: তাঁর প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁর প্রবন্ধে যৌথসূচী প্রণয়ন, বিভাগীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তকাদি বিনিময় ব্যবস্থা, সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকা ইত্যাদির উপর নিবন্ধ থাকে।

অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: তাঁর প্রবন্ধ বিশেষতঃ জেলাস্তরে কিরূপে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা হতে পারে তার উপর নিবন্ধ থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি যৌথসূচী প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় ভাবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ব্যবস্থা, আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেন, INSDOC-এর ভূমিকা, সংযুক্ত ভাণ্ডার ইত্যাদি উল্লেখ করেন।

মন্মথলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাস: প্রবন্ধকারদ্বয় উপস্থিত না থাকায় পরিষদের কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার জন্য একটি নেটওয়ার্ক সিস্টেম চালু করা, যৌথসূচী প্রণয়ন, রেপ্রোগ্রাফিক সিস্টেমের ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

বিমল ব্যানার্জী: তাঁর প্রবন্ধে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়— (১) গ্রন্থাগারের সম্ভার বিনিময়, (২) সেবা। এর জন্য একমুখী সার্ভিস গ্রন্থ তালিকা না বহুমুখী সার্ভিস গ্রন্থ-তালিকা করা দরকার তা ভেবে দেখার কথা বলেন। যৌথসূচী প্রণয়ন, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী রচনা, রেপ্রোগ্রাফিক সিস্টেম, কর্মী গঠন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

প্রবন্ধসমূহ পাঠের পর মাননীয়া গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা নিশ্চয় সেই ব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা আছে; এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে গ্রামগঞ্জে গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজ কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে তা এই আলোচনাচক্র থেকে ফুটে উঠবে। বিদেশের সামাজিক অবস্থা গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে অনুকূলে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা চালু করতে গেলে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করতে হবে। সুস্থ সংস্কৃতির জন্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু উন্নয়নের পথে অনেক বাধা আছে। প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

নিরক্ষরতার সংখ্যা ও বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যেমন গ্রামেগঞ্জে নানারকম পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে এবং এর জন্য যেমন স্কুল, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে, তেমনি প্রত্যেক ব্লকে সাধারণ গ্রন্থাগারও খোলা হচ্ছে। সাধারণ গ্রন্থাগারে সকল স্তরের মানুষ যাতে আসতে পারে; তার জন্য চেষ্টা করতে হবে, আজ যেন এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় যে সাধারণ গ্রন্থাগার শুধু এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাখাতে ৪১৮ কোটি টাকা ব্যয় করেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে রাজস্ব খাতে ব্যয় করেন ১২,০০০ কোটি টাকা, তখন সমস্ত রাজ্য ব্যয় করেন ২০০০০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাখাতে ২৪% ব্যয় করেন। যখন শিক্ষা খাতেই নিয়ে আলোচনা হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে শিক্ষা খাতে ব্যয় কমানোর কথা বলেন। শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ১.১% ব্যয় করেন। বামফ্রন্ট সরকার যেখানে শিক্ষাখাতে মাথা পিছু ৭০ টাকা ব্যয় করেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে গ্রন্থাগার খাতে কিছুই ব্যয় করেন না। এই অবস্থার কথা বিবেচনা করে আপনাদের এই আলোচনাচক্র থেকে যে মূল্যবান সিদ্ধান্ত হবে, তা আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি আলোচনা শেষ করেন।

এরপর প্রবন্ধের উপর আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

অমিতাভ বসু (কলিকাতা) : এতক্ষণ যে আলোচনা হল তা সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটাই স্বাভাবিক কারণ যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারের ভিন প্রধান তাদের মধ্যে সহযোগিতা দরকার।

Centralised Cataloguing রাজ্যস্তরে হলে ভালো হয় এই কর্মসূচীতে সকল গ্রন্থাগারিকের অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারী প্রকাশনের Bibliographic Control থাকা দরকার।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (বীরভূম) : বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে, আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সকলের কাম্য। কিন্তু কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা হবে। ১৯৫২ সালে যে কর্মী ছিল এখনও তাই আছে। গ্রন্থবানের জন্য যে টাকা পর্যাপ্ত নয়। সর্বোপরি কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হবে।

দেবাশিস ভট্টাচার্য : বর্তমানে প্রচুর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত পাঠ্যবস্তু নেই। কিন্তু পাঠ্যবস্তু সমৃদ্ধ জেলা গ্রন্থাগার তাদের গ্রন্থবানের সাহায্যে সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু তাদের কোন উদ্যোগ নেই। লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি এবং জেলা গ্রন্থাগার কমিটি এই বিষয়ে নজর দিতে পারেন। শহর গ্রন্থাগারে বই বাঁধানোর ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তা নেই। সুতরাং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে একটা বই বাঁধানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

শেখ আব্দুল রহিম (মেদিনীপুর) : তিনি প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধের উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জেলা গ্রন্থাগারে যে গ্রন্থবান আছে তা আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যবহৃত না হয়ে আমার জেলার জন্য কজে ব্যবহৃত হয় এবং L L A ফিরিয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা আন্দোলনের পদক্ষেপ হিসাবে ব্যবহৃত হলে জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা আসবে।

প্রদীপ চৌধুরী (যাদবপুর) : আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে যদি সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার একত্রে তাদের যে গ্রন্থসম্পদ আছে তার যৌথসূচী প্রণয়ন করে তবে পাঠকের সুবিধা হয়। ফলে পাঠক জানতে পারবে যে কোন গ্রন্থাগারে কোন বই পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কারণ তাদের কাছে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার তথ্য প্রদান করে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পত্রপত্রিকাও গ্রন্থের আলাদা আলাদা যৌথসূচী প্রণয়ন করবে। এর ফলে গ্রন্থাগারও এগিয়ে যাবে। এই যৌথসূচী ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সমস্ত গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে বিতরণ করে তবে ভালো হয়।

লিখা ভদ্র (রাজপুর) : মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই এর তালিকা করে জেলা গ্রন্থাগার অন্য সকল গ্রন্থাগারে বিতরণ করতে পারে এবং তাতে উল্লেখ থাকবে কোন গ্রন্থ জেলা গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজে কর্মীদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সুপ্রিয় চক্রবর্ত্তী (হলদী) : গ্রামের গ্রন্থাগারে বেশী করে তথ্য যাওয়া দরকার। যেমন একটি বিশেষ এলাকায় কি ধরণের শিল্প আছে, তাতে কত লোক নিযুক্ত আছে বা সেই এলাকায় কোন কোন ধরনের জিনিস বেশী উৎপাদন হয়, এই সব ধরনের তথ্য এলাকা সমীক্ষা করে গ্রামের গ্রন্থাগারে সরবরাহ করলে গ্রামের অর্থনীতি পরিবর্তিত হবে। বর্গীকরণ ও সূচীকরণ সব গ্রন্থাগারে ঠিকমত হয় না। এর জন্য একটা Central Agency দরকার।

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালনা) : প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা জেলা গ্রন্থাগার থেকে মহকুমা গ্রন্থাগার পর্যন্ত প্রসারিত হলে ভাল হতো। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ঠিকমতো কাজ না করলে তাকে কি কলকাতা শহর গ্রন্থাগার বলা যাবে? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহকুমা গ্রন্থাগারকে শহর গ্রন্থাগার হিসাবে ধরা উচিত না। মহকুমা গ্রন্থাগারের ভূমিকাটি ঠিকভাবে তুলে ধরা উচিত। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মীদের শিক্ষার মান উন্নত করা উচিত। বর্ধমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের একটি কেন্দ্র করা উচিত।

শিবানন্দ পাল (বর্ধমান) : লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিকে মতামত দিতে হবে এবং দেখতে হবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে Reprography Unit, কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা, এবং আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা হবে কিনা?

কাজল পুইতণ্ডি (পুরুলিয়া) : গ্রন্থাগার আইন এখনও রূপায়িত হয়নি। Service Rule এখনও চালু না হওয়ায় Managing Committee ইচ্ছামতো মতামত জ্ঞাপন করছে। এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সমর রায়চৌধুরী (কলিকাতা) : আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক কর্মসূচী নেওয়া উচিত। Reference বই এর দাম বেশী হওয়ার ফলে সমস্ত গ্রন্থাগারে এই বই কেনা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে কর্মসূচী নেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে সুবিধার জন্য সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারকে এলাকা সমীক্ষা করে দেখতে হবে যে কি ধরণের তথ্য সেখানকার পাঠক জানতে আগ্রহী। এর উপর ভিত্তি করে Reference-বই এর একটি তালিকা করে জেলা গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে ঐ বই ধার করে আনা অথবা কেন্দ্রীয়ভাবে কমদামের বইগুলি কিনে সমস্ত গ্রন্থাগারে পাঠানো দরকার। পুরানো year book গুলি জেলা গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া উচিত। পাঠকের প্রশ্নের উত্তর যদি সেই গ্রন্থাগারের সংগ্রহের দ্বারা দেওয়া না যায়,

তবে সে ক্ষেত্রে Suggestion Box করে তাতে সংগৃহীত প্রশ্ন এবসঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে অথবা জেলা গ্রন্থাগারে গিয়ে সমাধান করা যেতে পারে।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা): আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথমেই জেলার কথা ভাবা উচিত। এই ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগারগুলি ঠিকমত সহযোগিতা করে না। আন্তঃরাজ্যের বদলে আন্তঃজেলার কথা আগে ভাবা উচিত। এই ব্যাপারে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পৃথক পৃথক কর্মসূচী নেওয়া উচিত।

অশোক রায় (হুগলী): আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সহযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে ভাল হয়। কেন্দ্রীভাবে বই কেনা দরকার। মেলা থেকে অনেক বই পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে অনাভাবে বই কেনা যাবে তা দেখা দরকার। সর্বশেষে তিনি বলেন প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকদের মনে রাখা উচিত যে তাঁরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন।

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (হুগলী): সূচীকরণ এবং বর্গীকরণ জেলা গ্রন্থাগার থেকে করলে ভাল হয়। গ্রন্থাগারে কি ফর্মের সূচী হবে অর্থাৎ Card from, Sheaf form না Book form হবে তা বলা উচিত। বই লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রন্থাগার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। এই বিষয়ে গ্রন্থাগারের সম্পাদকের মতামত নেওয়া দরকার। দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

সত্যজিৎ হাজরা (বর্ধমান): জনশিক্ষা প্রসারের অঙ্গ গ্রন্থাগার। গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ নিরক্ষর। প্রতিটি গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটা নিরক্ষরতা দূরীকরণ স্কুল রাখা উচিত। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সাংস্কৃতিক আলোচনাচক্র হলে তার থেকে অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

কল্যাণ দে (জলপাইগুড়ি): আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার জন্য পরিকল্পনা রূপায়ণে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। এই ব্যাপারে পরিষদ সদস্যদের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রত্যেক এলাকার সাধারণ গ্রন্থাগারের সাথে স্কুল গ্রন্থাগারকে নিতে হবে। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথমে এলাকার উৎস নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে জেলা ও রাজ্যস্তরে যেতে হবে।

সমরেন্দ্র নন্দী (মালদহ): তিনি জানান, তাঁদের এলাকার গ্রন্থাগারে বই-এর সংখ্যা কম। অনেক বিষয়ের বই গ্রন্থাগারে নেই। জেলা গ্রন্থাগার থেকে বই বেশী পাওয়া যায় না। তিনি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে অনুরোধ করেন যাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে Book Grant বৃদ্ধি পায়।

কেশবলাল চক্রবর্তী (নদীয়া): এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব নেওয়া হলো আগামী সম্মেলনে আশা করি তার অগ্রগতির সম্বন্ধে জানা যাবে। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে আর্থিক সমস্যা আছে তা সমাধান করবার উপায় কি? Uniform Borrowers Card করতে হবে যার সাহায্যে এক গ্রন্থাগারের পাঠক অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে এবং তাতে উল্লেখ থাকবে এই পাঠক কি ধরণের গ্রন্থাগারের সদস্য।

নির্মলচন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ি): কলেজ গ্রন্থাগারকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত করে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা উচিত। জেলা গ্রন্থাগারের অন্য গ্রন্থাগারকে বই ধার হিসাবে দেওয়ার মানসিকতা নেই। এই মানসিকতা আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে এবং এর পরিবর্তন করতে হবে।

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (হুগলী): সহযোগিতার ধরন কি হবে? বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে। সহযোগিতার স্বার্থে গ্রন্থাগারের বাইরের লোককে এক আসনার

আনা যায়নি। পাঠকের রুচি বিনিময় হওয়া প্রয়োজন। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার দিগ্‌দর্শন থাকলে ভাল হতো। সম্মেলনের আলোচ্য মুদ্রিত প্রবন্ধাবলী বিনামূল্যে বিতরণ করলে ভাল হতো।

রাধাবল্লভ সরকার (লালবাগ): আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার জন্য জেলা গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় কার্যতঃ কোন জেলা গ্রন্থাগার নেই। সুতরাং এই বিষয়ে পরিষদ লক্ষ্য রাখবেন।

রামকৃষ্ণ সাহা (কলিকাতা): আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা বিভিন্ন স্তরে বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত রয়েছে। ১৯৫৭ সালে নবদ্বীপে ৫টি লাইব্রেরী একত্রে এই পদ্ধতি চালু করে। গ্রামাঞ্চলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে সহযোগিতা হতে পারে। এর ফলে বই-এর ডুপ্লিকেশন হবে না। এর জন্য প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের একত্রে বসে বই-এর তালিকা রচনা করা উচিত।

প্রবীর রায়চৌধুরী (কলিকাতা): জবাবী ভাষণে তিনি বলেন, অনেকেই বলেছেন যে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা একটা স্বপ্ন। কিন্তু অনেকেই অবহিত আছেন যে, হুগলী জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীরা যৌথভাবে সমস্ত লাইব্রেরীর পত্রপত্রিকার Holding List করেছেন। আমাদের অনেক সমস্যা আছে। তার জন্য আন্দোলন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের কি অবস্থা ছিল সে কথাটা মনে রাখা উচিত। প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা হতে পারে। জেলা গ্রন্থাগারে কেন্দ্রীভাবে Binding Unit করা যেতে পারে বা একটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিকে দিয়ে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মসূচী নেওয়া যেতে পারে। জেলা গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ভাবে পুস্তক ক্রয়, সূচীকরণ, বর্গীকরণ চালু করা যেতে পারে। অনেকেই বলেছেন, লাইব্রেরীতে Catalogue Cabinet নেই সূচীকরণ করে কি লাভ? ক্যাবিনেট না থাকলে গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের সূচী থাকবে না? এই প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি যদি সিদ্ধান্ত নেন আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা হবে, তবে প্রত্যেক গ্রন্থাগারে ক্যাবিনেট কেনার ব্যবস্থা করা যাবে। আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আইনানুযায়ী কোন ক্ষমতা নেই। মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। সর্বোপরি তিনি বলেন সহযোগিতার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আছে, সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তি আছে। এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার আসবে। সহযোগিতার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিতে হবে এবং এর পরে কর্মসূচী আসবে। পরিশেষে তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যৌথভাবে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার জন্য মানসিকতা তৈরীর জন্য উদ্যোগ নেবে।

দ্বিতীয় অধিবেশন

সময়: বৈকাল ৪ টা

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বৈকাল ৪ ঘটিকায়। সভা পরিচালনা করেন পরিষদের সহ-সভাপতি নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা।

সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা প্রবন্ধ পাঠ ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (হুগলী): তিনি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর গ্রন্থাগারের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রন্থাগার চালাতে গিয়ে যে দায়িত্ব পড়েছে অর্থাৎ পরিসেবার সমস্যা তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। Society Registration Act,' 'Library Act' দুটি আইন

বলবৎ আছে। গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতি কোন আইন অনুযায়ী হবে তা ঠিক করতে হবে। আন্তঃ-গ্রন্থাগার সহযোগিতায় কর্মীদের যদি কোন বাধা থাকে তবে তা দূর করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীরা সহযোগিতা করলে যে ভাল কাজ হয়, তার প্রমাণ হুগলী জেলার যৌথ সূচী প্রয়াস। যদি কোন গ্রন্থাগার আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে, তবে তার নিয়মাবলী পরিবর্তন করতে হবে। গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বাজেট সরকার গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য বহু টাকা ধার্য করেছেন। সুতরাং সরকার আশা করতে পারেন যাতে গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার মান উন্নত হয়। বই কেনার জন্য অনুদান বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। বই মেলায় ৩০%-এর যে পুস্তক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ৫ ভাল বই-এর সন্ধান পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট বই কেনা বা নির্দিষ্ট সময়ে বই কেনার ব্যাপারটা পরিবর্তন করলে ভাল হয়। বই এলাকা থেকে কিনলে ভাল হয়। Night guard-এর Duty, Library Staff, সংরক্ষণ ও বাঁধাই ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া দরকার।

সত্যনারায়ণ রায় (মুর্শিদাবাদ): গ্রন্থাগার-গুলির পরিবেশ ভাল হওয়া দরকার। এগুলি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। বেতন মাসের প্রথমে হওয়া প্রয়োজন।

নরহরি মণ্ডল (বাঁকুড়া): তিনি উপস্থিত না থাকায় পরিষদের সম্পাদক রমকৃষ্ণ সাহা প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন-ক্রমের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাখেন।

১) জেলা কর্তাকের অফিস জেলা গ্রন্থাগারে স্থানান্তর করা।

২) গ্রন্থাগারে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৩) গৃহনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনুদান বৃদ্ধি করা।

৪) গ্রামীণ গ্রন্থাগারে শিশু-গ্রন্থাগার চালু করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

৫) গ্রন্থাগার কর্মীরা যাতে সরাসরি পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে সুযোগ পায় তার দিকে নজর দেওয়া দরকার।

রঞ্জিত মিত্র (২৪ পরগণা): তিনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার চালু হওয়ার পূর্বের ও চালু হওয়ার পরের অবস্থা বর্ণনা করেন। D. I. অফিস থেকে সার্কুলার ঠিকমত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যায় না। কোন কোন বিদ্যালয়ে পরিচালকমণ্ডলীর গ্রন্থাগারিক নিয়োগে অসহযোগিতা দেখা যায়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অনুদান বৃদ্ধি করা উচিত। সরকারী বিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগারিকদের পে স্কেল সংক্রান্ত সমস্যা দূর করা উচিত। তাঁর মতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের Academic Council-এর সদস্য করা উচিত।

জুড়ান সরখেল (হুগলী): তাঁর আলোচ্য বিষয় 'কলেজ গ্রন্থাগারে পরিষেবার সমস্যা।" তিনি বলেন, বিভিন কমিশনের প্রস্তাব কখনই কলেজের ক্ষেত্রে মানা হয় নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিষেবার ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাও মানা হয় নি। ছাত্রদের পঠন পাঠনের যে সমস্যা দেখা যাচ্ছে তার কারণ হলো গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগহীনতা। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ৫৬ তম সম্মেলনে এই নিয়ে আলোচনা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক কলেজে Academic Calender করার জন্য যে সার্কুলার দিয়েছেন তা ভালো প্রচেষ্টা। উচ্চ-শিক্ষায় কলেজ গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। কলেজে পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা আছে। UGC প্রত্যেক যোজনা কালে

অনুদানের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। এই বিষয়ে তিনি কতকগুলি প্রস্তাব রাখেন—

১) পুস্তক ও পত্রপত্রিকাক্রয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং আন্তঃ কলেজ গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক কাঠামো রচনা করা।

২) যৌথসূচী প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নেওয়া।

৩) গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শিক্ষক, ছাত্র ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে Committee গঠন করা এবং তাতে অধ্যক্ষকে সভাপতি এবং গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করা। Lecture-এর সঙ্গে সঙ্গে Related বইগুলি Academic Calender-এ উল্লেখ করা দরকার। এ ছাড়া বাঁধাই-এর ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষকদের Faculty Improvement Programme-এ গ্রন্থাগারিকদের নেওয়া দরকার। নতুন ডিগ্রী কোর্স চালু হওয়ার দরুণ রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে অনুদান বৃদ্ধি করার জন্য। এ ছাড়া কর্মী কাঠামো পরিবর্তন করা এবং ৫০০০-এর কম সংখ্যক বই-এর গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করার কথা বলেন।

নিবেদিতা দে (মেদিনীপুর): তিনি আবাসব্যবস্থার জন্য অনুদান, গ্রন্থাগারিকদের জন্য পদমর্যাদা, পে স্কেল পরিবর্তন করা, গ্রন্থাগারিকদের Academic Staff হিসাবে; Library Attendentদের Skilled Worker হিসাবে গণ্য করার কথা বলেন।

সন্তোষ কুমার বসাক (কলিকাতা): তিনি গ্রন্থাগারের পরিবেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ছাত্র সংখ্যা, বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনার কথা বলেন।

গোপাল পাল (বাঁকুড়া): তিনি প্রকাশকদের কম দামে Library Edition বই প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করতে বলেন। বাংলার বর্ণীকরণ বিষয়ের বই প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হলাই বিশ্বাস (২৪ পরগণা): পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের পড়ার সুযোগ দেওয়া দরকার।

তিনি বলেন লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিতে গ্রামীন ও শহর গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি নেওয়া উচিত। গ্রন্থাগারের টাকা পয়সা Audit করবার জন্য Auditor এর একটা Panel করা দরকার। কর্মী সংখ্যার সমস্যা আছে এবং তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। Cycle peon নাম এর পরিবর্তন করে Library Attendant করা দরকার। হলদীয়ার গ্রন্থাগার পরিষদের যে মহকুমা কমিটি গঠিত হয়েছে তা স্বীকৃতি দেওয়া দরকার।

স্বপন কুমার দে: মাসের প্রথম দিনে বেতনদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্মীদের জন্য Service [illegible] প্রবর্তন করা দরকার। সকল গ্রন্থাগার [illegible] সমন্বয়ে গৃহভাতা দিতে হবে। ছুটির দিন শনিবার ও রবিবার হওয়া দরকার। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের বেতন কাঠামোর পরিবর্তন করা দরকার।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া): বেসরকারী গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়ে সকলকে চিন্তা করতে বলেন। বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার আছে তাদের কর্মী সমস্যা, আর্থিক সমস্যা আছে, এ নিয়ে প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে।

সরোজ বিশ্বাস (২৪ পরগণা): Text Book Library করা, Night guard-এর ছুটির ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের কোনভাবে ঋণ নেওয়া বা অগ্রিম নেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। শহর গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সহকারী নাম পরিবর্তন করে সহকারী গ্রন্থাগারিক করা দরকার।

আবদুল মোমিন মিদ্দা (বর্ধমান): সাধারণ গ্রন্থাগারকে নিঃশুল্ক করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে সরকারের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকেও ৬ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত। গ্রন্থাগারগুলি পাঠশালা ও গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক অনুদান দরকার।

D.L.O নিয়োগের কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার। জেলা গ্রন্থাগারিকদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাগুলি দূর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র টেকনিক্যাল সহকারীর জন্য ৭০০-১৫০০/- বেতনক্রম চালু করা দরকার। এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট থাকলেও ঐ বেতন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না।

বিজয় সরকার (বাঁকুড়া) : জেলায় জেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নামে কোন আলোচনা সভা হয় না। সাইকেল শিডনের Training-এর ব্যবস্থা যাতে পরিষদে হয়, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে। শিলিগুড়ির কোর্স পুনরায় চালু করার কথা বলেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী কোর্সে জেলার নির্দিষ্ট কোটা থাকা উচিত।

কাজল পুইতুণ্ডি (পুরুলিয়া) : গ্রন্থাগার আইন এখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হয় নি। সার্ভিস রুলস এখনও হয় নি। এ ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত। প্রত্যেক জেলায় বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করার জন্য একটা "দল" গঠন করা উচিত। গ্রামের গ্রন্থাগারে কর্মী বৃদ্ধি করা উচিত। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যতিরেকেই কিছু কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের অবিলম্বে শিক্ষিত করার জন্য স্বল্প মেয়াদী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যাতে বিনামূল্যে সমস্ত গ্রন্থাগারে যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত।

বীরেন্দ্রনাথ কাঞ্জী (২৪ পরগণা) : E. O. S. E ঠিকমত সহযোগিতা করছে না। এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।

বন্দিতা রায় (মেদিনীপুর) : তিনি কতকগুলি প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবগুলি হল, ১ কলেজ গ্রন্থাগারের ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি, আসবাবপত্র ও ঘরের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ন্যূনতম অনুদান দেওয়া প্রয়োজন। ২ অফিসার- ইন-চার্জ প্রথার বিলোপ করা প্রয়োজন। ৩ কলেজের বর্তমান স্টাফ প্যাটার্নের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাকচুটের পরিবর্তন করা উচিত। ৫ কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ক্রম পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি তিনি কলেজ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন হতে বলেন।

শিশির কুমার সেন (বাঁকুড়া) : তিনি গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান, গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম পরিবর্তন, কর্তব্যরত অবস্থায় কোন কর্মীর মৃত্যু হলে তার পরিবারের কোন ব্যক্তির চাকুরীর ব্যবস্থা, Group Insurance-এর ব্যবস্থা, এবং "সাইকেল পিওন" এর নাম পরিবর্তন করে Library Attendant পদনাম ব্যবহার করার কথা বলেন।

অজিত গাঙ্গুলী (বাঁকুড়া) : নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে এখনও কোন আলোচনা এই মঞ্চে হয় নি। জামসেদপুর থেকে শিক্ষণ প্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি বাঁকুড়ায় ইনরাংসন জারী করার অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে; সেদিকে পরিষদের নজর দেওয়া দরকার। বাঁকুড়া জেলায় সমাজ শিক্ষা আধিকারিক-এর চার্জে আছেন একজন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। তিনি কর্মীদের সাথে ঠিকমত সহযোগিতা করছেন না। তাঁর অসহযোগিতার ফলস্বরূপ বাঁকুড়া জেলা থেকে ৪ লক্ষ টাকা ফিরে গেছে। তিনি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য Deputation পাঠান নি। পুস্তক বিতরণের সমস্যা রয়েছে। গ্রন্থাগারে ৮।৯ বৎসর যাবৎ কর্মরত আছেন তাঁদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার পত্রিকা ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। এই পত্রিকা জেলা গ্রন্থাগারে বা জেলা কমিটিগুলিতে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।

দ্বারোদ্বর রায় (মেদিনীপুর) : গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি,

স্টাডি-লিভ এর ব্যবস্থা পরিচালনাগত ভাতা চালু হওয়া দরকার। সার্ভিস রুলস, পেনসন, গ্রাচুইটি, গ্রুপ বীমা প্রভৃতির বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া দরকার। শিশু বিভাগের জন্য অনুদান এবং গ্রন্থাগারের ছুটির তালিকা দেওয়া প্রয়োজন।

অমিতাভ দাস (কলিকাতা)ঃ কনটিঞ্জেন্সী ফান্ড থেকে বাড়ুদারের পয়সা দেওয়া যেতে পারে। তিনি সম্মেলনের উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে অনুরোধ করেন যে, জেলার যে সমস্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নেই, সেই সকল বিদ্যালয়ের নাম সংগ্রহ করে পরিষদের অফিসে পাঠালে পরিষদ সেই সব বিদ্যালয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে।

তপন সেন (হাওড়া)ঃ নাইট গার্ডের ২৪ ঘন্টার Duty পরিবর্তন করা এবং ছুটির ব্যবস্থা করা উচিত। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে বই-এর সংখ্যা সীমিত। আন্ত গ্রন্থাগার সহযোগিতার ক্ষেত্রে আইন করলে ভাল হয়। গ্রামের মানুষকে গ্রন্থাগারে টেনে আনার টেলিভিশনের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম পরিবর্তন করা উচিত। গ্রন্থমেলার ৩০% বইএর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অনেক বই আছে যা আদৌ ছাপা হয়নি। কর্তৃপক্ষ যেন কেবলমাত্র প্রকাশিত বই-এর তালিকা প্রকাশ করেন।

অনিল কুমার দেওয়াসী (হাওড়া)ঃ নতুন ম্যানেজমেন্ট রুলস অনুযায়ী গ্রন্থাগারিক যুগ্মসচিব হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। যুগ্মসচিব হিসাবে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব কতটুকু তা জানিয়ে দিলে ভাল হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে হয় কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, নতুবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় Deputed হিসাবে কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি সম্মেলনে গ্রন্থাগারের সচিবদের আমন্ত্রণ করলে ভাল হয়।

কাজী ইমামুদ্দিন (২৪ পরগণা)ঃ এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা এসেছেন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগারের জন্য যা কিছু করেছেন তা জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে না পারলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা চিন্তা করে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপায়িত করতে আমাদের অনেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

শ্যামাপদ সরকার (মুর্শিদাবাদ)ঃ মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মালদহ, জেলাকে কেন্দ্র করে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, প্রভৃতি জেলাকে নিয়ে শিক্ষণকেন্দ্র খুললে ভাল হয়। অনেক গ্রন্থাগারে বই হারালে গ্রন্থাগারিকের বেতন থেকে বই-এর মূল্যের সমান টাকা কেটে নেওয়া হয়। এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রে EOSE এর বাড়ী থেকে বেতন নিতে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হয়নি, অনেক গ্রন্থাগারে Audit এ বিষয়ে অসুবিধা হচ্ছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি যেন নজর দেন।

সত্যজিৎ হাজরা (বর্ধমান)ঃ সম্মেলনের মঞ্চে যাঁরা বক্তব্য রাখলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বাজি মার্কের কথা বললেন। কিন্তু আমরা গ্রন্থাগার সম্মেলনে এসেছি গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতির জন্য। গ্রন্থাগারগুলিকে একত্রিত করা একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজ হবে নিরক্ষর মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া।

বিরিঞ্চি মাহাতো ঃ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে আমাদের কাজ হচ্ছে নিরক্ষরতা দূর করা। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাখাতে ১০% ব্যয় করতে হবে। যে সকল গ্রন্থাগার কর্মীর বৃত্তিগত শিক্ষা নেই অবিলম্বে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে উর্দু বই-এর অভাব [illegible] এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটি যেন নজর দেন।

আশিস সাত্তার (মালদহ)ঃ গ্রন্থাগারগুলিকে জনগণের গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার জন্য আন্দোলন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে তার জন্য জনমত গঠন করতে হবে। রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনমুখী করতে না পারলে সমাজের পরিবর্তন হবে না।

সফিউল হক (মালদহ): সরকার থেকে যে অনুদান দেওয়া হয় তার বিল যখন গ্রন্থাগার আসে তখন কোন খাতে কত খরচ হবে তার উল্লেখ থাকে না। কর্মীদের বেতনের জন্য ব্যাঙ্কে আলাদাভাবে Account খোলা উচিত। North Bengal University-তে B. Lib. Sc. কোর্স খোলা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করা প্রয়োজন।

শান্তি ঘোষ (বীরভূম): যদিও গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা গ্রন্থাগার অধিকার হয়েছে। কিন্তু আমাদের জেলায় না থাকায় সমস্যা উদ্ভব হচ্ছে। যার ফলে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অসুবিধা হচ্ছে। Service Rule যাতে তাড়াতাড়ি চালু হয় সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গে পুনরায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা দরকার এবং এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে B. Lib. Sc. চালু করার জন্য আন্দোলন করতে হবে।

প্রদীপ চৌধুরী (কলিকাতা): বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, প্রথমে আমাদের আত্মসমালোচনা করা উচিত। গ্রন্থাগার কর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে তাঁরা কাজ করতে পারেন না। প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য গ্রন্থাগারে পাঠক হওয়া উচিত। U G C বেতনক্রম চালু করার ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ আছে এবং এই ব্যাপারে পরিষদের নেতৃবৃন্দ যেন নজর দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের কি ভাবে সংগঠিত করা যায় সেই দিকে পরিষদের নেতৃবৃন্দকে নজর দিতে অনুরোধ করেন।

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (কলিকাতা): পূর্ববর্তী বক্তা যে বক্তব্য পেশ করেছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। পূর্বের সম্মেলনে যে প্রস্তাব নেওয়া হয় পরে সম্মেলনে সেই প্রস্তাবগুলি কতখানি কার্যকর হয়েছে তার রিপোর্ট দেওয়া হলে ভাল হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে অশিক্ষক কর্মচারীদের যে ধারণা তা পাল্টাতে হবে এবং এদের সম্বন্ধে ভাবতে হবে।

অনুপ চক্রবর্তী (কলিকাতা): অভিজ্ঞ সাইকেল লিওন যাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ লাভ করতে পারে তার জন্য পরিষদ যেন নজর দেন। তিনি প্রস্তাব রাখেন মঙ্গল ও বুধবার গ্রামীণ গ্রন্থাগার খোলা উচিত। তাঁর মতে গ্রন্থাগারকে প্রকৃত জনশিক্ষামুখী করতে হবে।

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (হুগলী): আগামী সম্মেলনে এক বছরে গ্রন্থাগার আন্দোলনে যে অগ্রগতি হয়েছে তার পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জেলার আন্দোলনের লিখিত রিপোর্ট পেশ করার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। চাহিদানুযায়ী গ্রন্থাগারের পুস্তকসংগ্রহ থাকা উচিৎ। সাইকেল লিওন কথাটা বদলে গ্রন্থাগার এটেনডেন্ট পদনাম রাখা উচিৎ।

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা): সাইকেল লিওন হলেও আমাদের গ্রন্থাগারিকের কাজ করতে হয়। সুতরাং আমাদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত।

অমিত ঘোষ (হাওড়া): অনেক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের ঘিরে শিক্ষকতার কাজ করানো হচ্ছে। সরকারী তরফ থেকে যেন Circular দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় যে গ্রন্থাগারিক কখনই শিক্ষকতার কাজ করবেন না। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের প্রথম থেকেই উচিত ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হবে।

কৃষ্ণিকুমার রায় (কলিকাতা): সম্মেলনে এতক্ষণ যে

আলোচনা হল. তাতে দেখা যাচ্ছে অনেকের অনেক ধরণের সমস্যা আছে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যান নেই, যার ভিত্তিতে সমস্যাগুলি চিহ্নিতভাবে প্রতিভাত হয়। যেমন অনেকে বলেছেন গ্রন্থাগারের পাঠকের তুলনায় বই-এর অভাব। কিন্তু তার কোন পরিসংখ্যান কেউ দেন নি। কোন সমস্যার সমাধান করতে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, সাধারণতঃ প্রশাসক পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচনা করেন। বৃত্তিকুশলী কর্মীরা তাঁদের শিক্ষা ঠিকমত কাজে লাগাতে পারছেন কিনা সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেন নি। গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না হলে কখনই শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগার ঠিকমত চলবে না। সুতরাং শিক্ষণ পদ্ধতি পাল্টানো দরকার। এর জন্য শিক্ষকদের সহযোগিতা করতে হবে। অনেকে পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগারের কথা বলেছেন। কিন্তু আমার মতে যেহেতু শিক্ষায়তন সমূহে গ্রন্থাগার আছে সুতরাং আলাদাভাবে "পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার" করা উচিত নয়।

নির্মলচন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ি): "সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য কলেজ কর্মীদের যাতায়াত ও রাহা খরচের ব্যবস্থা থাকা উচিত। Study Leave এর ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। কলেজের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ৭০০-১৬০০ টাকা হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে U.G.C. যে শিক্ষাগত যোগ্যতা স্থির করেছেন সে দিকে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। শিলিগুড়িতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোর্সটি আবার চালু করা হোক।

অমিত ভাদুড়ী: "লনসর্ড" গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের "ঘর ভাড়া ভাতা" প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যেন সমান হয়। সাইকেল পিওন কথাটার পরিবর্তে "লাইব্রেরী এ্যাটেন্ডেন্ট" পদনাম ব্যবহার করা উচিত। পত্রপত্রিকার জন্য অনুদান বৃদ্ধি করলে ভাল হয়।

মৃত্যুঞ্জয় সিংহ (মেদিনীপুর): গ্রন্থাগারে পরিচালনাগত সমস্যা আছে. Service Rule চালু হওয়া দরকার। অবসরকালীন সুযোগ সুবিধাগুলি সত্বর চালু হওয়া দরকার।

শেখ আব্দুল রহিম (মেদিনীপুর): প্রশাসনিক, সাংগঠনিক, এবং অর্থনৈতিক সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পেশ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় হয় তাকে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসাবে ধরতে হবে। যদিও এটাও Non-profit সংস্থা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন কেন্দ্রকে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রশান্ত বিশ্বাস: গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি, অনুদান বৃদ্ধি এবং এর সম্প্রসারণের ইতিহাস জনসাধারণকে জানানো দরকার। তিনি দাবী করেন রাজা রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনে রাজ্য সরকার যে টাকা দেন, তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার যেন পুরো টাকা দেন। তাঁর জেলা যে Sub-Division কমিটি গঠিত হয়েছে তার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপাল ঘোষ: যে অঞ্চলে গ্রন্থাগার আছে সেই অঞ্চলের মানুষের উদ্যোগ না থাকলে কখনই উন্নতি সম্ভব নয়।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী (২৪ পরগণা): একটি গ্রন্থাগার বলতে গেলে যে তিনটি জিনিষ নিয়ে চিন্তা করতে হবে তা হোল সরঞ্জাম, গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত সামগ্রী ও গ্রন্থাগার কর্মী। সুতরাং এদের সমস্যা দূর হলে গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে চলবে। ২৪ পরগণা জেলায় কোন DSEO নেই।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (বীরভূম): আব্দুল মোমিন মিয়া যে সকল প্রস্তাব দিয়েছেন, তার প্রতি সমর্থন আছে। জেলা গ্রন্থাগারের একজন কর্মীকে গ্রন্থ সংরক্ষণ বিষয়ে Training দিলে ভাল হয়।

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : তিনি প্রস্তাব করেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে যেন পড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়।

অলোক দত্ত (নদীয়া) : নদীয়া জেলায় মোট ৭৩টি গ্রন্থাগার হয়েছে। আমাদের জেলায় যারা গ্রন্থাগারিক হিসাবে কর্মরত তাদের অনেকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। তারা যাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ পায় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তিনি ১৬টি জেলার প্রত্যেক জেলার জন্য D L O এর ব্যবস্থা করতে বলেন। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাখাতে প্রচুর টাকা ব্যয় করেছেন, সেইহেতু কেন্দ্রীয় সরকারেরও বেশী টাকা ব্যয় করতে হবে।

রামকৃষ্ণ সাহা (কলিকাতা) : তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এই সম্মেলনে অনেক গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়েছে। যে যে নূতন সমস্যা ও বিষয় উত্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি একসঙ্গে বসে আলোচনা করবে। এবং এর জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করবে।

সভাপতি সমস্ত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন

সময়—সকাল ৯টা। তারিখ - ২১-৪-৮৪

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন প্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি বলেন এখানে যে বক্তব্যগুলি পেশ করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হবে। তিনি কতকগুলি ব্যাপারে উত্তর দিতে গিয়ে বলেন—

১ পেনসন স্কীম চালু হয়েছে।

২ সাতটি রুল রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর প্রাথমিকভাবে সম্মতি দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ফাইল পাওয়া যাবে।

৩ বেতনক্রমের যে বৈষম্যগুলি রয়েছে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।

৪ সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনাগত নিয়মাবলী তৈরী করা হয়ে গেছে। অর্থ দপ্তর ও লেজিসলেটিভ দপ্তর সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

৫ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৬ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বাড়ী সংস্কারের জন্য সরকারী অনুদানের চেষ্টা করা হবে।

৭। নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে বলেন, পুরনো গ্রন্থাগারগুলি আগে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য পুস্তকক্রয়ের অনুদান বাড়ানো দরকার। কর্মী সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারে দেখতে হবে মোট কত সদস্য সংখ্যা কত বই, কাজের চাপ কি রকম তা দেখে কর্মী সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিষয়ে সকলের সঙ্গে আমরাও উদ্বিগ্ন। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমূহ দিয়ে অতিরিক্ত বৃত্তিকুশলী ব্যক্তি সৃষ্টি করে বেকার সৃষ্টি করুক এটা কাম্য নয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে সব গ্রন্থাগারিক

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত নন তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এখন প্রত্যেক জেলা কোটা নির্দিষ্ট আছে। শিলিগুড়িতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিষয়ে বলেন যে, কালিম্পং শহরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি জানুয়ারী মাস থেকে চালু হওয়ার কথা এবং সেখানেও প্রস্তাব রাখা হয়েছে জেলাওয়ারী কোটার। সেখানে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। আগে যুক্তি কুশলী কর্মীর যে অভাব ছিল তা অনেকটা কমেছে। স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কর্মধারার বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। এই দুইটি সংস্থা যৌথভাবে এগিয়ে গেলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। DLO নিয়োগের ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে উল্লেখ্য ৪টা DLO-র পদ সরকার অনুমোদন করেছেন। ১৯৮৪-৮৫ সালে আর কতকগুলি পদসৃষ্টির জন্য অবিরত করা হয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের Higher Initial এর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে অর্থ দপ্তর সম্মত হয়নি। বাড়ী ভাতার ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ব্যাপার প্রত্যেকের সমস্যা। সাইকেল পিওনের গ্রন্থাগার শিক্ষার ব্যাপারে বলেন যাদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, রয়েছে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। সাইকেল পিওনের পদনাম পরিবর্তনের ব্যাপারে আগামী State Library Council এ আলোচনা হবে।

স্কুল লাইব্রেরী সম্পর্কে তিনি বলেন এখনও অনেক স্কুল লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগারিক নেওয়া হয়নি। সে ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

এরপর সমাপ্তি সংগীত পরিবেশিত হয়। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি / দর্শকবৃন্দের তালিকা

কলিকাতা

সর্বশ্রী অজয় কুমার দাস, অনিলচন্দ্র দাস, অনুপ চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, অমিতাভ বসু, অরুণ রায়, অসিতাভ দাস, আরতি সোম, আশিস নিয়োগী, কমলাকান্ত সাহা, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ, কুমার কার্তিক দে, গোপা চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিংহ, তপতী মুৎসুদ্দী, তরুণ কুমার দত্ত, দিলীপ কুমার মন্ডল, নারায়ণ চক্রবর্তী, নিতাই দেব, নেপালচন্দ্র প্রামানিক, নাগরাজ, এম, এন, পান্নি সেন, পুলক কর, প্রদীপ চৌধুরী, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার হালদার, ফণিভূষণ রায়, বলাই চন্দ্র ঘোষ বিকাশ ব্যানার্জী, বিকাশ মুখোপাধ্যায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, মতিলাল মাইতি, মধুসূদন চন্দ্র, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, রঞ্জিত চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ সাহা, রেনুকা ঘোষ, হেমেন্দ্রলাল চাটার্জী, বিজয় কুমার দত্ত, শ্যামল কুমার সাহা, শ্যামলী ব্যানার্জী, শ্যামসুন্দর সাহা পোদ্দার, সুচিতা সজনবীল, সতী দে, সন্দীপ দাশগুপ্ত, সমর রায়চৌধুরী, সমীর কংসবনিক, সলিল চাকলাদার,

সুচিত্রা গাঙ্গুলী, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিমল চন্দ্র রায়, সুধীর কুমার ধর, সুব্রত বসু, সুভেন্দুবিকাশ দাস, সুমিত্র সরকার, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

কুচবিহার

সর্বশ্রী আশুতোষ পাল, কাশীকান্ত অধিকারী, চন্দন গুহ, জিতেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, তপন কুমার রায়, তাপসী সরখেল, দিলীপ কুমার মৈত্র, দুলাল চন্দ্র দাস, দুলাল চন্দ্র পাইন, দেবাশিস গুহ মজুমদার, প্রতনু দে সরকার, প্রাণগোপাল দাস, বিজয় কুমার সরকার, ভাস্বতী নন্দী, মীরা চক্রবর্তী, মোহনলাল মণ্ডল, রঞ্জন বক্সী, শিবেন দাস, শৈলেশ চন্দ্র বর্মণিকারী, সুধী কুমার রায়, সুধীর দত্ত, হিমাংশু কুমার সরকার।

চব্বিশ পরগণা

সর্বশ্রী অচীন কুমার দাস, অঞ্জন ঘোষ অঞ্জলী রায়, অতুল কুমার সরকার, অমর কুমার নাথ, অমলকৃষ্ণ মণ্ডল, অসিত কুমার নাগ, অমিত সেনগুপ্ত, অমিতা ভট্টাচার্য, অমিয় কান্তি নন্দন, অমূল্য সমাদ্দার, অরবিন্দ ভাণ্ডারী, অরুণ কুমার দাসমল, অরূপ গুপ্ত অসিত কুমার পাত্র, অসিত কুমার মান্না, অসীমা ভট্টাচার্য, আজিজার রহমান, আব্দুর রাজ্জাক আকুঞ্জী, আব্দুল মজিদ, আমুর আলি, আড়িয়াদহ মাদোসিয়েশন লাইব্রেরী এণ্ড ক্লাব, আশিসকুমার ধাম, আশিস কুমার প্রামাণিক, আশীসতরু ঘোষ, আসগার আলি মোল্লা, কল্যাণ কুমার ঘোষ, কমলেশ ভট্টাচার্য, কাজী ইমামুদ্দিন, কান্তিরঞ্জন মালাকার, কালীপদ পাল, কুমারেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল কৃষ্ণপদ ঘোষ, মজুমদার, কৃষ্ণপদ মণ্ডল, কেকা পান্ডিত, কৃষ্ণব চ্যাটার্জী, গোপাল চন্দ্র ঘোষ, গৌতম গোস্বামী গৌতম দত্ত, গৌতম পাল, গৌতম মুখোপাধ্যায়, গৌতম সরকার, গৌরহরি দাস, গৌরাঙ্গ কর্মকার, চরণ দাসগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, চিন্ময় সরকার, চৌধুরী আবদুল হাসিব, জগৎজ্যোতি দাস, জয়দেব রায়, জয়দেব সাহা, জয়ন্ত রায়, জহর দাস, জেলিয়াখালি বিবেকানন্দ পাঠাগার, জ্যোতিষ চক্রবর্তী তপনবসু ঠাকুর, তপন মুখার্জী, তপন রায়, তপন সাহা, তরুণ কান্তি পান্ডিত, তরুণ কান্তি বসু, তরুণকান্তি বিশ্বাস, তরুণাংশু কুমার নন্দী, তাপস কুমার নাথ, তারাপ্রসন্ন গড়াই, দুখরু কান্তি দাস, দ্বিজেন মজুমদার, দীপক কুমার মণ্ডল, দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, দেবব্রত পাল, দেবাশীষ দে, নন্দা ভৌমিক, নবকিশোর গুপ্ত নবীন পাঠাগার, নবীন সেনস্মৃতি পাঠাগার, নাসির আহমেদ খান, নিরঞ্জন মৃধা, নিরঞ্জন সেন স্মৃতি পাঠাগার, নির্ভীক ঘোষ, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ চক্রবর্তী, পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস; পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, পরেশচন্দ্র সরকার, পরেশচন্দ্র সাহা, পশুপতি মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম সরকার, পুলক চন্দ্র সরকার, প্রণব কুমার সাউ, প্রবীর দে, প্রবীর বিশ্বাস, প্রভাত কুমার পাঠলা, প্রশান্ত বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার দে, প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্রজল দে, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, বলাই বিশ্বাস, বাণী চক্রবর্তী, বাসুদেব কর, বাসুদেব চ্যাটার্জী, বিকাশ ঘোষ, বিদ্যাসাগর পাঠাগার, বিনয় কুমার চৌধুরী, বিমলপ্রসাদ দাস, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দাস, বীরেন্দ্রনাথ কাজী, মন্মথ ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র বসু, মানিকচন্দ্র রায়, মিহিরকান্তি ঘোষ, মুজাফ্ফর আহমদ স্মৃতি পাঠাগার, মুরারী মোহন মণ্ডল, মৃন্ময় ঘোষ, মোহনচন্দ্র নস্কর, রঞ্জিত মিত্র, রতন চাটার্জী, রতন কান্ত বিশ্বাস, রফিকুল ইসলাম, রবিলস্কর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রনাথ বেরা, রমাপ্রসাদ দত্ত, রমেন খাজাঞ্চী, রমেশ কর্মকার, রমেশ ভক্ত, রমেশচন্দ্র মাইতি, রাসবিহারী দাস, রাসবিহারী মিত্র, লিপিকা রায়, লস্কর কুমার মাইতি, শম্ভুনাথ পান্ডিত, শিখা ভদ্র, শিবসুন্দর সামন্ত, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, শেখরচন্দ্র দাস, শোভন কুমার ধর, শ্যামল ঘোষ, শ্যামল ভট্টাচার্য,

শ্যামল রায়, শ্যামল রায়, শ্যাম শ্রী মুহুরী, সজল ঘোষ, সঞ্জয় ভৌমিক, সঞ্জীবকুমার ঘোষাল, সত্যব্রত সেন, সত্যেন্দ্র সিংহ, সন্তোষ কুমার বসাক, সন্দীপ কুমার মল্লিক চৌধুরী, সমর কুমার দাস, সমর রুদ্র ভট্টাচার্য, সমীর মান্না, সমীর কুমার গোলুই, সমীর কুমার গোস্বামী, সমীর কুমার বসু, সমীর কুমার ভট্টাচার্য, সরোজ বিশ্বাস, সাধুচরণ গোলদার, সুকুমার মণ্ডল, সুচেতা দত্ত, সুজিত কুমার চৌধুরী, সুনীল কুমার মণ্ডল, সুপ্রভাত পাঠাগার, সুপ্রিয় চক্রবর্তী, সুভাষ ইনস্টিটিউট, মহকুমা গ্রন্থাগার, সুমন কুমার রায়, সুশান্ত কুমার রায়, স্বদেশরঞ্জন মণ্ডল, স্বপন কুমার আচার্য, স্বপন চৌধুরী, স্বপন ভুঁইয়া, স্বপন কুমার দে, স্বপনা দাস, হামমত বৈদ্য, হিমাংশু কুমার জোতদার, হেমন্ত কুমার চক্রবর্তী।

জলপাইগুড়ি

সর্বশ্রী অমলকুমার ভরদ্বাজ, অরুণ কুমার ঘোষ, অরূপ কুমার ভৌমিক, কল্যাণ দে, দিগেন্দ্রনাথ সাহা, দীপক কুমার ঘোষ, দুলাল চক্রবর্তী, দেবাশিস মিশ্র, নির্মলচন্দ্র রায়, নীতিশ বসু, প্রাণগোপাল করাচী, বাদল গুহ, মোজাফফর হোসেন, সুকোমল কুমার দে, সুব্রত জোয়ারদার, সুভাষচন্দ্র বণিক।

দার্জিলিং

সর্বশ্রী বীরেন্দ্র কুমার চন্দ, বীরেন্দ্র কুমার বসু, রঞ্জিত কুমার সরকার, শঙ্কর তারা, শঙ্কর সরকার, স্বপন কুমার বাগচী, হুসেন আলে।

মদীয়া

সর্বশ্রী অনাথনাথ সেন, অনিল কুমার কর, অলোক কুমার দত্ত, অশোক সিংহ মহাপাত্র, আবুল কাসেম, কেতাব আলী মণ্ডল, কেশবলাল চক্রবর্তী, চন্দন কুমার দত্ত, জীবনকৃষ্ণ পোদ্দার, তুষারকান্তি ঘোষ, দেবনাথ শীলশর্মা, দেবব্রত বোস, নীহাররঞ্জন মণ্ডল, বিশ্বনাথ সরকার, মনোতোষ কুমার সরকার, মলয় দাস, সুদর্শন গুঁই, হাফিজুল ইসলাম।

পশ্চিমদিনাজপুর

সর্বশ্রী অমিত কুমার সরকার, ইদ্রিস আলম, গোবিন্দ সরকার, পঙ্কজ কান্তিকর, বিকাশ রঞ্জন ঠাকুর, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, শচীদুলাল চৌধুরী, শুভ্রব্রত চক্রবর্তী, শ্যামল কুমার বিশ্বাস, সরোজচন্দ্র সাটিয়ার, সান্ত কুমার বসাক, সৌমেন্দ্র কুমার ধর, হরিদাস সাহা।

পুরুলিয়া

অতুলচন্দ্র মাহাতো, অর্ধেন্দু শেখর পাল, অর্ধেন্দু শেখর মোদক, অনন্ত কুমার মাহাতো, অনুপ কুমার পাঠক, অনিল পাল, অপরূপ চক্রবর্তী, অরবিন্দ মাইতি, অরুণ কুমার মণ্ডল, অশেষ পাঠক, অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, অসিত বরণ গঙ্গোপাধ্যায়, আদর চন্দ্র মাইতি, ইন্দু কুণ্ডু, ঈশ্বরচন্দ্র মাজি, আশুতোষ গরাই, কমলাপদ কোঙার, কাজল পুইতুণ্ডী, কানাইলাল কুইরী, কালীপদ সিং সর্দার, কালীনাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার, কীর্তনচন্দ্র মাহাতো, কেশব আচারী, ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো, খটলা লাইব্রেরী, গদীবেড়া সাহিত্য মন্দির, গোপাল চন্দ্র সিংহ, গোলেশ্বর মাহাতো, গোরাচাঁদ ওঝা, চতুর্ভুজ মাজী, চণ্ডীদাস, চিত্ত রঞ্জন ভট্টাচার্য, জনতা লাইব্রেরী, জাফার হোসেন, তরুণ গ্রন্থাগার ঘেউলী, তাপস কুমার বক্সিকর, তিমির বরণ দত্ত, ত্রিভঙ্গ লাল মাজী, ত্রিলোচন কুমার, দিনবন্ধু মাজী, দীনবন্ধু মাজী, দুর্গাচরণ পুইতুণ্ডী, দেবলগোবিন্দ কুইরী, নবারুণ সাহিত্য সদন, নরসিং মুরমু, নারায়ণ চন্দ্র মাজী, নিখিল দত্ত, নিখিল পাত্র, নিমাইচন্দ্র দে, নিরঞ্জন মাহাতো, নীলকান্ত মাহাতো, পরেশ কুইরী, পরেশনাথ মল্লিক, প্রণত মুখোপাধ্যায়, প্রাণতোষ দাস, প্রীতি কোলে, ফুলচাঁদ সহিস, বঙ্কিম চক্রবর্তী, বদনচন্দ্র আন্ডারী, বরাভূম পাবলিক লাইব্রেরী, বলরাম

ব্যানার্জী, বামাপদ বাবাস, বাগাড়ি, নেতাজী ক্লাব ও লাইব্রেরী, বাণী সদন পাঠাগার, বিজন মুখোপাধ্যায়, বিরিঞ্চিপদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ পাণ্ডে, ভবতারী প্রসাদ মাহাতো, ভীমচন্দ্র মহান্তী, মনোমোহন তন্তুবায়, মণিলাল মুরেন্, মহাদেব গরাই, মহেন্দ্রনাথ মাহাতো, মিলন সাহিত্য ভবন, মিহির কুমার কুইরী, মুক্তিপদ দত্ত, মুচিরাম মাহাতো, রঘুবীর লাইব্রেরী, রবীন্দ্রনাথ চট্টরাজ, রবীন্দ্র পাঠচক্র, রমাকান্ত সিং সর্দার, রাধহরি মাহাতো, লক্ষ্মণচন্দ্র মাহাতো, লক্ষ্মীন্দ্র মাহাতো, লক্ষ্মন সিং সর্দার, লটপদা মজুমদার গ্রন্থাগার, শেখ কসম, শ্রীধর ব্যানার্জী, শ্রীরাম গ্রন্থাগার, সত্যনারায়ণ বড়পন্ডা, সন্তোষ মাহাত, সমরেশ্বর মণ্ডল, সাধন চন্দ্র কুণ্ডকার, সুধাংশু মণ্ডল, সুনীল কুমার মিশ্র, সুবাসিনী পাঠাগার কোলড়া, সুভাষ চন্দ্র সেঠ, সুব্রত চন্দ্র কুইরী, সুশান্ত হাজরা, সৃষ্টিধর দাস, সৌমিত্র ওঝা, স্বপন সরকার, হরেকৃষ্ণ গোপ, হারাধন পট্টনায়ক, হেমন্ত গোস্বামী।

বর্ধমান

অমিত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী অসীম কুমার দে, আবেদুল রহমান সেখ, আলাদিপুর শহীদ স্মৃতি পাঠাগার আব্দুল গনি কারিকর, আব্দুল মোমিন মিন্টা, আব্দুল রহমান সেখ, কালিপদ্দর মল্লিক, কৃষ্ণকুমার কোনার, গোপীকান্ত মণ্ডল, গোপীকৃষ্ণ রায়, চন্দন লাল সেখান, চুনীলাল মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার দত্ত, দীপেন্দ্র মুখার্জী ধনপতি সামন্ত, ধনেশ্বর মুখার্জী, ধর্মদাস মণ্ডল, ধীরেন্দ্র নাথ বিষয়ী, নকুল চন্দ্র মাহাত, নবকুমার মণ্ডল, নীলমণি সামন্ত, পরমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র পাল, প্রণবেশ চক্রবর্ত্তী, ফাল্গুনী মুখার্জী বিভাবেন্দু রায়, মানস কুমার ঘোষ, মীর্জা আহম্মদ হোসেন, মৃদুলা রায়, রাসবিহারী সরকার, শঙ্কর কুমার সেন, শ্যামাপদ সামন্ত, শিবানন্দ পাল, শচীন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, শুকদেব দাস, মোহিনী মোহন দাস ঠাকুর, সত্যজিৎ হাজরা, এস. কে. মনসুর আলি, সেখ সাদেক আলি, সুনীতি কুমার দে, সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবর্ণ চক্রবর্ত্তী, স্বপন কুমার দেবনাথ।

বাঁকুড়া

সর্বশ্রী অজিত গাঙ্গুলী, অনাথবন্ধু মণ্ডল, অসীম কুমার পুজারী, উত্তম কুমার রায়, কৃষ্ণকুঞ্জ সাহু, কৌশিক বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র পাল, গুণাকর পাল, দীনেশচন্দ্র নাথ, নরহরি মণ্ডল, বাসুদেব কুণ্ডু, বিজয় চাটার্জী, মাণিক রতন হাজরা, মাণিক রায়, রণজিত কাপড়ী, সচীনাথ ব্যানার্জী, সমীর কুমার রায়, স্ফটিকচন্দ্র গোস্বামী, স্বপন কুমার মণ্ডল, হরনাথ দে, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।

বীরভূম

সর্বশ্রী অমিয় ব্যানার্জী, গৌরীশংকর অধিকারী, তরুণ রায়, মোজাম্মেল হক, দীনদয়াল দাস, নবকুমার সাহা, নিবারণচন্দ্র রাজ, পঙ্কজ কুমার চক্রবর্তী, প্রণবকুমার দত্ত, প্রদীপকুমার দাস, প্রশান্ত কুমার দত্ত, ভবানী প্রসাদ রায়চৌধুরী, মদনমোহন ভৌমিক, মানবেন্দ্র অধিকারী, মিহির পাত্র, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, রূপলাল মণ্ডল, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, শান্তি কুমার ঘোষ, শিশির কুমার নন্দী, শিশির কুমার সেন, শ্রীধর ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষাল, সত্যবান চক্রবর্তী, সাক্ষী গোপাল চন্দ্র, সুনীল রুদ্র, সেখ খোদাবক্স।

মালদহ

সর্বশ্রী অমিয় কুমার চৌধুরী, অরুণ কুমার পোদ্দার, আব্দুস সাত্তার, কেবল মণ্ডল, খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জয়গোপাল দাস, জীবনকৃষ্ণ দাস, জ্যোতিশ্চন্দ্র মণ্ডল, স্বদীপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গোপাল দত্ত,

নারায়ণগোপাল চক্রবর্তী, বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্টু ঘোষ, মোহম্মদ কুতুবউদ্দীন, মোহম্মদ সাকিউল হক, রামানন্দ পাল, শলাক দাসগুপ্ত, সুভেন্দু নারায়ণ পাল, শেখরেন্দু চৌধুরী, শ্যামাপদ মণ্ডল, সমরেন্দ্র নাথ নন্দী, সুজিত কুমার মিত্র, সুনীল কুমার মৈত্র, সুবলচন্দ্র বসাক।

মুর্শিদাবাদ

সর্বশ্রী অমরনাথ মুখার্জী, অরুণ সাহা, আলেলাল মুকুল, অশোক কুমার ঘোষ, গণসাগর শর্মা, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, চৌধুরী বদরুল কামাল, তপন কুমার ঘোষ, প্রদীপ কুমার চৌধুরী, প্রণব কুমার দাস, বিমল কুমার দাস, বিকল্প দাস, বারীন্দ্র কুমার মণ্ডল, ব্রজদুলাল গোস্বামী, ভুবনেশ্বর পাল, মহম্মদ আবদুল রশীদ, মহম্মদ আলি হোসেন, মহম্মদ ইয়াসিন আলি, মহম্মদ নাবিস উদ্দিন, রমেন দে, রাধামোহন সরকার, রোহিত কুমার দে, শচীন্দ্র নন্দন সাহা, সত্যবান দাস, সুধীসেন দাস, স্বপন দেবনাথ, হেরম্ব মহম্মদ।

মেদিনীপুর

সর্বশ্রী অজিত কুমার ঘোষ, অতুল চন্দ্র জানা, অধিরঞ্জন মাইতি, অনুকূল চন্দ্র দাস, অমিত দাস, অরবিন্দ প্রামাণিক, অশোককুমার পাণ্ডা, অশোক কুমার মান্না, অশোকরঞ্জন দাস মহাপাত্র, আশুতোষ কুমার পাড়ুই, এসাহক আলি মণ্ডল, কালিকা প্রসাদ জানা, কালীপদ গাজুর, কালীশঙ্কর বর্মণ, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, চণ্ডীচরণ মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন মুহুরী, জয়ন্ত কুমার পাণ্ডা, ঝাড়গ্রাম লেনিন স্মৃতি পাঠাগার, ঝোকুড়কুল গ্রামীণ পাঠাগার, তরুণ সংঘ পাবলিক লাইব্রেরী, তাপস কুমার পাণিগ্রাহী, দামোদর রায়, দিলীপ কুমার পাণ্ডে, দীপক কুমার জানা, দেবদাস, ভট্টাচার্য, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপদ মান্না, দুর্গাপ্রসাদ দলুই, দুলালচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্র কিশোর সাউ, নগেন্দ্র কুমার মহাপাত্র, নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, নিবেদিতা দে, নীতিশচন্দ্র পট্টনায়ক, নীহার রঞ্জন সরকার প্রতাপচন্দ্র পাল প্রদ্যুম্ন কুমার মান্না, বনবিহারী ঘড়া, বাসিতা রায়, বাদলচন্দ্র মাজী, বাকইবাড়ি শাশ্বত কল্যাণ সঙ্ঘ পাঠাগার, বালিসাই ক্লাব ও সাধারণ পাঠাগার, বিকাশ রায়, বিদ্যাসাগর পল্লী পাঠাগার, বিদ্যাসাগর পাঠাগার, বিদ্যাসাগর সংস্কৃতি পরিষদ গ্রামীণ পাঠাগার, বিমল কুমার মাইতি, বিশ্বনাথ গোস্বামী, বোড়াই সাধারণ-পাঠাগার ও ক্লাব, ব্যোমকেশ ঘোষ, ব্যোমকেশ মাইতি, ভজন চন্দ্র সিংহ, ভবানী শঙ্কর পানিগ্রাহী, ভাণ্ডারিয়া বিদ্যাসাগর পাঠাগার, ভূপতি পড়া, মদনমোহন দাস, মানিকচন্দ্র পাল, মিলন সংসদ গ্রামীণ পাঠাগার, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, রণজিৎ কুমার দাস, রতনচন্দ্র দাস, রবিলাল দাস, রবীন্দ্র সংসদ গ্রন্থাগার, রাধাহরি কুণ্ডু, রামকৃষ্ণ পাঠাগার, লটনলন বর্মকার, লেখ আব্দুল রহিম, সন্তোষ কুমার দাস, সুরঞ্জন মিত্র, সুশান্ত আচার্য, সুশান্ত কুমার গাঙ্গুলী, সৌরীন্দ্র শতপথী, হরনাথ গোস্বামী, হরিপদ খিলারী, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, হীরাপুরের রামকৃষ্ণ পাঠাগার।

হাওড়া

সর্বশ্রী অতনু চক্রবর্তী, অনিল কুমার দেয়াসী, অমিত কুমার ঘোষ, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডুচৌধুরী, আলপনা বোস, চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, জনমোহন দাস, তপন সেন, তরুণ কুমার ঘোষ, দেবনারায়ণ মান্না, প্রভাত কুমার ঘোষ, প্রান্তর ধানাজী, বিমল কুমার মাইতি, মলয় কুমার মুখার্জী, মোহনলাল ঘোষ, মৃন্ময় দাস, রঞ্জিত ঘড়া, রণজিৎ পলো, লিখা রায়, সত্যব্রত ঘোষাল, সোমনাথ নস্কর, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীল কুমার ঘোষ, সুবিনয় ঘোষ, সুব্রত বোস, স্বপন কুমার চন্দ্র।

হুগলী

সর্বশ্রী অঞ্জলী দে, অনিল কুমার দত্ত, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমিত কুমার দত্ত, অমিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, অশোক কুমার ঘোষ, অশোক কুমার রায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, অসিত কুমার ঘোষাল, আদিত্য প্রকাশ ভট্টাচার্য, কমল চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ দে, কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, জুড়ান সরখেল, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, দীপেন কুমার সিমলাই, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিতাইগোপাল গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল, প্রভাত কুমার ধাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বংশী দত্ত দত্ত, ভবানী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, রণজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমেন্দ্রচন্দ্র মাজী, রাজকৃষ্ণ দে, রামপদ পাল, হারাধন ঘোষ, হারাধন দে, শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ কোলে, শরদিন্দু ভুঁই, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, শুভ্রাংশু কুমার মিত্র, সত্যজিত মুখোপাধ্যায়, সুরঞ্জন দে, স্বপন পাল।

পরিষদের একটি নূতন প্রকাশনা :

গ্রন্থবিদ্যা

ডঃ আদিত্য ওহদেদার

মূল্য :—সুলভ সংস্করণ—২০,
শোভন ,, —২৫,

সম্পূর্ণ রূপে বর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত
৩য় সংস্করণ

আপনার কপিটি সংগ্রহ করেছেন কি ?

Seminar on Indian Library Movement and the Indian Library Association held on 20. 5. 1984 at the State Youth Centre.

Inaugural Address by Sm. Chhaya Bera, Minister of State of Library Service and Non-formal education Govt. of West Bengal.

President, Ladies & Gentlemen

I consider it as a matter of privilege, for being invited to inaugurate the seminar which in going to be held to-day to commemorate the Golden Jubilee of the Indian library Association. I understand that some of the respected leaders of the Indian library movement are also present on this occasion I welcome all of you to this city on behalf of myself on, behalf of the Left Front Government of West Bengal and also on behalf of the people of the state. This city which is also the birth place of the Indian Library Association in 1933 has a glorious tradition of library movement. The British imperial power developed an education system of suit their colonial exploitation. But this also gave rise to educated middle class which became pioneers in educational and library movement in the 19th century. In the 19th century quite a good number of public libraries were established in different parts of West Bengal. Though the services of these libraries were mainly confined to educated middle and upper classes, there libraries played an important role in the development of national censciousness. During the 20th century, the library movement in our state got a momentum with the spread of national liberation movement. The then foreign power, took an apathetic attitude towards the library movement for obvious reasons. They also ransacked many public libraries which were then centre of activities of revolutionary youth and students.

With the achievement of independence, the people expected that a new era of educational and cultural development will start soon. But this expectation was belied I am not going to discuss the affairs in the whole field of education at the moment. I shall concentrate on library development. During the first thirty years after independence the library development was utterly neglected. Though few libraries were established here and there, the lack of proper perspective and planning for library development, inadequacy of fund, indifferent attitude towards enactment of library law, distressing conditions of library workers, and above all, non-cooperative attitude towards library associations and library movement were the main features of library activities during this period.

In our state library movement got a new impetus when the Left Front came into power in 1977. Honouring the long-cherished demand of the library movement, enactment of library law

was included as one of the issues in the election manifesto of the Left Front. After coming to power some steps were taken for improvement of library services in this State. Some of these features are : enactment of Public Library Law in 1979 and creation of Library Directorate, State Library Council and the Local Library Authority thereunder, increased budgetory allocation for Public Library Services (more than Rs. 5 crores being spent on Public Libraries every year), creation of 1659 new town, rural and primary unit library, and thus making the total number of Govt. controlled and sponsored libraries in the State as 2416 ; increased annual maintenance grants to all categories of Govt. controlled sponsored libraries ; annual grants amounting Rs 45 lakhs for purchase of books and 14 lakhs for purchase of periodicals to Govt. controlled and sponsored public libraries ; spending of Rs. 40 lakhs for creation of children wing in public libraries ; assistance to organise book fairs at the State and District levels ; grants for repairing and maintenance of library buildings ; creation of library services in all higher secondary schools in the State ; revision of pay scales and allowances and introduction of retirement benefits for library workers and finally recognition of the role of different associations connected with the library movement. To-day the Left Govt. of our State in a partner in library movement along with library workers and users.

In all there activities we are guided by a philosophy that libraries are very powerful instruments for mass education. The main objective of the Left Front's education policy is to take the education to the grass-root level, to the down-trodden people, who have been denied of education all these years. Here, we think, public libraries can play a vital role. Public Libraries should not act merely as recreational centres, but also act as information centres for the common people. Public libraries should also play a vital role in eradication of illiteracy among the masses. Public Libraries have vital role to play in the upliftment of consciousness among the people. Many of our people are victims of obscurantism and superstition, then they are sometimes swayed by derogatory ideas, such as, communalism, Parochialism, religious and linguistic fanaticism etc. again many of them are influenced by decadent culture. Public libraries by providing good reading materials, as well as, by organising lectures seminars exhibitions etc should fight out all these ideas and try to make people socially conscious and culturally uplifted.

We are not satisfied with what we have done in our state. Our public library system i e cess or tax free. We have made the public library service free for children upto the age of 14. We have to achieve the free public library service for other people. We have to make our public library service much more integrated. Finally, the quality of service is to be improved so that poor and down-trodden people can be drawn to the library service. We want your guidance and advise on all these matter.

Finally, I like to raise one more point, particularly when the leadership of the Indian library movement are present here. Our State and also other States of India have very limited resources. The Central

Govt. is collecting huge resources from the states, but the states have been deprived of their rightful share How the development programmes can be undertaken without proper resources ? We want strong centre no doubt, but strong centre can not survive without strong states. Naturally the resources of the centre must be shared among different states so that they can undertake developmental programmes. Let us take the case of library development. I do not know whether anything tangible has been done for development of public libraries by the Central Government. We do not get any assistance from the Central Govt. for library development. So how far we can go with our limited resources ? I would request you to give some thought to this burning problem of Indian people.

Once again I welcome our friends from other states to this state which has a glorious tradition of struggle for people's cause. I express my sincerest thanks to the organisers of this seminar, namely, the Bengal Library Association, the Indian Association of Special Libraries and Information Centres, the West Bengal Public Library Employees Association, the National Library Employees Association and the Department of Library & Information Science, Jadavpur University. I hope your seminar will be a grand success. With these words I inaugurate the seminar.

Warm greetings and thanks to all of you

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দকে তাঁহাদের বাৎসরিক চাঁদা (১৯৮৪-৮৫) সত্বর পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মনে রাখবেন আপনাদের চাঁদাতেই মূলতঃ পরিষদের কার্যক্রম নির্বাহ হয়, তাই পরিষদ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

কর্মসচিব

LIBRARY MOVMENT IN INDIA AND THE INDIAN LIBRARY ASSOCIATION

Prabir Roychaudhury

I. Birth of Library Movement and the Indian Library Association

The Indian Library Association was established in 1933 in this city (Calcutta) to organise and to give leadership to the library movement at the national level. The time chosen was no doubt very opportune. The then imperialist power which was ruling our country gave birth to an education system which suited their imperial designs. But at the same time this situation generated national aspirations and ambitions. A section of the newly educated people initiated educational movement in the 19th century. As a corollary, along with the libraries attached to institutions for higher learning, public libraries also came into existence during this period with the objective of spreading education and culture. During the 20th century this public library movement got impetus from national liberation movement of our country. During this period a good number of libraries were established under the initiative of the people. Prior to the establishment of the Indian Library Association, a few Library Association had already been established in some of the constituent provinces of the then India with the aims of organising the Library movement at the provincial level. It was at this state that the pioneers of library movement in India realised the necessity for establishing a national forum of library movrment. On the occasion of the Golden Jubilee of the Indian Library Association we express our deepest regards to these pioneers of library movement in India for their far-sighted action.

As the country was under foreign domination, we could not have expected much from the Indian Library Association during its first fourteen years of existence (i.e. 1933-1947), though this period witnessed some laudable achievements in the field of library science under the leadership of Dr. S R Ranganathan, the doyen of library movement in India Now when we are celebrating the Golden Jubilee of the Indian Library Association in 1983 84, we have already acquired experiences of 36 years of living as citizens of a free nation It is therefore befitting for us to try to make an evaluation of the library movement in India vis-a-vis the role of the Indian Library Association of the occasion of its Golden Jubilee when it has already lived as a national professional body for about four decades in a free country.

In order to evaluate the prevailing state of affairs against an objective background and design the future course of action with proper perspective, it will be better if we make a review of the library situation in India at first and then discuss the objectives of the Indian Library Association vis-a-vis the role played by it and

finally settle on a work programme for carrying on the library movement in our country towards its cherished goal.

2 Library situation in India

It is true in India we have a fairly large number of libraries of different types. But we are far from our goal of having a network of integrated library services for our people. Even a brief general review of the situation of what we have achieved after 36 years of independence will make the position ample clear :

a) There is no library and information policy of the state. That the right to knowledge and information is a birth right has not yet been assured. Library is a show piece in our society, not a social necessity. Free public library service for the people of the country is yet a dream.

b) The Central Govt. as well as most of the state govts. spends little amount for education, out of which a very meagre amount is spent for library services. (Exception being the West Bengal Govt., where at present nearly 18% of the state budget is being spent for education, out of which more than Rs. 5 crores is being spent annually for public library services—for maintenance of 2416 govt. controlled and sponsored libraries).

c) The Govt of India instead of implementing the recommendations of the Advisory Committee for Libraries, which was appointed by it in 1957, has sharked its responsibilities for public library development by creating the Raja Rammohan Roy Library Foundation, which is again just a registered body, crippled both financially and organisationally.

d) The Govt. of India has launched a national adult education programme in isolation from the public library service. No programme for adult education can be successful unless it is properly linked with a free integrated public library system.

e) The development of public libraries in India is in a state of shambles Only five states of India (Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, Maharashtra and West Bengal) have introduced public library services through library acts, though there may be some limitations in these acts and the programmes thereunder. Other states in India have no public library service in true sense. No public library act exists in any such state to provide a sound legal base for rendering of such services adequately and in an uninterrupted manner without being impaired by any change in Govt. and administration.

f) The position of school library service is also bleak. Most of the high schools in our country, scattered in rural and urban areas, where majority of our poor students go for education have no school library service.

g) The library services in colleges and polytechnics are in extremely distressing conditions. Erratic, inadequate and irregular assistance, both from the UGC and the state govt., for purchase of reading materials, and inadequacy of space and staff are responsible for this state of affairs. Recommendation of the University Education Commission (Radhakrishnan Commission) and the Education Commission (Kothari Commission) have not been implemented with regard to college and university libraries.

h) Though at present many universities and organisations are conducting library science education in our country, near chaotic conditions exist in this field also and there is no clear perspective about manpower development programme and the minimum requirements for starting such courses are least cared for.

i) No norms exitst for library service. Requirement for staff, space, finances, etc. are determined arbitrarily according to the whims of the local authorities.

j) The role of the National Library, Calcutta as an apex library for the national library system has not yet been recognised.

(k) Pay & status of library staff are not in commensurate with the responsibilities they discharge.

3. Objectives of the Indian Library Association and the role played by it.

The Indian Library Association which was established in 1933 is a general forum of library movement, which is responsible for looking after the interests of libraries, library staff and library users, It was very much reasonsable to expect that the Indian Library Association will engage itself to the following aspects of library movement in our country.

a) developing awareness among the people about libraries and library services ;

b) organising a movement for establishment of integrated library services for the people and bringing different cross-sections of the people within the fold of this movement ;

c) impressing upon the policy makers, planners, administrators, political and social leaders, educationists etc. about the necessity oflibrary services for the people ;

d) planning for national library development and placing such plans for considerations of the planners and policy makers ;

e) publishing books, periodicals, reports etc. regarding library science and library services ;

f) organising programmes for research, studies, surveys, refreshers courses etc. and acting as national accreditional centre for library and information science education in the country ;

g) assisting libraries and library personnel in all matters relatee to library management ;

h) fighting for the causes of library workers in matters related to pey, status and service conditions ;

i) developing fraternal relations with other organisations connected with or interested in educational and library activities and then integrating the library movement with educational movement ;

j) bringing all sections of library workers and persons interested in library services within the organisational umbrella of the Indian Library Association.

If we make an assessment of the performance of the Indian Library Association on abovementioned aspects we are constrained to state that the performance is far below the expectation. It is true that no organisation can react to all such aspects from the very beginning. It takes sometime for newly born organisation to initiate actions on such. But surely we can expect that within the fifty years of its growth it will at least overcome its craddle-stage and show some youthful exuberance even if it connot show signs of aged-

maturity. Here we cannot but admit that the Indian Library Association has not been successful. It has failed to grow either as a mass organisation or as a professional organisation. It has failed to organise library movement at the national level. Lack of positive activities has told upon the organisation in a negative way. It has now turned into a very feeble organisation having little or no impact upon makers, planners, administrators and library workers. There are signs to indicate that the orgasination has become a victim of personality clashes in various ways. It has before it no clear perspective about the programme of library movement and also about organisational tasks. No one person or group of persons can, of course be blamed for this situation. It is we, the members as well as the leadership whom we elect, are collectively responsible for this state of affairs. It is high time that we make a critical evaluation of our performances and try to evolve a programme of action to break this impasse in Indian Library movement.

4 Programme of action

It is, therefore, essential to develope programmes of action, centering which all library workers and persons interested in library services in India may be united. A few such suggestions are offered below for consideration :

4.1 Charter of Demand for movement

A nation-wide library movement be organised basing on the following charter of demands :

a) Declaration of library and information policy by the Govt. of India, assuring library and information services for the people.

b) Allocation of 10% of the budget for education and 2.5% of the education budget for library services in the budgets of the Central as well as State Govts.

c) Regular financial assistance from the Central Govt. to all state govts. for improvement and expansion of library service in different states.

d) Introduction of a public library act in each and every state of India and in Union Territories, ensuring free public services for the people through a network of integrated library system.

e) Introduction of school library service in each and every high and higher secondary schools of the country.

f) Regular grants basing on some norms to college and university libraries both from the UGC and the State Govts. for purchase of reading materials and for maintenance of library services and implementation of different recommendations of the Education Commission (Kothari Commission).

g) Integration of national adult-education programme within public library system of each state.

h) Expansion of the National Library, Calcutta as national library of the country in true sense and recognition of its status in the national library system.

i) Introduction of revised UGC pay scales for college and university library staff.

j) Proper pay and status for staff of different categories of libraries.

k) Strengthening of the Raja Rammohan Roy Library Foundation financially

and re-constitution of its management with larger representations from persons actively connected with library movement.

l) Reduction of postal-charges loan of documents.

m) Creation of separate ministry in the Central and State govts. which will look after library service, adult-education, non-formal education, etc.

12 Movemental tasks :

Following tasks may be undertaken to organise this movement :

a) Publication of leaflets, pamphlets, posters etc. to popularise these demands.

b) Convention at the state level, involving all persons and associations connected with library and educational movements, basing on these demands.

c) Observation of demands week throughout India by

i) Wearing badges, displaying demands.

ii) Postering explaining demands

iii) Organising meetings, in support of these demands.

iv) Submission of memoranda through mass deputation, one addressed to the state govt. and another addressed to central govt. through the Governor of the State.

d) National mass deputation to the parliament and submission of the charter of demand.

13 ILA's Special tasks

To develop nation-wide library movement the Indian Library Association should also undertake following special tasks :

a) Determination of norms for library services in relation to :

i) Minimum essential services to be rendered by each category of libraries :

ii) Norms regarding financial assistance, staff requirements, space requirements etc. for different categories of libraries.

b) Review of programmes for library & information science education in India and suggest essential conditions for management of such courses.

c) Publication of study reports, with recommendations, on following aspects :

i) Public libraries in India

ii) School libraries in India

iii) College & University libraries in India

iv) National Library, Calcutta

v) Present position of bibliographical control in India

vi) Raja Rammohan Roy Library Foundation

vii) Pay & status problems of library staff in India.

d) Publication of Indian Library Directory, which is long over-due.

14.4 Organisational tasks

To organise the library movement at the national level, following organisational tasks should be undertaken :

a) Streamlining the activities of the ILA Centre.

b) Drive for enrolment of membership.

c) Developing a co-ordination committee of all associations connected with the library movement in the country.

d) Review of the constitution of the ILA with a view to develop it as a true federation of all associations connected with the library movement in India.

e) Regular publication of ILA Journal and publication of a news bulletin.

f) Developing fraternal relations with different mass organisations of the country.

Annual subscription Rs. 24 00
Single Issue Rs. 2 00

Licensed to post without per-payament
LICENCE No. WB CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB CC—145
Regd. NO RN/2674/47

Volume 34 : No. 3-4

July-August 1984

GRANTHAGAR

(*The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal*)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P 134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone 29 8466

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014 Phone 27-1030

Editor : Sudhendubbusan Bandyopadhyay

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৫-৬ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯১

॥ সূচী ॥

	পৃঃ
সম্পাদকীয় :	১০৫
৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তাব সমূহ	১০৭
Satyabrata Sen & Bimal Banerjee : Library professional in library movement	১১০
ভবানী কুমার ঘোষ পাঠক শ্রেণীকে শিক্ষা ও তার পর্যালোচনা	১১৫
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার কার্যধারা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ	১১৯
শোক সংবাদ : অজয় কুমার রায়	১২২
বিমল কান্তি সেন অজয়কে আর কনফারেন্সে পাবো না	১২৩
ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রের প্রতিবেদন	১২৫
শোক সংবাদ : বিমলেন্দু মজুমদার	১৩৫
৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি	১৩৬
প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার সম্পর্কে গ্রন্থাগার মন্ত্রীর বিবৃতি	১৩৮
গ্রন্থাগার সংবাদ	১৪০

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৬৫" মলাট	— ৫০০	— ৫০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	— ৫৫০	— ৭৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৭৫	— ৩০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ৩০০	— ৪০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১৫০	— ২৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি, এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি, এম

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে

যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি, ১০৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২৯-৭৪১৬

ভুল না হলে ছবিটি "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" এই নামে হবে।

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

বাণী বসু (সম্পাঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,১০০ গ্রন্থ ও ৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১।

মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]

স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩১-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—.৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি, ১০৪ সি আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৫-৬ ৪-৫ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৯১

সম্পাদকীয়

অবিলম্বে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে নির্বাচন করতে হবে

১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনার জন্য নিয়মাবলী প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা এনে একটা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ধরণও বিভিন্ন রকম।

পরিচালনাগত দিক থেকে বিচার করতে গেলে গ্রন্থাগারগুলিকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১. সম্পূর্ণভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত সংস্থা যার আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের।

২. সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের আর্থিক দায়িত্ব প্রধানত সরকারের। বাকী অর্থ গ্রামে পাঠকদের কাছ থেকে।

৩. সম্পূর্ণ বেসরকারী গ্রন্থাগার যার আর্থিক কোন দায় দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন না, মাঝে মাঝে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির পরিচালক মন্ডলীর গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশকিছু গ্রন্থাগারের গণতান্ত্রিক সংবিধান নেই। আবার কারো সংবিধান আছে কিন্তু রেজেষ্ট্রিকৃত নয়। কারো কারো সংবিধান সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনানুসারে রেজেষ্ট্রিকৃত। আবার কিছু গ্রন্থাগার সরকারের ট্রাস্ট এ্যান্ড এনডাউমেন্ট আক্ট দ্বারা পরিচালিত। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা যথেষ্ট কম নয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বেশ কিছু গ্রন্থাগার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। কোন গ্রন্থাগার আবার মূল একটি সংস্থার অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বর্তমানে রাজ্যে ২৪১৮টি সরকার পরিচালিত ও স্পনসর্ড শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থাগারের মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ হলো বামফ্রন্ট সরকারের আমলে স্পনসর্ড প্রথার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার, আর একটি ভাগ হলো এর পূর্ববর্তীকালে স্পনসর্ড প্রথার আওতাভুক্ত গ্রন্থাগার সমূহ।

এখন প্রশ্ন হলো যে, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনতে গেলে তার পরিচালকমন্ডলী গঠনের মধ্যে সমতা থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে

সরকার ১৯৮১ সালে ৬৭৯ Edn (SE) নং আদেশ নামার ভিত্তিতে একটি পরিচালনার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। আশ্চর্যের বিষয় কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ নিয়মাবলী জেলাস্তর থেকে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এখনো পর্যন্ত বিতরিত হলো না। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ থেকে দীর্ঘ আলোচনার পর ঐ নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছিল।

সরকার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের ২৩ নং ধারার ১নং উপধারার ক্ষমতাবলে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা, ১৯৮১ এর নোটিফিকেশন করেন। উক্ত পরিচালনা আইনে গ্রন্থাগারের সদস্যরা যাতে গণতান্ত্রিক উপায়ে গ্রন্থাগারের পরিচালক মন্ডলী গঠন করতে পারেন তার ব্যবস্থা রয়েছে। ঐ নিয়মাবলীতে কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও ভূমিকা, কমিটির কার্যকালের মেয়াদ, সভাপতি ও কর্মসচিবের ক্ষমতা ও ভূমিকা, সভা আহ্বান, বার্ষিক রিপোর্ট, নির্বাচন, গ্রন্থাগারের তহবিল, টাকা পয়সার লেনদেন, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিষয়সমূহ বিবৃত হয়েছে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সরকারী ভাবে এই নিয়মাবলী গ্রন্থাগারগুলিতে না পাঠানো হলেও গ্রন্থাগার পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলি তা জেনেছে এবং বহু গ্রন্থাগার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই মোতাবেক নির্বাচন ও করে ফেলেছে।

পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে ৬৭৯ নং নোটিফিকেশন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আদেশনামাটির নম্বর ২৯১—Edn (SE) তং ২১-৪-৮৪। উক্ত আদেশনামাটিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম পরিবর্তন হলো নির্বাচন সংক্রান্ত পদ্ধতি মূল নোটিফিকেশন থেকে পৃথক করা হয়েছে। এই নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত আদেশনামাও পৃথকভাবে গ্রন্থাগারে দেওয়ার জন্য জেলাস্তরে পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো জেলা গ্রন্থাগারের কমিটি ও শহর / গ্রামীণ / প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারের পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যার তারতম্য। জেলা গ্রন্থাগারের কমিটিতে জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে সদস্য সম্পাদক এবং জেলা গ্রন্থাগার অফিসারকে সভাপতি করা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠানিক সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সদস্য নেওয়া হয়েছে, নেওয়া হয়েছে জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি। গ্রামীণ ও শহর গ্রন্থাগারের কমিটির গঠনের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

অন্যান্য নিয়মাবলী যথাসম্ভব সরল ও কার্যকরী করার দিকে নজর রেখে রচনা করা হয়েছে।

সংশোধিত নিয়মাবলী এবং নির্বাচন করার পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রতি গ্রন্থাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক এল এল এ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও নিয়েছেন।

আমাদের প্রধান দাবী হলো অবিলম্বে সমস্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে নির্বাচন করতে হবে। কোন রকম টালবাহানা করা চলবে না।

নির্বাচনগুলি সম্পন্ন করতে গেলে কয়েকটি স্তরে কাজগুলি করা দরকার। প্রথম স্তর হলো গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে তাঁর সদস্যদের নির্বাচন সম্পর্কে অবহিত করার সঙ্গে সঙ্গে এল এল এ ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা। দ্বিতীয়স্তরে গ্রন্থাগারে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা।

লক্ষ্য করা গেছে বহু গ্রন্থাগারে সাধারণ মানুষ সদস্য হচ্ছেন এবং হওয়ার জন্য আবেদন করছেন। বহু গ্রন্থাগার সদস্যভুক্তির বিষয়ে অনাগ্রহী। এর উদ্দেশ্য অপরিষ্কার নয়। কিন্তু গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে তাদের নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে অধিকতর আগ্রহী। তাঁরা

চান না সরকারের তত্ত্বাবধান। আইনের শাসন তাদের কাছে বড় ব্যাপার নয়। এই মনোভাব সমর্থন যোগ্য নয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হলো বেশী সংখ্যক মানুষকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসা। সুতরাং গোষ্ঠি স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থের প্রাধান্য সব সময়েই থাকা উচিৎ।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা তুচ্ছ নয়। সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে গ্রন্থাগার-গুলির কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মাবলীর মূল বক্তব্য পরিষ্কারভাবে তোলানো প্রয়োজন। যাতে বেশী সংখ্যক পাঠক গ্রন্থাগারের সদস্যভুক্ত হন তার জন্য সব গ্রন্থাগারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তাই স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলির কাছে, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা সহ সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে আবেদন যে যত শীঘ্র সম্ভব গ্রন্থাগারগুলিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন সংগঠিত করুন।

৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ

১ আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা সম্পর্কে

পুরুলিয়া শহরে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর এই সম্মেলন মনে করে যে, রাজ্যে অবিলম্বে নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন আছে। মানোন্নয়নের জন্য এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে অবিলম্বে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মসূচী গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। সমগ্র ভারতবর্ষে বর্তমান অর্থনৈতিক অসঙ্গতি তথা সংকটের যুগে এক গ্রন্থাগারের সম্পদ যাতে অন্য গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং পাঠকগণ যাতে যথাযথ ভাবে পাঠকের সেই সম্পদ ব্যবহার করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে জেলা ও রাজ্যস্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। জেলাস্তরে জেলাগ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে জেলার সব ধরণের গ্রন্থাগারকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব। গ্রন্থাগারগুলির সম্পদ সমূহের পারস্পরিক আদান প্রদান, যৌথ তালিকা প্রনয়ণ, যৌথভাবে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি ক্রয় এবং সেগুলির বর্গীকরণ ও সূচীকরণের কর্মসূচী, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রন্থাদির বাঁধাই, সংরক্ষণ ও প্রতিলিপি প্রস্তুত, এক গ্রন্থাগারের সদস্যপদের দ্বারা অন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রভৃতি এই কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। অনুরূপ সেবা, তথ্য সরবরাহের কর্মসূচী ও গ্রন্থাদির সংবাদহার কর্মসূচী নির্ধারণের ও রূপায়ণের দায়িত্ব জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারকে গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপ ভাবে সমগ্র রাজ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতাকে সার্থক করে তোলার জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মসূচী নূতন ভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা ক্রয় তালিকা গ্রন্থপঞ্জী সহ অন্যান্য গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি

সংরক্ষণ, বাঁধাই ও প্রতিলিপি প্রস্তুত করণ, অনুদান সেবা ও তথ্য পরিবেশন, গ্রন্থ লেনদেন প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার বিস্তারিত কর্মসূচীর নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে রাজ্যস্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং জেলাস্তরে জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার কর্মী বাহিনী ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।

রাজ্য ও জেলা স্তরে এই কর্মসূচী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা, শহর ও অঞ্চল ভিত্তিতে গ্রন্থাগার-গুলিকে বা অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।

২ বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২.১ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সম্পর্কে

ক) জেলা স্তরের গ্রন্থাগারগুলির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবিলম্বে প্রতিটি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদ ও দপ্তর সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

খ) পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পঃ বঃ গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন।

গ) সমস্ত শ্রেণীর সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের পরিদর্শণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ঘ) অবিলম্বে সরকার পোষিত গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালনার জন্য সংশোধিত নিয়মাবলী চালু করা এবং উক্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রন্থাগার-গুলির নির্বাচন অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন।

ঙ) সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য অবিলম্বে সার্ভিস রুলস চালু করা আবশ্যক।

চ) স্নাতক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতন সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন।

ছ) সদ্যঘোষিত অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা-গুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা এবং সেগুলি চালু করা প্রয়োজন।

জ) গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে বেতন দানের কর্মসূচী গ্রহণ।

২.২ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে

ক) যে সব উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয় নি সে সব বিদ্যালয়ে অবিলম্বে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদসৃষ্টির ক্ষেত্রে ৭৫০ ছাত্রসংখ্যার বাধার অপসারণ করতে হবে।

খ) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

গ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য নিয়মিত বাৎসরিক অনুদান প্রদান, গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ঘরের সংস্থান, প্রতিটি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ ও রূপায়ণ।

ঘ) সরকারী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে যে কেডর বৈষম্য রয়েছে তার অবসান।

ঙ) গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন।

চ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে বিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে সদস্যপদ দান।

২৩ কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে

ক) অবিলম্বে সংশোধিত ইউ জি. সি বেতন-ক্রমের প্রবর্তন।

খ) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও স্টাটুটের সংশোধন করে অবিলম্বে গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক ও সহগ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল মর্যাদা দিয়ে টিচার্স কাউন্সিলে সদস্যপদ দান এবং উপ ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের সিনেট ও কলেজ পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনে ভোটাধিকার দান।

গ) কলেজ গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষকদের সমতুল অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

ঘ) পূর্বতন ইউ জি সি বেতন ক্রমের বিশ্লেষনের কাজ অবিলম্বে সমাপ্ত করা।

ঙ) কলেজ গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে ইউ জি সি ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা, আসবাবপত্রক্রয় ও বাঁধাই ইত্যাদির জন্য নিয়মিত অনুদান প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচী অবিলম্বে রূপায়ণ করা।

চ) পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে যে স্টাফ প্যাটার্ন চালু করা হয়েছে তা কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত হয়নি এবং সরকারী কলেজে কোন স্টাফ প্যাটার্ন নেই। এমতাবস্থায় সমস্ত ধরণের কলেজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে স্টাফ প্যাটার্ন তৈরী ও চালু করা প্রয়োজন।

ছ) কলেজ গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য টিচার ইনচার্জ প্রথা অবলোপ করে গ্রন্থাগারিককে আহ্বায়ক করে ছয় শিক্ষকের প্রতিনিধি নিয়ে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করতে হবে।

জ) Library Assistantদের নিয়োগের যোগ্যতা Certificate in Library Sc. করতে হবে।

ঝ) Library Attendantকে Skilled Worker হিসাবে ঘোষণা করা ও তাদের বেতনক্রম সংশোধন করা।

২৪. বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব

৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করেছে এবং এই প্রস্তাব সমূহের বাস্তব রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

ক) এই সম্মেলন মনে করে যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দের আর্থিক অনুদান গ্রন্থাগারগুলোর ক্ষেত্রে অপ্রতুল ও অনিয়মিত। গ্রন্থাগারের নূতন নূতন সম্পদ সংগ্রহ ও সেবার মান বজায় রাখার জন্য আর্থিক অনুদান আরও বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

খ) এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রতিটি বিভাগে / সেকশনে সুপারভাইজরী স্টাফের অভাবহেতু যথাযথ সেবার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ও সেবার পরিধি বিবেচনা করে গ্রন্থাগারের ৩য় স্তরের (এ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরীয়ান ৭০০,—১৬০০) বেতনক্রমে বুদ্ধিজীবী কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হোক।

গ) পরিশেষে সম্মেলন এও মনে করে যে, গ্রন্থাগারের সমস্ত বুদ্ধিজীবী এবং সহায়ক কর্মীদের

কাজের বিভাজন (Job Allocation) হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

৩ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে

৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন গভীর পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করছে যে স্বাধীনতা পর বিগত ৩৭ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এক উদাসীন ও উপেক্ষার মনোভাব অবলম্বন করেছেন। এই অবস্থার অবসান কল্পে এই সম্মেলন দাবী করছে যে কেন্দ্রীয় বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে এবং উক্ত শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে এবং শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকা থেকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে।

৪ বিশ্বশান্তি সম্পর্কিত

৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সম্মেলন মনে করে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে শুধু সমগ্র মানবের জীবন হানি ঘটবে তা নয়, পার্থিব সম্পদ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও চিরতরে লুপ্ত হবে। তাই এই সম্মেলন গ্রন্থাগার কর্মী ও ব্যবহারকারীদের কাছে বিশ্বযুদ্ধ রোধে সর্ব ব্যাপক শান্তি আন্দোলনে অংশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রতিবেদক—গৌতম গোস্বামী

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা চক্রে পঠিত প্রবন্ধ—

Library Professional in Library Movement

By

Satyabrata Sen, Librarian, District Library, Rahara, West Bengal

in collaboration with

Bimal Banerjee, National Library, Calcutta, West Bengal.

In our opinion, library movement has got two distinct parts : (1) movement for institution for libraries of different categories in different sectors of the society and their general development and (2) movement for improvement of Library professionals in respect of their economic conditions and social status without which, true service to the people, even by developed libraries cannot be ensured.

Dr. Ranganathan, as we look at him, was very careful about both way movement and whatever be his followers, he took up the issues of Public Libraries supported by Act with the Planning Commission and the issues of Academic Libraries with the U G.C. : His contributions for institution of Special Libraries and their development are also remarkable.

As a result, though not in an expected scale, a library society in India has grown. Here we find not only the non-professional initiators of the library movement, who are voluntary workers vis-avis social well-

wishers, but also the professionals and professional academician, newly grown as a result of development of libraries in the society. And now, it cannot be denied that the Libray movement, however feeble it may be, flows on and on under mixed leadership of voluntary workers, initiators or organisers and professionals.

But who, on examination of the different types of social movements, can agree that help and enthusiasm of volunteers, initiators, organisers or creators of any movement may be everlasting. As these are not everlasting or permanent feature, a great responsibility has fallen on the shoulders of the library professionals to continue the movement not only as professionals but also as initiators' organisers, creators or as social workers. If the movement stops at any point, the process of their earning their bread will be stopped. Insecurity of service' low pay packets as well as lower status will be the net results. Insecurity of service low pay packets or lower status of the Library professionals will eat up the quality of Imagination, initiative, sympathy for the clientele, of a profession. The fate of expansion and improvement of libraries and library services will find itself in an uncertain, condition.

This is known to all. In spite of it, people of library movement in general, cannot be found to organise unitedly the movement in both ways with equal stress. Here we find all hesitant because of the following reasons :

(a) On whom the leadership will rest on Professional Academicians or, practising Librarians, or on simple well wishers of Library movement, sincere or insincere ?

(b) What will be the nature of movement– trade union type or simple learned type movement ?

(c) Sector wise Library movement or as a whole ?

As a result, when we examine the last 19 All India Library Conferences from 1953 to 1983, we find almost all types of subjects discussed by them in their seminars and only 4 out of 37 topics were related to the improvement of condition of service as well as pay status of Library professionals. It is more unfortunate when we find that the information regarding pay and status in different states of India has yet to be stored in one place as a follow up programme for discussion on national wage policy for personnel of libraries and information sector in India, as decided at Bhubaneswar in 1975.

We have examined many papers, as many as possible, submitted for discussion in different All India Library Seminars & conferences but we find no convincing & comprehensive outlook in respect of conditions of library professionals.

But why ? Is it due to want of quality people or assembly of careerists who remain silent or modulate movement because of their drawbacks or for fulfilment of personal ambition.

Whatever be the real situation, we find a few trade union type organisations of Library professionals and other categories of library workers, semi-professionals & non-professionals, came into the field of

Library movement. Other than State Library Associations, we may mention (1) Govt, of India Library Association, 1933 (2) National Library Employees Assn, 1948, (3) West Bengal Library Employees Association, 1964, (4) All India College & University Librarians Association, (5) West Bengal College Librarians Association, (6) Mysore Library Workers Association etc. More, exclusive library Employees Assns, are found in many states of India. One of these Associations, Mysore Library Workers Assn demonstrated with clothed mouth before 24th All India Library Conference held at Bangalore in 1978 to draw the attention of ILA regarding their ill fate created by the then Karnataka Govt. Appearance of IASLIC in 1955 as all India platform all on a sudden is also something to be taken into consideration in this respect.

We are not holding any brief on behalf of these trade union type Assns but like to impress that due to absence of bothway comprehensive library movement in India, split among the library professionals has grown because of many sound or unsound grounds. It is not a scene to be considered as desirable.

Undesirable conditions, therefore, occurred in different states of India :

Tamil Nadu—It is in Tamil Nadu, we find that there are 4 grades of Public Libraries, A, B, C, D. These gradation depends on number of volumes in stock and annual lending :

Grade A-20,000 stock 25,000 Annual lending
Grade B-8,000 ,, 12,000 ,, ,,
Grade C-5,000 ,, 7,500 ,, ,,
Grade D-less then 5,000 less than 7,500 ,,

Quite naturally, Librarians are here also of 4 grades with 4 kinds of pay scales and staffing patern. A Govt. order there bearing no. 1408 dt. 25. 7. 1980 shows that there is only one Grade A Library except the State Central Library, having one grade I Librarian, 2 grade II librarians and 3 grade III Librarians supported by 5 non-professional staff.

Gradation or payscales provision to librarians on book strength has already been abolished in West Bengal as the e was continuous hammering, though the anomalies in the cases of Librarians of departmental Libraries of the State Govt.' Govt. School Libraries and Public Libraries are yet to be reconsidered.

U. G. C. was also not quick in deciding the status of a college Librarian at par with that of a college teacher. If decided, State Govts are always hesitant or do not hesitate to follow the path of dilatary tactics in implementation of the U. G. C. pay scales.

Librarians of public libraries of different categories or status in Indian states are also not getting the status & payscales commensuroate with their qualifications and responsibilities. Librarian of Connemara Public Library which is the apex Public Library of the state placed in the payscale of a lecturer of a college there i e. Rs. 750-50-1350/-.

Karnataka Pay Commission, 1976 had observed that there was no uniformity in designation, prescribed qualifications and scale of pay of the library professionals though they were common to many depart-

ments. Its outlook of rationalisation was to designate the persons having SSLC pass qualification alongwith a training in Librarianship of three months duration as Library Assistant to be placed in the pay scale of Rs. 300-700/-. The general graduate with postgraduate degree in Library Science was to be designated as Librarian grade II and placed in the scale of pay Rs. 460-1000/- and State Librarian was to be placed in the pay scale of Rs. 1000 - Rs. 1825/-.

In U.P it appears that there is no wise treatment as to the designations and scales of pay of the Library professionals.

In case of Delhi, you will be astonished to know that only four items viz. classification of publication, cataloguing of books, compilation of Bulletin for source material and preparation of detailed subject bibliographies are the only professional duties as per S I U.

In this way, if we go on to describe the position of the Library professionals in all the states of India, we shall find that somewhere professionals are equated with professionals of Administration or ministerial staff or with educational personnel which means no parity even with any other white colour sectors of the country i.e. no national wage policy for the professionals in India.

In this Golden Jubilee Celebration of ILA, Calcutta, expression of our critical stand of library movement in India whether it was under the leadership of ILA or any other state library association is actually aimed to mention certain new steps to be taken by ILA as well as State Library Associations and Associations of Trade Union type in the field of Library services as well as by well wishers of Library development, as mentioned below :

Step I

ILA leadership should meet afew representatives of all the Trade Union type Associations so far formed in different parts of India as well as the State Library Associations at a business like weeklong seminar for (a) ascertaining the actual positions of Library professionals, (b) formulating a course of co-ordinated action to ventilate the justification of national wage structure for library professionals of the country and also to draw a longdrawn programme of movement to reach the goal.

Step II

All India Library conferences as well as State Library Conferences should allot 50% time of the conferences for discussion on matters related to professionals' improvement.

Step III

To initiate a movement to impress upon the Govt. of India to allot atleast 5%. of the national budget provision for (a) development of public libraries in different states (0.25%) and (b) Academic & Govt. Departmental & Special Libraries (.25%). And for the purpose of development of Public Libraries, Raja Rammohan Roy Library Foundation should be reorganised in the pattern of UGC so that it may encourage public library development in all possible ways including imprmovement of pay and status of Library professionals, increase library personnel, and improvement of library buildings etc.

Step IV

An all India journal should be regularly published in every month for exchange of views and quick communication among the professionals throughout the country having a branch state editing committee at state library associations' head quarter.

Step V

ILA Should take initiative for introduction of an uniform syllabus (at least a few papers) to make the trainees rich in imagination, initiative and professionally conscious that this profession is not inferior to any other profession & system of Library Science Education throughout the country to make the B. Lib. Sc. education a graduate level education of two years & not for graduate level education of one year.

Step VI

ILA constitution should be revised to be a federated type of organisation of movement accommodating all the state Library Association, and trade union type associations of the library workers as its council members along with others.

Council meeting should and be business like being attended by the representatives of all the Associations which not only be successful by the physical participation but also by considerable financial participation. good amount of contributions will be utilised for meeting the cost of conveyance of all the participants.

Now, we like to be permitted to conclude saying that no movement is supposed to be stagnant, may be sometime in doldrum which may be off as soon as the people of the movement got in touch with each other with sincerity broadness and tolerance—in other terms, the pro-people sympathetic outlook. Let us say a few words further that we are also not rigid in our suggesions as we are aware that change may be there through exchange of thoughts and experiences in a seminar or conferences.

Let us hope for better & bright future to be achieved through united struggle in no time.

পাঠক শ্রেণীকে শিক্ষা ও অন্য পর্যালোচনা

ভবানী কুমার ঘোষ
ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলিকাতা

আমরা সকলেই গ্রন্থাগারের উন্নতির কথা আলোচনা করি। গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য কোথা থেকে অনুদান পাওয়া যাবে এই নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক করে থাকি। কিন্তু যাদের জন্য এই প্রচেষ্টা সেই পাঠকশ্রেণীকে আমরা কিন্তু ভুলতে বসেছি। গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি যে অনুপাতে বাড়ছে সেই তুলনায় কি আমরা পাঠকশ্রেণীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়ে থাকি? আমার মতে সেই প্রচেষ্টা খুবই কম দেখা যায়। এখনও আশ্চর্য হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে অনভিজ্ঞতা দেখে। এর একমাত্র কারণ আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবহার-কারীদের সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক মহলের ঔদাসীনতা। আজকের শিক্ষিত সমাজে প্রকৃত পাঠকের সংখ্যা ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। সাধারণতঃ পাশ করার তাগিদে দেখা যায় গ্রন্থাগারে ছাত্র ছাত্রীর ভীড় কিন্তু পাশ করার পর গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলতে বসে। এরজন্য দায়ী গ্রন্থাগারিকের দল। বই পড়ার অভ্যাস, বই ব্যবহার করার প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। বহুক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে পুস্তক নির্বাচন করবে, কোন জায়গায় তার প্রয়োজনীয় বই পাবে, রেফারেন্স বই কিভাবে ব্যবহার করবে ইত্যাদি নানান ছোটখাট ব্যাপারে তাদের অনভিজ্ঞতা চোখে পড়ে। সুতরাং গ্রন্থাগার গড়ার সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্তব্য পাঠকশ্রেণীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান করা। গ্রন্থাগার ঠিকমত ব্যবহৃত হলে গ্রন্থাগারের সুনাম যেমন বাড়ে—পাঠকশ্রেণীর কাছেও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়।

আমাদের দেশে পাঠকশ্রেণীর জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন শিক্ষণ পদ্ধতির কাঠামো তৈরী হয়নি। অবশ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীমহল এই বিষয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে ইংলণ্ডের শেফিল্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠকের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতির কাঠামো তৈরী করার একটি গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে গবেষকের দল ব্যবহারকারীদের প্রকৃত পাঠক তৈরী করার জন্য নানারকম পদ্ধতির উপর গবেষণা করে চলেছেন। আমাদের দেশেও যদি এমন একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় সেখানে আমরা পাঠকশ্রেণীর গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানারকম প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে গবেষণার কাজ চালাতে পারি।

এখন আমাদের প্রশ্ন—পাঠকশ্রেণীর শিক্ষণ পদ্ধতির জন্য কি কোন কেন্দ্র গঠন করার দরকার আছে?

উত্তর প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে গ্রন্থাগারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রকৃত পাঠক তৈরী করতে হবে। প্রকৃত পাঠকের অভাবে বহু মূল্যবান গ্রন্থাগার অবহেলিত। সুতরাং পাঠক তৈরী করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিককে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে—পাঠকের প্রয়োজনে বই, বইয়ের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার—বই ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারিকের। পাঠকের চাহিদা যেমন মেটাতে

হবে সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করানোর পদ্ধতিগুলি শেখাতে হবে।

৩. পাঠকশ্রেণীর অভিপ্রায় বিচার করা

গ্রন্থাগারে উপস্থিত পাঠকশ্রেণীর অভিপ্রায় সম্বন্ধে সকল সময় সজাগ থাকতে হয়। কারণ তাদের অভিপ্রায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চাহিদা বোঝা যায়। তাদের চাহিদা নিরূপণ করার জন্য নানাপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কৌশল প্রয়োগের নানান রীতিনীতি আছে বটে কিন্তু সুষ্ঠু পাঠকসেবার জন্য কোনও জাতীয় নিয়ম গড়ে ওঠেনি। তার ফলে নানান ভুলত্রুটির মধ্যে গ্রন্থাগার পরিসেবার কাজ চলছে। পাঠককে বুঝতে হবে, পাঠকের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা পাঠকশ্রেণীকে যদি গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষণ দিতে পারি পাঠকশ্রেণীও নিজস্ব ভূমিকা সম্বন্ধে দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। গ্রন্থাগারে বইয়ের প্রতি যত্ন যেমন থাকা দরকার পাঠকদের জন্য হতোধিক যত্নবান হওয়া দরকার। গ্রন্থাগারকে ভালোবাসতে পারলে প্রকৃত ও রুচিসম্পন্ন পাঠক তৈরীকরা সহজ সাধ্য হবে। গত কয়েক বছর ধরে পাঠক শ্রেণীর মূল্যায়ন করার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা সার্বিক ভাবে গড়ে তোলা দরকার।

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারিককে পাঠকশ্রেণীর উপর নজর যেমন রিতে হবে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনুসন্ধানের কাজের সাহায্য করতে হবে। সাধারণত দুটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

১ গ্রন্থাগারকে পাঠক শ্রেণীর শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে হিসাবে গড়ে তোলা।

২ গ্রন্থাগারে রক্ষিত তথ্য সামগ্রী সম্বন্ধে পাঠক-শ্রেণীকে অবহিত করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারিকের দল ছাত্র-ছাত্রী, শিল্প—বিজ্ঞানী, সাধারণ মানুষ, গবেষক, ব্যবসায়ী সকলের জন্য শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে পারে। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এই শ্রেণীর পাঠককে যথোচিত সাহায্য করা। গ্রন্থাগারে যে বিশাল জ্ঞান সামগ্রী রয়েছে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইপত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করা দরকার। সুতরাং গ্রন্থাগার যেমনই হউক না কেন তাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরাই গ্রন্থাগারিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

আজকের দিনে বহু পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে সেই অনুপাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভিজ্ঞ পাঠক শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশই কমছে। পাঠকশ্রেণীকে নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা একান্ত দরকার। এখনও বহু পাঠক গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে না। এমন কি রেফারেন্স বিষয়ক বই যেমন গ্রন্থপঞ্জী, কোষগ্রন্থ, অভিধান ইত্যাদি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কোন জায়গায় কি ধরনের বই থাকে সে বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই।

প্রাথমিক নির্দেশ

গ্রন্থাগারে সভ্যপদ নেবার পর প্রতি গ্রন্থাগারে একজন কর্মী থাকা দরকার যিনি নতুন সভ্যকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে পরিচিত করে দেবেন। গ্রন্থাগারের নিয়ম-কানুন, বই ব্যবহার করার প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। বিভিন্ন বিভাগ থেকে যে সকল সাহায্য পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করলে স্বভাবতই পাঠকশ্রেণী সেই গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অধিক আস্থা পোষণ করতে পারেন। গ্রন্থাগার পাঠক শ্রেণীর সাহায্যের আবাস-স্থল এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। সভ্যপদ গ্রহণ করার আগে বহু পাঠকের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা থাকে—আমার মনে হয় প্রথম থেকেই সেই ধারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার। অতএব—

(১) গ্রন্থাগারে পাঠকশ্রেণীর জন্য সেবামূলক কি কি বিভাগ আছে জানাতে হবে।

(২) গ্রন্থাগারের নিয়ম-কানুন বই ব্যবহার করার নীতি-কৌশল, বই দেয়া-নেয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। প্রতি নতুন সভ্যের জন্য উপরোক্ত প্রাথমিক নির্দেশ অনুসরণ করলে গ্রন্থাগারের প্রতি পাঠকশ্রেণীর ভালোবাসা জন্মায়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর রাখা প্রয়োজন –

(ক) অভিপ্রায়ঃ পাঠকের অভিপ্রায় জেনে তাকে সাহায্য করার দরকার।

(খ) সক্রিয়তাঃ পাঠকের বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ দেখে গ্রন্থাগারিক নানান পরামর্শ দিতে পারেন। তার ফলে পাঠকশ্রেণীর গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহ স্বভাবতই জাগে।

(গ) বোঝাপড়াঃ গ্রন্থাগার ব্যবহারের শিক্ষা-পদ্ধতি আরো ভালো হয় যদি পাঠকশ্রেণী তার চাহিদা বুঝতে বা বোঝাতে পারেন।

(ঘ) আদান প্রদানঃ গ্রন্থাগারে আসা পাঠক শ্রেণী যখন গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সেবা পায় তখন পাঠকের সহানুভূতি স্বভাবতঃই গ্রন্থাগারিকদের প্রেরণা যোগায়। পাঠক শ্রেণীর চাহিদা এবং গ্রন্থাগারিকদের পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে আদান প্রদানের কাঠামো সুন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের শিক্ষণ পদ্ধতি অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও গ্রন্থাগারিকদের সাহায্য করতে পারেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম এমন হওয়া উচিত যে পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর না করে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের দিকে নজর দিতে পারে। এই ভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের যদি প্রাথমিক অবস্থা থেকে গ্রন্থাগারের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তীকালে এই সকল পাঠকেরা যথেষ্ট উৎসাহী হতে পারে।

এমনকি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে পাঠক শ্রেণীর শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। শিক্ষালাভের পর নতুন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর নতুন কাজের জায়গায় এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।

ব্রিটিশ লাইব্রেরীর অবদান ঃ

লণ্ডনে অবস্থিত ব্রিটিশ লাইব্রেরীর রিসার্চ ও ডেভেলাপমেণ্ট বিভাগ Travelling Workshop Experience (TWE) নামে জীববিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ক দুইটি সংবাদ মোড়ক (Information Package) প্রকাশ করেছেন – আসল উদ্দেশ্য এই বিষয়ের পাঠক শ্রেণীকে গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করা। কিভাবে এই বিষয়ের বই পছন্দ করতে হয়। কোথায় বইয়ের তালিকা পাওয়া যায়, রেফারেন্স বই কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। গ্রন্থপঞ্জী কিভাবে তৈরী হয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৩০ মিনিটের একটি Programme তৈরী করেছেন। ৮০টি Slide'র মাধ্যমে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক প্রতি শ্রেণীর পাঠককে শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হয়েছে। সংবাদ মোড়কটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রতিটি বৃহৎ গ্রন্থাগার পাঠক শ্রেণীর স্বার্থে এমন Information Package তৈরী করতে পারেন। প্রাথমিক খরচ বেশী হলেও পাঠক শ্রেণীর স্বার্থে এর প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। এই সংবাদ মোড়কটি দুই ভাগে বিভক্ত—

ক) ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিভাগ।

খ) শিক্ষকদের জন্য বিভাগ।

ছাত্রদের জন্য ৬০ পাতার তৈরী জীববিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ের সংবাদ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে। শিক্ষকদের বিভাগে বলা হয়েছে কিভাবে তারা ছাত্র ছাত্রীদের ঐ বিষয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে পারেন।

শিক্ষা পদ্ধতির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাবা দরকার—

১ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ

গ্রন্থাগারে পাঠক এলে তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যোগাযোগ রাখা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব। গ্রন্থাগারিক এ বিষয়ে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ যত বেশী রাখবেন তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তত সহজে তুলে ধরতে পারবেন।

২ গ্রন্থাগার নির্দেশ সূচী

গ্রন্থাগারে কোথায় কোন বিষয়ের বই আছে এমন শিরোনাম গ্রন্থাগারের প্রবেশের মুখে রাখলে ভালো হয় যাতে পাঠক গ্রন্থাগারে পা দিয়ে মোটামুটি ধারণা করতে পারেন তার প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় আছে।

৩ গ্রন্থাগার কর্মীর মনোভাব

গ্রন্থাগার কর্মীর লক্ষ্য সকল সময় পাঠকের উপর থাকা দরকার। আন্তরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিসেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। কখনও পাঠককে অবহেলা করা উচিত নয়। পাঠকের গ্রন্থাগারের প্রতি ভালোবাসা কর্মীদের সুব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

গ্রন্থাগারে রক্ষিত সমস্ত তথ্য পাঠক শ্রেণী ঠিকমত ব্যবহার করার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার—

ক) পাঠকেরা তাদের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের সকল বিভাগ ব্যবহার করার—

খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বিষয়ের উপর পড়াশুনা করছে সেই বিষয়ের তথ্যগুলি পাঠক শ্রেণীর কাছে তুলে ধরার—

গ) গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি পাঠক শ্রেণীর সহযোগিতার কাঠামো তৈরী করার—

ঘ) তথ্য ব্যবহার করার কৌশলগুলি সম্বন্ধে পাঠক শ্রেণীকে ওয়াকিবহাল করার—

ঙ) নিজের তথ্য নিজেরাই খুঁজে বার করার পদ্ধতিগুলি পাঠকশ্রেণীকে বোঝানোর—

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেবার জন্য গ্রন্থাগারিক একটি খসড়া তৈরী করতে পারেন। যেমন—

১) গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছক।

২) কোথায় এবং কি ভাবে বইয়ের হদিস মিলবে তার একটি চিত্র।

৩) কার্ডালগ ব্যবহার করার নিয়ম সম্বলিত একটি ছক।

৪) পাঠকশ্রেণীর জন্য গ্রন্থাগারে কি কি সুবিধা দেওয়া হয় তার একটি ছক।

৫) গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মাবলী।

৬) প্রতিটি তাকের সামনে কোন বিষয়ের বই আছে তার একটি তালিকা।

৭) রেফারেন্স বিভাগের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটি ছক।

৮) গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সুবিধা যেমন ফিল্ম দেখানো, বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, আলোচনা চক্র ইত্যাদি বিষয়ের তালিকা।

৯) পাঠকশ্রেণীর মতামত গ্রহণ করার জন্য একটি পুস্তিকা।

১০) পাঠকশ্রেণীর পুস্তক নির্বাচনের দায়িত্ব সম্বন্ধে একটি নিয়মাবলী।

গ্রন্থাগারে উপস্থিত পাঠকশ্রেণীর জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সাধারণ নিয়মগুলি যদি তুলে ধরা যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। সুস্থ ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গঠনের সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগার ব্যবহারের শিক্ষা প্রণালী পাঠকের স্বার্থে তাকার সময় এসেছে—এখনই গ্রন্থাগারিক মহলের দায়িত্ব পাঠক তৈরী করার॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার কর্মধারা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ

১ ভূমিকা

বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখাগুলির কর্মভার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ জেলাতেই পরিষদের জেলাশাখাগুলির কার্যধারা আরো উন্নত করার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সুপারিশ থাকা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে জেলা শাখাগুলির কার্যাবলী পরিচালনার নিয়মাবলী সম্পর্কেও কিছু ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে পুস্তিকাটি জেলা শাখাগুলির কাছে পাঠানো হচ্ছে।

২ জেলাস্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য-জেলা স্তরে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার মূল দায়িত্ব জেলাশাখাতে গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত বিষয়ে জেলাশাখাকে তৎপর থাকতে হবে তা হল—

ক) জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকের (এল. এল. এ.) কাজে সহযোগিতা করা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে উক্ত সংস্থা যাতে তৎপর থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

খ) জেলা গ্রন্থাগারগুলির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা।

গ) গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা অনুধাবন করে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করা। ডেপুটেশন দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গোচরে আনা।

ঘ) গ্রন্থাগারগুলিকে জনমুখী করে তোলার জন্য বিভিন্ন আলোচনা চক্র, বক্তৃতা, সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে গ্রন্থাগার আন্দোলনে টেনে আনা।

ঙ) জনসাধারণকে গ্রন্থমুখী করে তোলার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ প্রদর্শনী, গ্রন্থমেলা, আলোচনা করা।

চ) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, পদমর্যাদা, চাকুরীর সময়াবলী ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া এবং কেন্দ্রীয়নেতৃত্বের গোচরে আনা।

ছ) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানের সঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যধারাকে সংযুক্ত করার কর্মসূচী নেওয়া।

জ) স্থানীয় বিভিন্ন গণসংগঠন, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সংযোগ রেখে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ব্যাপক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা।

ঝ) জেলার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নির্দেশিকা বা ডাইরেকটারী প্রণয়ন – জেলার পুরানো গ্রন্থাগারগুলির ইতিহাস প্রণয়ন।

ঞ) ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকাল ধরে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য প্রচার করা।

ট) গ্রন্থাগার কর্মী ও সংগঠকদের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ উৎসাহিত করা।

ঠ) পঃবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও অন্যান্য সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা এবং যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

ড) জেলার গ্রন্থাগারগুলির পাঠ্য সামগ্রীর যৌথ সূচী, (ইউনিয়ন ক্যাটালগ) এবং অন্যান্য সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণে উদ্যোগ নেওয়া।

ঢ) পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিবৎসর তা নবীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ, পরিষদের গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার প্রচার ইত্যাদি।

ণ) জেলার গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং এই সম্পর্কিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করা।

ত) পাঠকদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি পাঠরুচি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

৩ জেলা শাখার কার্য পদ্ধতি

ক) জেলা সম্মেলন থেকেই জেলা শাখার কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচিত হয়। জেলা শাখার কর্মকর্তা সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন। প্রতিষ্ঠানিক সদস্যরা জেলা কমিটি সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন। নির্বাচিত সাধারণ সদস্যের সংখ্যা কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানিক সদস্য সংখ্যার বেশী হবে না। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রেয়িত সদস্য তালিকার ভিত্তিতে। নিম্নলিখিত পদগুলিকে কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য—সভাপতি—১, সহ-সভাপতি—২, সম্পাদক—১, সহ-সম্পাদক—১, কোষাধ্যক্ষ—১, অন্যান্য সদস্যের সংখ্যা—৫।

খ) জেলা শাখার সভা অন্ততঃ দুই মাসে একবার অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তিন মাস অতিক্রম করবে না। জেলা শাখার কার্য বিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। সমস্ত কার্যাবলী পরিষদের সংবিধান ও নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে। কার্য পরিচালনায় কোন অসুবিধা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

গ) স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তাদের (এল. এম. এ) কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌথ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঘ) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ করার পূর্বে জেলা শাখা সভায় আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়। সময়াভাবে অন্ততঃ জেলা শাখার কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

ঙ) জেলা সম্মেলন আহ্বান, জেলা শাখা নির্বাচন, জেলা শাখার কার্যকাল, জেলা শাখা আহ্বান ও পরিচালনার নিয়মাবলী ইত্যাদি প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট ভাবে কলকাতা গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে কলকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত। তাই পরিষদ এবং তার শাখাগুলিকে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে, অন্যথায় সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দেবে। এই সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন না করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সুপারিশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

চ) জেলা শাখার খাতাপত্র ইত্যাদি সুরক্ষিত ভাবে রাখা এবং সম্ভব হলে একটি আংশিক সময়ের কার্যালয় স্থাপন করা।

ছ) জেলা শাখার সম্পাদককে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

জ) পরিষদের সদস্য পদে আবেদনপত্র, গঠনতন্ত্র এবং পরিষদের বিভিন্ন প্রকাশন ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

ক) জেলা শাখা কমিটির আয়ুষ্কাল কেন্দ্রীয় কমিটির মত দুই বৎসর। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত নিয়মাবলী দেখে নেবেন।

৪ আর্থিক প্রশ্ন

ক) পরিষদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে জেলা শাখাগুলির খরচের ভিত্তিতে কিছু অনুদান কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এই অনুদান পর্যাপ্ত নয়। তাই স্থানীয়ভাবে চাঁদা, চাঁদন ইত্যাদির মাধ্যমে দান সংগ্রহ করে পরিষদের জেলা তহবিল গঠন করা প্রয়োজন।

খ) প্রতিটি খরচের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখতে হবে এবং প্রতি বৎসর হিসাব পরীক্ষককে দিয়ে বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

গ) জেলা শাখার অর্থ কোন জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কে বা পোস্টঅফিসে জমা রাখতে হবে। জেলা শাখার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে ব্যাঙ্কের টাকার লেনদেন করতে পারবেন।

ঘ) জেলার বার্ষিক সম্মেলনে পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাবে লিখিতভাবে পেশ করতে হবে এবং এক কপি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

৫ গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য

জেলা শাখার কার্যধারা পরিচালনা কালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সব সময় স্মরণে রাখতে হবে। এই মূল লক্ষ্য হলো—প্রকৃত অর্থে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যার অনাতম উদ্দেশ্য হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র, অবহেলিত অল্পশিক্ষিত ও সদ্য সাক্ষরদের গ্রন্থাগারের আঙিনায় নিয়ে আসা। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুধু সুষ্ঠু পথেই চিত্ত বিনোদনে সাহায্য করবে না, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, অপ-সংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনের বিভিন্ন তথ্য সংবরাহ, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, জনগণের গণ-তান্ত্রিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশ প্রভৃতি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৬ জেলা শাখার নিয়মাবলীর উল্লেখযোগ্য অংশ

ক) সদস্যপদ

পরিষদের যে কোন সদস্য যিনি হয় জেলায় বাস করেন বা চাকুরী করেন তিনি জেলা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন। (ব্যাখ্যা কিন্তু একজন সদস্য মাত্র একটি জেলা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন। সদস্যপদের আবেদন পত্রে যে ঠিকানা দেওয়া আছে সেই ঠিকানার ভিত্তিতে জেলার সদস্যপদ স্থির হবে)।

খ) দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ও জেলা সম্মেলন

জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন কার্যনির্বাহক সমিতির নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠান করতে হবে। দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ছাড়াও বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে হবে। জেলা সম্মেলনের আলোচ্য সূচীতে জেলা কমিটির বার্ষিক বিবরণী, পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব, বার্ষিক বাজেট থাকতে হবে। নির্বাচন বছরে নির্বাচনের সূচীও রাখতে হবে। সম্মেলন ও জেলা কমিটি সভা আহ্বান করবেন জেলা কমিটির সম্পাদক। বার্ষিক সম্মেলনের নোটিশ ১৫ দিন পূর্বে পাঠাতে হবে। জেলা সম্মেলনে পরিষদের জেলার সদস্য ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থাগার সংগঠন ও গ্রন্থাধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

জেলা কমিটির পরিচালনার অন্যান্য নিয়মাবলী পূর্বে পাঠানো হয়েছে। বর্তমান নিয়মাবলী শুধু আপনাদের সুবিধার জন্য পুনরুল্লেখ করা হলো।

অজয় কুমার রায়ঃ
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর অকালে জীবনাবসান

গত ৪ জুলাই, ১৯৮৪ যাদবপুরের সেন্ট্রাল এণ্ড প্লাস সেরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের (সি. এস. আই. আর.) সায়েন্টিফিক এসিস্টেন্ট (লাইব্রেরী) অজয়কুমার রায় কর্মরত অবস্থায় অকস্মাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর। তিনি স্ত্রী এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন। যদিও প্রায় দুই দশকের অধিককাল পূর্বে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগ ধরা পড়েছিল এবং সেজন্য তাঁকে যথেষ্ট সাবধানে কাজকর্ম করতে হত কিন্তু তিনি কাজ কর্ম থেকে কখনো হাত গুটিয়ে নেননি। মৃত্যুর দিন বেশ অসুস্থ অবস্থাতেই লাইব্রেরী কমিটির সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং সভা যখন শেষ হয়ে এসেছে সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিঃ নাগাদ হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

অজয়কুমার রায়ের জন্ম ১৯০২ সালে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে বি এস. সি এবং পরে স্পেশাল বি এ. পাস করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ডিস্টিংশন সহ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় এবং ১৯৫৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এছাড়া তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষা শিক্ষারও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। তিনি দিল্লীর ইনসডক থেকে ডকুমেন্টেশন ও ইনফরমেটিক্স অ্যাসোসিয়েটশিপ পরীক্ষা পাস করেন এবং ইনসডকের একটি রিফ্রেসার্স কোর্সের ওয়ার্কশপে ও যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৫৭-৫৮ সালে কাঁড়গ্রাম রাজ কলেজ এবং পরে বর্ধমান রাজ কলেজে তিনি গ্রন্থাগারিকের পদে যোগদান করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং ১৯৫৯-৬১ সালে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে কাজ করেন। ১৯৬১-৬৬ সাল পর্যন্ত যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের (বর্তমানে ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজী) সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৬-৬৯ সাল পর্যন্ত সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (লাইব্রেরী) পদে উন্নীত হন। মৃত্যুর আগে কিছুকাল পূর্বেই তাঁর চাকুরীতে আর এক ধাপ উন্নতি হয়েছিল।

সমসাময়িক কালে কলকাতার গ্রন্থাগারিক সমাজে উচ্চপদে আসীন বুদ্ধিকুশলী সকল গ্রন্থাগারিক যাঁরা রয়েছেন অজয়কুমার রায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বুদ্ধিকুশলী ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন তাঁর ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন, তেমনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। ১৯৬০ সালে কাকদ্বীপে সংহতন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত তাঁর প্রবন্ধ "পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণের সমস্যা" উচ্চ প্রশংসিত হয়। ১৯৮০ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঠিত তাঁর প্রবন্ধ থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথা জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়ে তাঁকে চিন্তাভাবনা করতে দেখি যদিও তিনি এ সময়ে ইণ্ডিয়ান সেরামিক

সোসাইটির নানারূপ প্রকল্প এবং ভারতের কাচ ও সেরামিক শিল্পের আঞ্চলিক তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইরাসলিকের আজীবন সদস্য ছিলেন। তাছাড়া বিগত প্রায় এক যুগ ধরে তিনি ইরাসলিকের একজন সক্রিয় কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও ঐ সময়ে তিনি ইরাসলিকের কোন না কোন কাজের গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে তিনি ইরাসলিকের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী এবং ১৯৭৯ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এর প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন এছাড়া। ইরাসলিক-এর সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারণী' সংকলনে এবং 'ইরাসলিক বুলেটিনে' তাঁর বহু লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইরাসলিক এবং সি জি সি আর আই-এর কর্মীগণ এবং ঐ সংস্থার কর্মী আবাসিক ব্লকের তরফ থেকে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করা হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উক্ত সংস্থাগুলি গভীর শোক প্রকাশ করেন। ইরাসলিকে শ্রীসুধাংশুকান্ত মাধবদাস কুলকার্ণীর সভাপতিত্বে একটি শোকসভা হয় এবং ইরাসলিক অফিস একদিন বন্ধ রাখা হয়।

অজয়কে কনফারেন্সে আর পাব না

বিমলকান্তি সেন

সদাহাস্যময়, খোশমেজাজী, বন্ধুবৎসল অজয় আমাদের মধ্যে আর নেই। কথাটা মন মেনে নিতে চায় না। এই তো সেদিনের কথা, অজয় দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইরাসলিক কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিল। অলোকা বৌদির সাথে আমার নতুন ফ্ল্যাটে এসেছিল আর খোসমেজাজে আড্ডাও দিয়েছিল বেশ খানিকক্ষণ। এই অজয় আজ আর নেই! কী করে বিশ্বাস করা যায় এ কথা! অবিশ্বাস হলেও আজ এটাই সত্য। নিষ্ঠুরভাবে সত্য।

অজয় যখন INSDOCএ ট্রেনিং নিতে আসে, তখনই ওর সাথে পরিচয়। অজয় ছাত্র, আমি শিক্ষক। এই সম্পর্কটুকু ক্লাসেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্লাসের বাইরে আমরা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলাম। ট্রেনিং চলতে চলতেই অজয় একদিন সপরিবারে আমার বাসায়ও এসেছিল। অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। ওর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলাম।

এখানে পড়ার সময়ই ওর ভয়াবহ হৃদরোগটির কথাও জেনেছিলাম। মধ্যে মধ্যে ব্যথা হত। AIIMSএ দেখাতে যেত। ওষুধ খেত। বলা-চিকিৎসার কথাও ভেবেছিল এবং AIIMSএর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শও করেছিল। বিশেষজ্ঞরা যার দিয়েছিলেন সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। আমেরিকায় গিয়ে অপারেশন করবার খরচাদি সম্পর্কেও খোঁজ খবর করেছিল।

INSDOCএর ট্রেনিং শেষ করার পর ওর সাথে আবার দেখা মাদ্রাজে, ১৯৮০ সালে। সে কী খুশি! বাদল ও অজয় কনফারেন্স শুরু হবার আগেই

ভিক্টোরিয়া ঘুরে এসেছিল। অজয়ও ভিক্টোরিয়াতে নায়কেলও ফাটিয়েছিল। সবারই একসংগে থাওয়া দাওয়া, —কনফারেন্সে যোগদান করা, কারণ তাছাড়া তো উপায় নেই। বৃষ্টিতে কে কোথায় যাবে। ঐ কনফারেন্সই অজয়ের বেশ বড় একটি পেপার ছিল। অজয়ের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই ঘণ্টি বাজালেন চেয়ারম্যান। অজয় বিচিত্র উঠলেন—"আপনি নিজে তো আধঘণ্টার বেশী নিয়েছেন আপনার বক্তব্য রাখার বেলায়। আর আমাকে পাঁচ মিনিটও দিচ্ছেন না।" চেয়ারম্যান চুপ মেরে গেলেন অজয় চালিয়ে গেল তার বক্তব্যের রেলগাড়ী। কনফারেন্সের সেদিন অমরা বৃষ্টি মাথায় করেই বেরিয়ে পড়েছিলাম মাদ্রাজের আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে। প্রথমেই আমরা গেলাম মাউন্ট-লাভিত সেই সমুদ্রবেলায়, যেখানে একজন লাস্যময়ী পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সমুদ্রবেলায় বেশ খানিকক্ষণ কাটাবার পর যখন ফিরছি, তখন অজয়ের হাতে দেখি একটি পলিথিনের থলি। আর তার ভেতরে ছোট ছোট শঙ্খ, প্রবালের টুকরো আর নানা সামুদ্রিক জীবের মনোহারী অংশ। সবই সমুদ্রবেলা থেকে কুড়িয়েছিল অজয়। আমি যখন জুল জুল করে থলিটির দিকে তাকালাম—বিজ্ঞের মত বললো অজয় "এর সংগ্রহ জন্য আগে থাকতেই তৈরী হয়ে আসতে হয়।" সেদিন আমরা মহাবলীপুরম সমেত অনেক জায়গাতেই ঘিরেছিলাম। ফিরতে রাত হয়েছিল। ফিরে শুনলাম, ভালো খাবার দাবারের অর্ডার হয়েছে। অজয় ও বাদল কারও কাছেই কুপন নেই। তিন-দিনের কুপন দিয়ে পাঁচদিন চলবে কী করে! বাদল দোনমোনা করছিল। অজয় হেসেই উড়িয়ে দিল—"এ কদিন দেখে দেখে আমাদের মুখ চিনে গেছে না ওরা। আজ আমাদের কাছে কুপন চাইবেই না।" গট গট করে খাবারখানে ঢুকে গেল অজয়, পেছনে পেছনে বাদল।

এমনি কত কথাই আজ মনে পড়ছে। অনেক কনফারেন্সেই দেখেছি এক ফাঁকে অজয় বেরিয়ে গেছে বাজার করতে। ফিরেছে এক ঝোলা কিনিষ কিনে।

ওয়ালটেয়ার কনফারেন্সে এক ভদ্রলোক আমাদের সংগে গান সম্পর্কে গল্প করছিলেন। যেমন মেঘমল্লার, ভৈরবী - এ সবের কোনটার কী বৈশিষ্ট্য বলছিলেন। ভদ্রলোক গান সম্পর্কে বেশ সমজদার বোঝা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে অজয় এই গম্ভীর আলোচনায় এমন এক এক মন্তব্য করছিল যে হেসে পেটে খিল ধরে যায়।

ঠিকই বলেছে বাদল। অজয়ের জীবন যেন ছিপি সিনেমা 'আনন্দ'এর বাস্তবরূপ। মৃত্যুকে সন্নিকট জেনেও অজয়কে কখনও মনমরা হতে দেখিনি, মুষড়ে পড়তে দেখিনি। সব সময় আনন্দের মধ্য দিয়ে সে দিনাতিপাত করেছে। সবার মাঝে জনাবিল আনন্দ বিতরণ করেছে। মৃত্যুর ঘোরকৃষ্ণ ছায়ার বিন্দুমাত্র প্রতিফলনও সে ঘটতে দেয় নি তার চিরউজ্জ্বল মুখমণ্ডলে। মৃত্যুর দ্বিতীয়িকমা হাতছানিকে এ পৃথিবীর ক'জন অজয়ের মত হালকাভাবে নিতে পেরেছে? সংখ্যায় তারা নিশ্চিতভাবেই মুষ্টিমেয়। তাই তারা সাধারণের মধ্যে থেকেও অসাধারণ।

ইয়াসলিকের যে কনফারেন্সেই যোগ দিয়েছি, দেখেছি অজয় ঠিক আছে। অজয় আর ইয়াসলিক কনফারেন্স যেন একসূত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল।

এবারও হায়দরাবাদে ইয়াসলিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা আসবেন কনফারেন্সে যোগ দিতে। সবকিছুই যথানিয়মে হয়ে যাবে। ব্যতিক্রম হবে শুধু এক জায়গায়। যে মানুষ এতদিন কনফারেন্সকে মুখর করে রাখতো, এবার তার জন্য হবে দু' মিনিটের মৌন সভা। যে মানুষ আমাদের মুখে এতদিন দিয়েছি হাসির জোগান, আমরা তার জন্য করবো অশ্রু বিসর্জন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রের প্রতিবেদন

স্থান : মৌলালী যুব কেন্দ্র। তারিখ ৩০.৫.৮৪

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২০শে মে, ১৯৮৪ সকাল ৯ ঘটিকায় মৌলালী যুব কেন্দ্রের হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইরাসলিক, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। হয়। এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী বি এল ভরদ্বাজ ছিলেন আলোচনাচক্রের পরিচালক। আলোচনাচক্রের বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান সভাপতি শ্রীগিরিজা কুমার, শ্রী পি. এন, কাউলা, শ্রী এস, পাণ্ডিল, শ্রী সুভাষ বিশ্বাস সহ কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের তিন প্রবীণ নেতা শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি আলোচনা চক্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সভায় মোট ২৫২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভার সূচনতে যে সকল গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী এবং গ্রন্থাগার ভাবী ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটেছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভার সূচনতে শ্রীগিরিজা কুমার বলেন যে, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব আজ কলকাতায় পালিত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম কলকাতায়। আমি ধন্যবাদ জানাই—মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরাকে, বিভিন্ন পরিষদকে, বিশেষ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে যাঁরা এই উৎসবের আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই সমস্ত প্রতিনিধিদের যাঁরা এই উৎসবে যোগদান করেছেন। এই রাজ্যে অনেক গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী আছেন। তাছাড়াও গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই রাজ্যের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। পূর্বে যেমন বাংলাদেশ ভারতবর্ষের পথ দেখাতো, তেমনি আজকের আলোচনাচক্রও ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পথ দেখাবে বলে আমি মনে করি। এই সম্মেলন অবশ্যই সকলকে উৎসাহিত করবে। আমি আশা রাখি, এই রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীরা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অভিমত দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা –(আলোচনাচক্রের সংগঠকদের পক্ষে) : সম্মেলনের সংগঠকদের পক্ষ থেকে আমি প্রত্যেককে ঐক অভিনন্দন জানাই। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ইরাসলিক এবং যাদবপুর বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই কলকাতায় ১৯৩৩ সালে স্থাপিত হয়। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের উন্নতি, গ্রন্থাগারের সেবার মানের উন্নয়ন করা, এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নত করা। আমাদের পূর্বসূরীরা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এই সংস্থা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারতের মাত্র পাঁচটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে। এখনও সমস্ত দেশে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা যায় নি। অনেক বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার নেই। আজকের দিনে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একাকী গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থা চালু করতে গেলে অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে এবং বিভিন্ন সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শ্রীমতী ছায়া বেরা - (রাষ্ট্রমন্ত্রী, গ্রন্থাগার ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা) তিনি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তাঁর অভিভাষণ গ্রন্থাগার পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৯১ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

এস. এম. কুলকার্ণী – (ইয়াসলিকের পক্ষে) ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আপনাদের অভিনন্দন জানাতে পারায় খুবই অভিভূত হচ্ছি। আপনারা জানেন চারটি পরিষদ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ মিলিতভাবে এই আলোচনচক্রের আয়োজন করেছেন। এটাও খুব আনন্দের বিষয় যে, এখানে সকল বৃত্তিমূলক সংগঠন এক জায়গায় মিলিত হয়েছেন। আপনারা অবশ্যই জানেন ইয়াসলিক বিশেষ গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়ে কাজ করে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যাত্রা শুরু হয় এই কলকাতা থেকে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে সমস্ত গ্রন্থাগার পরিষদগুলি আজ একই সুরে কথা বলছেন। আমি ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে, গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা ও অন্যান্য সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীফণিভূষণ রায় –(বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে) আমি আমার পক্ষ থেকে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সকলকেই সহযোগিতা করবেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এখনও ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগারমুখী নয়। এই অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন এখনো পর্যন্ত কোন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। এটা সর্বজনবিদিত যে গ্রন্থাগার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন তৈরী করতে হবে। পরিশেষে তিনি গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রীসত্যব্রত সেন—(পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে) এই আলোচনাচক্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সাধারণের গ্রন্থাগার ও কর্মীদের আন্দোলনে পথ নির্দেশ দেবে আশা করি। কর্মীরা দায়িত্ব গ্রহণে ও ভূমিকা পালনে প্রস্তুত। কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিথি ও প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানাই।

শ্রীআশিস মিত্রোগী—(জাতীয় গ্রন্থাগারকর্মী সমিতির পক্ষে) যে কোন দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি অনন্য ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার পালন করতে পারছে কিনা এবং না পারলে কেন পারছেনা তার পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীরা প্রস্তুত। কর্মীদের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী—(যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষে) —গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতিতে কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। ভারতের বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণের নবমূল্যায়ন প্রয়োজন। আশা করি, এই আলোচনাচক্র সেই দিকে পথ নির্দেশ দেবে। উপস্থিত সবাইকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।

শ্রীপ্রদীপ চন্দ্র বসু—আমি বহুদিন ধরে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সাথে যুক্ত আছি। আমি জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি যে, কয়েকটি সংস্থা আজ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করছে। আমি অনুষ্ঠানের এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীঅজিত কুমার মুখার্জী—প্রথমেই আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাকে যখন এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আসতে বলা হলো, তখন আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে যাই। আমার সাথে ইরাসমিক, বি এন. এ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের যোগাযোগ আছে। বর্তমান যুগে তরুণ গ্রন্থাগারিকদের অনেক দায়িত্ব আছে। রাজ্য সরকার অনেক কিছু করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারকেও গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য কিছু করতে হবে। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী বি. এল. ভরদ্বাজ—ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করতে পেরে খুবই আনন্দিত। আমি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে অনেকদিন ধরে জড়িত আছি। এই পরিষদ বিগত ৫০ বৎসর ধরে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করছে। আমি আশা করি, এই আলোচনা সভা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে তা ভবিষ্যতে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পরিশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রী গিরিজা কুমার—আমি আশা করি আজকের এই আলোচনা সভা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে এবং মনে করি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রগতির জন্য এগিয়ে আসবে। সকলেই অবগত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশেষ ভূমিকা আছে। এখন হচ্ছে একটা উপযুক্ত সময় যখন ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই আলোচনাকে ফলপ্রসূ করতে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস নিয়েও

আলোচনা করা দরকার। আজকের এই সভায় অনেক মূল্যবান তথ্য ও প্রস্তাব পরিবেশিত হবে এবং সেই সব তথ্য ও প্রস্তাব গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে সহায়তা করবে এবং আমাদের কি ত্রুটি তা জানা যাবে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে সদস্যদের সঙ্গে দুর্বল যোগাযোগ। জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিবেশন নীতি (National Library and Information policy) নিয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জাতীয় তথ্য পরিবেশন নীতি (National Information policy) সম্পর্কে চিন্তা করছে। এই সম্পর্কে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের ডাইরেক্টরও এই কমিটিতে আছেন। আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবি সংস্থারা পরিসেবা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন না। এই মনোভাব আমাদের ত্যাগ করতে হবে। আমরা আপনাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য আশা করি এবং আপনাদের সাথে সহযোগিতা করতে চাই। আমরা মনে করি পরস্পরের কাজের সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। এখন আমাদের আত্মসমালোচনা করারও প্রয়োজন আছে। আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে এতদিন কি কাজ করেছি। আমাদের দেশে অনেক অবহেলিত অঞ্চল আছে। সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমাদের বিশেষ করে চিন্তা করতে হবে। আমরা আশা রাখি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং অনুরোধ করছি ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁরা যেন নেতৃত্ব দেন। ইউ. জি. সি. মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ব্যাপারেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমি এখানে ঘোষণা করছি যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ সাংগঠনিক ও বৃত্তিমূলক দিকে যে আন্দোলন গড়ে তুলবে তাতে আমরা সহযোগিতা করব। আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদান্তে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আলোচনা চক্র

আলোচনাচক্র পরিচালনা করেন ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ও প্রবীণ গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. এল. ভরদ্বাজ।

প্রারম্ভিক মন্তব্যে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা নিয়ে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। আমরা জানি অসুস্থ হলে যখন আমরা চিকিৎসককে ডাকি তখন তার বিনিময়ে তাকে পারিশ্রমিক দিতে হয়। একই ঘটনা ঘটে হিসাব পরীক্ষক ও আইনজীবিদের ক্ষেত্রে। সমাজে এই সব বৃত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সমাজে যে স্বীকৃতি এখনো পায়নি। এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার ও আন্দোলন করতে হবে। গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান উন্নত করে আমাদের এই বৃত্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আজকে যে দুটি প্রবন্ধ পঠিত হচ্ছে সেই প্রবন্ধ দুটিতে এই সব সমস্যা এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করি আপনাদের প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে এই আলোচনা চক্র সার্থক হয়ে উঠবে।

এর পরে আলোচনা চক্রে নিম্নলিখিত দুটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়:—

১) Library movement in India and Indian Library Association। প্রবন্ধকার শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী ('গ্রন্থাগার' পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৯১ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে)

২) Library Professional in Library Movement। প্রবন্ধকার—শ্রী সত্যব্রত সেন ও শ্রী বিমল ব্যানার্জী। ('গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এই

সংখ্যায় - ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৯১ — মুদ্রিত হয়েছে) এর পর পরিচালক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন :—

শ্রীএস. কে. কাপুর (জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া)—আমাদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তিগত নৈতিকতার মান নির্ধারণ করতে হবে।

শ্রীগৌতম মুখার্জী (গ্রামীন গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা)—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ এবং নিউজ লেটার ছাপাতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে যে গ্রন্থাগার কেবল বইয়ের জন্য নয়।

শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ (ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী)—ভারতের গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রধান বাধা হল শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতার যে অনন্য ভূমিকা আছে তা রূপায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্য, ভাষা, দর্শন, ধর্ম, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে বর্গীকরণ এবং ভারতীয় প্রকাশনার সূচীকরণ, বিষয় শিরোনামা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে যে বুদ্ধিমূলক নেতৃত্ব আমাদের দেওয়া উচিৎ ছিল তা দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এই বিষয়ে চিন্তা করতে আমি আপনাদের অনুরোধ জানাই।

শ্রীআশিস নিয়োগী (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা)—ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে নীতি স্বচ্ছ নয়। বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে অথচ তাদের সুপারিশগুলি কার্যকর হয়নি। এর ফলে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় "দীর্ঘ গ্রন্থাগার" হিসাবে ভূমিকা পালন পরিবর্তে একটি বড়ো সাধারণ গ্রন্থাগারে ভূমিকার পালনের করছে জাতীয় গ্রন্থাগার। আজকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক সংস্থাসমূহকে ভাবতে হবে কিভাবে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার তার ভূমিকা পালন করতে পারে। এই সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করতে হবে। এই বিষয়ে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

শ্রীঅনিলকুমার রায় (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে যে সব বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন তা হল :—

(ক) বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় অল ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী সংকলনের দায়িত্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে নিতে হবে। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে রাজ্য স্তরের ডাইরেক্টরী প্রণয়নের দায়িত্ব দিতে হবে।

খ) আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক করার জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষক সমাজকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুরুত্ব বোঝাতে হবে।

গ) বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক কাজের বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতীয় বিষয় সমূহের জন্য বর্গীকরণ তালিকা প্রণয়ন, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বিষয় শিরোনামা প্রণয়ন, ভারতীয় প্রকাশনার বর্গীকরণের জন্য সূচীকরণ সংহিতা প্রণয়ন, প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। কোথন বর্গীকরণের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

ঘ) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা ও সমীক্ষামূলক কাজে আমাদের মনোনিবেশ করার প্রয়োজন আছে।

শ্রীঅমিত ব্যানার্জী (ইনসডক, কলিকাতা)

আই এল এর পক্ষ থেকে নিয়মিত নিউজলেটার প্রকাশিত হওয়া উচিৎ। প্রতিটি রাজ্যের জন্য আই এল এর একটি সাব-কমিটি বা শাখা থাকা উচিৎ। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কার্যক্রম যাতে প্রসারিত হয় সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীসমীর চক্রবর্তী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার)

নিরক্ষরতা বিরোধী আন্দোলন থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিচ্ছিন্নতা দূর করতে হবে। এই বিষয়ে আই এল এর কোন ভূমিকা বা ভাবনা-চিন্তা নেই। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে জন শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রসারের দিকে একই সঙ্গে নজর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে দিল্লীতে অবস্থিত আডাল্ট এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের কাছে আই এল এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা উচিৎ। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এ আই এল এর প্রতিনিধি থাকা উচিৎ।

শ্রীএম পি কুনাহার (পুনা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, মহারাষ্ট্র)

আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে জড়িত আমাদের প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা এই বৃত্তির জন্য কি করেছি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মান নির্ধারণের কাজে আই এল এর ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা জেনে আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীঅজয় ঘোষ (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট)

ক) ভবিষ্যত গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য যে দাবী সনদ প্রস্তাবিত হয়েছে তাতে প্রথম এবং প্রধান দাবী হওয়া উচিৎ "জ্ঞানার্জনের অধিকার জন্মগত অধিকার"। এই দাবীর স্বীকৃতির জন্য ভারতের সংবিধানের সংশোধন দাবী করতে হবে।

খ) ভারতের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। সুতরাং এই দেশে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার গ্রন্থাগার আন্দোলনের কি ভূমিকা থাকবে তা নির্ধারিত হওয়া উচিৎ।

গ) ভারতের যে পাঁচটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়েছে সে সব রাজ্যের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে আই এল একে নেতৃত্ব দিতে হবে।

ঘ) যে সব রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ আছে তারা যাতে আরো সক্রিয় হয় এবং যে সব রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ নেই সেই সব রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ গড়ে তুলে আই এল একে একটি ফেডারেশনের মত পরিচালিত করতে হবে।

ঙ) সর্বভারতীয় শিক্ষা আন্দোলন এবং এই সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সঙ্গে আই এল এর যোগাযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে হবে।

চ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে আই এল এর প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিৎ।

ছ) জাতীয় শিক্ষা ও গ্রন্থাগার নীতির জন্য আই এল এর সংগ্রাম করা উচিৎ।

শ্রীঅমিতাভ চ্যাটার্জি (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ)

ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণে নানা ধরণের ত্রুটি আছে। উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মান উন্নত করার জন্য আই এল এর একটি মান নির্ধারক সংস্থা হিসাবে কাজ করা উচিৎ।

শ্রীনির্মলেন্দু মুখার্জি (ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন লাইব্রেরি)

একটি বৃত্তি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় তার সেবা, আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা এবং চিন্তাগত উৎকর্ষতা থেকে। এর সঙ্গে অবশ্য তার আত্মবিশ্বাস, সংগঠন ও সংগ্রামী

মনোভাবও থাকতে হবে। শুধু প্রস্তাব নিয়ে চলবেনা, সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্ম জিজ্ঞাসা ও করতে হবে। আমরা আমাদের বৃত্তির জন্য কি করেছি?

শ্রীপি. এন. কাউলা (লক্ষ্ণৌ)

আমরা অনেকেই যখন এই বৃত্তিতে যোগদান করি তখন বৃত্তিকুশলী কর্মীর সংখ্যাও কম ছিল, সংগঠনও ছিল খুব দুর্বল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির বিকাশ ঘটলে ও সংগঠনের বিশেষ বিকাশ ঘটেনি। আই এল এ একটা সময় বেশ সক্রিয় হয়েছিল, কিন্তু এই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে নেতৃত্ব দিতে আই এল এ ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থা কাটাবার জন্য আই এল একে একটি ফেডারেশন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যতদিন না তা সম্ভব হচ্ছে ততদিন বিভিন্ন সমিতিগুলিকে নিয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল অব্ এ্যাকসন গড়ে তুলতে হবে। রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে। 'নিউজ লেটার' নিয়মিত প্রকাশের কর্মসূচী নিতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়াসলিক যে কিছুটা সার্থক হয়েছে তার কারণ এই সব কর্মীদের নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ। আই এল এতে যদি যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলা যায় তাহলে আমরা সার্থক হব। পরস্পর পরস্পরকে হেয় করার মনোভাব আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায় (জাতীয় গ্রন্থাগার)

জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী দূরীকরণে এবং ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জাতীয় গ্রন্থাগারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনা চক্রে অনেক মূল্যবান সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সুপারিশগুলি এখনো বিবেচিত হয়নি।

শ্রীসুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন গ্রন্থাগার)

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল আমরা সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সমীক্ষা ও শিক্ষণের বিশেষ কর্মসূচী নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে তাদের সমস্যাবলী নিয়ে আরো সোচ্চার হতে হবে।

শ্রীশৈলেন ঘটক (প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগার)

দেশের পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী কি ভূমিকা পালন করতে পারে তা আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। আই এল একে একটি সক্রিয়কারের ফেডারেশনের ভূমিকা নিতে হবে। ভারতের সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি সংস্থার সভাকাতলে আনতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী নিতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা এখনো দেওয়া হয়নি। এই সব বিষয় নিয়েও আই এল একে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখার্জী (নিলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরী)

একটি জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষণ কখনোই সার্থক হবে না যদি না ভালো গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে। অথচ এই দিকটা খুবই অবহেলিত হচ্ছে।

আই এল এর কাছে অনুরোধ তারা যেন মেডিকেল লাইব্রেরির ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যত্নবান হন।

শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত (জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর, ২৪ পরগণা)

অনেক সময় অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করা হয়না। আই এল এর অবিলম্বে যে সব কাজের দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ তা হল : ক) রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে সক্রিয় করে তোলা খ) গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা গ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের ভূমিকা ও কার্যধারা পর্যালোচনা করা ঘ) গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা।

শ্রীঅমল দাস (জাতীয় গ্রন্থাগার)

জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ নীতি প্রণয়নে আই এল এ কে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এবং আই এল এর কাজে একসময় জাতীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আজ সেই ভূমিকা অনেকাংশে কম। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে সম্মিলিত ভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যধারার পুনর্মূল্যায়ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য (জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক)

বিভিন্ন রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং তার জন্য 'ন্যাশনাল ক্যাডার' গড়ে তোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আই এল এর তৎপর হওয়া উচিৎ।

শ্রীসাঙ্কলাকুমার নন্দী (জাতীয় গ্রন্থাগার)

বিগত ৫০ বছরে আই এল এ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এই ধরণের সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের কি সার্থকতা আছে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সিংহ (কোলাঘাট টাউন লাইব্রেরী, মেদিনীপুর)

কেন্দ্রীয় সরকার যাতে আই এল এর সুপারিশগুলি কার্যকর করেন তার জন্য আমাদের ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় বিষয় ও প্রকাশনার বর্গীকরণ ও সূচীকরণ বিষয়ে আই এল এ কে উদ্যোগ নিতে হবে।

শ্রীপি কে পাতিল (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ)

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সঙ্গে আমরা জড়িত আছি। আমাদের কাজের মান উন্নত না করতে পারলে আমরা আমাদের সামাজিক স্বীকৃতি পাবনা। শিক্ষা প্রসার এবং জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুঃখের বিষয় এইসব দিকে কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ আমরা নিতে পারেনি। আমাদের এই ব্যর্থতা দূর করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও আই এল এ কে তৎপর হতে হবে।

শ্রীসমীর বসু মল্লিক (জাতীয় গ্রন্থাগার)

সমস্ত বাজেটের দশভাগ শিক্ষা খাতে এবং শিক্ষা বাজেটের শতকরা আড়াই ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করার দাবী অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। এই দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিৎ।

শ্রী এস. এম. কুলকার্নি (এনক্যুপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরি)

অনেক সমালোচনা এখানে হল। কিন্তু আগামী দিনে কি করণীয়? সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার জন্য আমাদের কয়েকটি 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করতে হবে। রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন গণপ্রচার মাধ্যমের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা এবং গ্রন্থাগার

কর্মীদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। সমগ্র ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কোথায় কি ঘটছে এ সম্পর্কে আই এল এ কে সজাগ থাকতে হবে। এই ভাবে কর্মতৎপরতা শুরু হলে আই এল এ সম্পর্কে সদস্যদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীবিমল ব্যানার্জী (জাতীয় গ্রন্থাগার)

আই এল এ কে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ, এবং বিভিন্ন ধরণের বিশেষ গ্রন্থাগার ও কর্মী সংস্থা, যথা, মেডিকেল লাইব্রেরীজ এসোসিয়েশন, এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরীজ এসোসিয়েশন, পাবলিক লাইব্রেরীজ এমপ্লিয়জ আসোসিয়েশনকে এই সংস্থার মধ্যে এনে আই এল এ কে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সর্ব ভারত ব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে।

শ্রীপ্রবীর দে (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

আই এল এর কার্যধারাকে সমালোচনা করার আগে অভিনন্দন জানাই এই জন্য যে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই সংগঠন ৫০ বছর ধরে টিকে আছে তার জন্য। এটা কম গৌরবের কথা নয়। আই এল এর অগ্রগতি আজ স্তিমিত হয়ে আসছে কেন? শৈশব স্তর পার হয়ে তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে না কেন? এর কারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাংগঠনিক ত্রুটি। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে একটি বলিষ্ঠ কর্মসূচী আমাদের নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আই এল এর গঠনতন্ত্র সংশোধন করে একে একটি ফেডারেশনের চরিত্র দিতে হবে। এই ভাবে কর্মসূচী নূতন করে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত হলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুটি বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের করণীয় কাজ। পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া অধিকাংশ রাজ্য সরকার এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীরব ও উদাসীন। এই অবস্থাকে ভাঙতে হবে—আই এল এর নেতৃত্বে শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে। সেই আন্দোলনে টেনে আনতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অপর দিকে আমাদের নিজেদের আত্মসমালোচনা করে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হবে। সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে, এই কাজ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আই এল এর বর্তমান নেতৃত্বের বিরাট ভূমিকা আছে। আশা করি সেই দায়িত্ব তারা পালন করবেন।

শ্রীশিবজীকুমার (সভাপতি, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

আলোচনা দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। আগামী দিনে চলার পথে এই সমালোচনা—আত্মসমালোচনা যথেষ্ট সাহায্য করবে। আলোচনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কথা বলতে চাই :—

ক) গ্রন্থাগার ও জাতীয় তথ্য সরবরাহ নীতি, জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা এই সব বিষয় নিয়ে আই এল এর পক্ষ থেকে জাতীয় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে।

খ) বিভিন্ন রাজ্যে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অভিযান চালাতে হবে। যেহেতু আই এল এর জন্ম এই কলিকাতায় তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে।

গ) লাইব্রেরি ডাইরেক্টরী ও নিউজলেটার প্রকাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদগুলির সঙ্গে একত্রে কাজ করার মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। এইভাবে আই এল এ কে একটি ফেডারেশন হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ঙ) ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে বি এল এর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আগামী দিনেও বি এল এ কে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

আলোচনার জবাবী ভাষণে তিনি বলেন :—

ক) এই আলোচনা চক্রের উদ্দেশ্য নয় আই এল এ এবং আই এল এ নেতৃত্বকে কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করা। ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা যাতে আমরা দূর করতে পারি তাই আমাদের লক্ষ্য। এক তরফা সমালোচনা করে লাভ নেই। আমরা বুদ্ধিজীবীরা কি দায়িত্ব পালন করেছি? যে নিজে দায়িত্ব পালন করে, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার অধিকার তারই জন্মায়।

খ) কোন সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তী যেমন গৌরবের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ জয়ন্তী সুযোগ দেয় পিছনে ফিরে তাকাবার—আত্মসমালোচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ার। আশা করব আই এল এর বর্তমান নেতৃত্ব এই সমালোচনাকে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করে আগামী দিনে শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড় তুলতে নেতৃত্ব দেবেন। এই নেতৃত্ব দুই দিক থেকেই আসা দরকার কর্মসূচী ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।

গ) এই আলোচনা চক্র থেকে কোন পুষ্পক প্রস্তাব আমরা নেবনা। আলোচনা চক্রে আলোচিত দুটি প্রবন্ধ এবং আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন বক্তার অভিমত আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেব।

শ্রী বি. এল. ভরদ্বাজ (আলোচনাচক্রের পরিচালক)

আলোচনচক্রে যে সব বিষয়ে উত্থাপিত হয়েছে তা হল :—

ক) ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা ও করণীয় কাজ।

খ) গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে আই এল এ এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির ভূমিকা ও করণীয় কাজ।

গ) গ্রন্থাগারের পরিসেবা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মান উন্নয়নে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা।

ঘ) সমালোচনা- আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আই এল এর কার্যধারার পর্যালোচনা করা যাতে আগামী দিনে শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

ঙ) ভারতের প্রতিটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, বিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি সাধন, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নতি সাধন, গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আই এল এ কে শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড় তুলতে হবে।

আমি অভিভূত ও আনন্দিত আলোচনা চক্রের উৎসাহ থেকে। সারা জীবন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছি। জীবন সায়াহ্নে এই ভেবে আনন্দিত হচ্ছি যে আগামী দিনে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন এগিয়ে যাবে।

আমাকে এই আলোচনাচক্রে যোগদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি পরিচালকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি; আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আলোচনার অংশগ্রহণকারীদের।

শ্রী এস. কে. কাপুর (সংগঠকদের পক্ষে)

পাঁচটি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত, এই আলোচনাচক্র সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আলোচনচক্রের উদ্বোধক মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা, আলোচনা চক্রের পরিচালক শ্রী বি. এল. ভরদ্বাজ, প্রধান অতিথি শ্রী গিংজা কুমার, গ্রন্থাগার

আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রী অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, অন্য রাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রী পি এন কাউলা, শ্রী পি. কে. পাতিল, শ্রী এম. পি. কুনহান, আলোচনা চক্রে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দ, পঃ বঃ সরকার এবং রাজ্য যুব কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ, আলোচনাচক্রের স্বেচ্ছাসেবক-বৃন্দ সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে যাদের আর্থিক সাহায্যে এই আলোচনা চক্র সার্থক হয়েছে।

আলোচনাচক্রের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'চারুলতা' এই দুটি চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

প্রতিবেদক : গৌতম গোস্বামী

শ্রীবিমলেন্দু মজুমদারের জীবনাবসান

গত ০১ জুলাই ১৯৮৪ শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বৎসর।

শ্রীমজুমদার ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর গ্রন্থাগারিকের পদে কাজ করেন। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এরপর ১৯৫২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি সেকসপীয়র সরণিতে অরবিন্দ ভবনে অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন। অভিজ্ঞ এবং কৃতি গ্রন্থাগারিক হিসেবে শ্রীমজুমদার বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচারের গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একজন কৃতি শিক্ষক হিসেবেও শ্রীমজুমদারের নাম স্মরণীয়। তিনি কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে শিক্ষকতা করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বর্তমানের বহু কৃতি ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক তাঁর ছাত্র ও ছাত্রী। তাঁর পড়ানোর বিষয় ছিল ক্যাটালগিং। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি যে কি রকম চিত্তাকর্ষক এবং কার্যকর ছিল তা যাঁরা তাঁর কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে ক্লাসে পড়েছেন নিশ্চয়ই স্মরণে রেখেছেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন কৃতি ও সফল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 'বোর্ড অব স্টাডিজ' এরও সদস্য ছিলেন। বেশ কিছু কাল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সেও পড়ান।

শ্রী বিমলেন্দু মজুমদারের জীবনের আর একটি দিক হল সক্রিয় ভাবে তিনি দীর্ঘকাল যাবত গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন।

১৯৬০-৬১ সালে তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

তিনি দুই পুত্র, স্ত্রী এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধব রেখে গেছেন।

প্রথম বিজ্ঞপ্তি

চত্বারিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য আহ্বান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৪০তম অধিবেশন ১৯৮৫ সালের মে মাসে কুচবিহার জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের স্থান ও সময় সম্পর্কে কার্যনির্বাহক সমিতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যথাসময়ে ঘোষিত হবে। সম্মেলনে আলোচনার জন্য নির্বাচিত নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

১ গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি

বিষয় পরিচিতি : যে সব জীবিকার (occupation) পিছনে তত্ত্বগত জ্ঞান ও কর্মকুশলতা থাকে সেগুলি সমাজে বৃত্তি (profession) হিসাবে স্বীকৃতি পায়। চিকিৎসা, আইন ইত্যাদি বৃত্তির মতো গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতির অধিকারী। মর্যাদা ও সুবিধাদি প্রদানের বিনিময়ে সমাজ বিভিন্ন বৃত্তির কাছে যোগ্যতা ও দায়িত্বসম্পন্ন নৈতিক আচরণের প্রত্যাশা করে। সেজন্য প্রতিটি বৃত্তির একটি নৈতিক আচরণবিধি (Ethical Code) থাকে। অন্যান্য অনেক বৃত্তির আচরণবিধি বিভিন্ন দেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। উন্নত কোনো কোনো দেশে গ্রন্থাগার বৃত্তিরও নৈতিক আচরণবিধি প্রবর্তিত হয়েছে। এদেশে জাতীয় স্তরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আচরণবিধি প্রবর্তনের বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। রাজ্যস্তরেও আলোচনার জন্য বিষয়টি নির্বাচিত হয়েছে। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে :

১১ গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব : পাঠক সদস্যদের প্রতি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের প্রতি—নিজের যোগ্যতার পরিবর্ধনের প্রতি — সহকর্মী ও বৃত্তির অন্তর্গত অন্যান্যদের প্রতি—গ্রন্থাগারের যাবতীয় সম্পদের প্রতি—গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রতি—কার্যনির্বাহে নিরপেক্ষতা ও আর্থিক চরিত্রের প্রতি—গ্রন্থাগার বৃত্তির বিকাশের প্রতি—গ্রন্থাগার শিক্ষণের উন্নয়নের প্রতি—ইত্যাদি।

১২ নৈতিক আচরণবিধি রূপায়ণের সুবিধা ও অসুবিধা ;

১৩ আচরণবিধি রূপায়ণে বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা।

২ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিসেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা

বিষয় পরিচিতি : যে কোনও ঘটনার বা কাজের পরিমাণগত পরিমাপ করতে হলে পরিসংখ্যান একান্ত প্রয়োজন। পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতা নির্ভর করে তার দীর্ঘদিনের সংগ্রহের উপর। এই পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষণ করে আমরা যে কোন ঘটনার বা কাজের গুণগত বিশ্লেষণও করতে পারি। তার ফলে সেই বিশ্লেষণ থেকে আমরা তৎকালীন কোনও সম্ভাব্য ত্রুটিকে অপসারিত করতে পারি। আবার কোনও উন্নততর অবস্থাকে সম্ভব করার উপায়ের হদীসও পেতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আইন পাঁচ বছর ধরে চালু রয়েছে। সরকারের বরাদ্দ করা প্রচুর অর্থ দীর্ঘদিন ধরে ব্যয় করা হয়ে চলেছে। অথচ আমরা

কতদূর পর্যন্ত সার্থক ভাবে, এই অর্থ বায় করে, কাজে লাগিয়ে চলেছি তার পরিমাণগত হিসাব করার জন্য যে পরিসংখ্যান পাওয়া প্রয়োজন তা এখনও পর্যন্ত মোটামুটি নেই বলা চলে। কাজেই এই পরিমাপের জন্য আমাদের নীচের বিষয়গুলি উপযুক্ত পরিসংখ্যানের সহযোগে জানা প্রয়োজন।—

২১ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ সম্পর্কে

২১১ গ্রন্থাগারে কি কি বিষয়ের বই কতগুলি করে আছে, সম্ভব হলে ডিউই বর্গীকরণের দশ ভাগ হিসাবে।

২১২ গত পাঁচ বছরের প্রত্যেক বছরে কি কি বিষয়ের বই কতগুলি করে কেনা হয়েছে এবং তার জন্য কত টাকা করে বছরে ব্যয় হয়েছে।

২১৩ মূল্য লেনদেনের বাইরে গ্রন্থাগারে কোনও অনুসন্ধিৎসুর কাছ থেকে কোনও গ্রন্থ দান বিনা মূল্যে পেলে তা কি কি ধরণের।

২২ সংগৃহীত গ্রন্থের ব্যবহার সম্পর্কে

২২১ কি কি বিষয়ের বই কতগুলি করে ব্যবহারকারীদের বছরে দেওয়া হয়েছে।

২২২ গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে কি কি বিষয়ের বই পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

২৩ ব্যবহারকারী সম্পর্কে

২৩১ গ্রন্থ ব্যবহারকারীদের কতজন পুরুষ। সম্ভব হলে কিশোর, যুবক, মধ্যবয়সী এবং বৃদ্ধ হিসাবে।

২৩২ গ্রন্থ ব্যবহারকারীদের কতজন মহিলা। একইভাবে পেলে ভাল হয়।

২৩৩ গ্রন্থাগারের সেবার এলাকাকে মোটামুটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ এই চার ভাগে ভাগ করলে ব্যবহারকারীদের বাসের এলাকাগত পরিসংখ্যান।

২৩৪ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর কতজন কোন পেশার—ছাত্র, শিক্ষক, কৃষিজীবি, শিল্পশ্রমিক, অফিস কর্মী, অন্যান্য।

২৪ গ্রন্থাগারের সেবার এলাকা সম্পর্কে

২৪১ এলাকার আয়তন কত

২৪২ জনসংখ্যা কত এবং কতজন কোন পেশার (গত আদমসুমারী মতে) লিখিত ও নিরক্ষরের সংখ্যা কত।

২৪৩ এলাকায় কোনও শিল্প থাকিলে কতগুলি কি ধরণের

২৪৪ কতগুলি শিক্ষায়তন আছে এবং কোন কোন শ্রেণীর—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অন্য কোনও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

উপরের যে কোন এক বা একাধিক অংশকে গ্রহণ করে উপযুক্ত বাস্তব পরিসংখ্যান সহযোগে প্রবন্ধ লিখতে পারেন। প্রবন্ধ নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে সব গ্রন্থাগার কর্মী প্রবন্ধ লিখবেন না তাঁরাও নিজ নিজ গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান যতদিনের সম্ভব তাই নিয়ে আসুন এই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অনুরোধ।

প্রবন্ধ উপস্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রতি

১ আলোচ্য প্রবন্ধ ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

২ গতানুগতিক সাধারণ আলোচনার পরিবর্তে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী তথ্যভিত্তিক অভিমত অর্থাৎ ভাষার পরিষ্কার বক্তব্য হওয়া একান্তই প্রয়োজন।

৩ ফুলস্ক্যাপ কাগজের একদিকে টাইপ করে অথবা সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখিত হওয়া অবশ্যই কাম্য।

৪ প্রবন্ধ গ্রহণ, বর্জন কিংবা পরিমার্জনের পূর্ণ অধিকার সম্পাদকমণ্ডলীর থাকবে।

৫ আগামী ৩০শে মার্চ ১৯৮৫ তারিখের মধ্যে প্রবন্ধ পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার সম্পর্কে রাজ্যের গ্রন্থাগার ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রীর বিবৃতি

বেশ কিছুদিন যাবৎ মৌলালির মোড়ে প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগারের দেয়ালে 'বামফ্রন্ট সরকারের অন্যায় আচরণ জনসাধারণ জানুন' এই শিরোনামে কিছু মিথ্যা অভিযোগ টাঙানো আছে বলে গ্রন্থাগার বিভাগে খবর এসেছে। পাঠগৃহটির সুনাম নষ্ট হোক সরকার তা চান না বলে তাদের এই অন্যায় আচরণ সংশোধনের সুযোগ দেবার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ভিত্তিহীন অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভাবমূর্তিকে মসীলিপ্ত করার অপচেষ্টা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে জন্য প্রকৃত সত্য জনগণের অবগতির জন্য বিবৃত করা হলো।

প্রথমতঃ অভিযোগে বলা হয়েছে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই পাঠগৃহকে অনুদান দেওয়া হয় নি। অভিযোগটি অসত্য। ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯ সালে গ্রন্থাগার বিভাগ ১৮,০০০ টাকা স্থায়ী অনুদান এই গ্রন্থাগারকে দিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক কেনার এককালীন অনুদান বন্ধ করার অভিযোগটিও ভিত্তিহীন। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে এই গ্রন্থাগার কোন কোন বছর অনাবর্তক অনুদান সরকার থেকে পেত? বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসারপর ৩০.১২.৭৭ তারিখে এই গ্রন্থাগার সংকোচের কাছে অনাবর্তক অনুদানকে আবর্তক অনুদানে পরিবর্তিত করার আবেদন জানান। এই আবেদন-ক্রমেই আবর্তক অনুদান দেওয়া শুরু হয়। পর পর দু বছর অনুদান দেবার পর দেখা যায় এই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ অনুদান দেবার প্রাথমিক শর্ত যথানিয়মে অডিট রিপোর্ট পেশ করার কাজটি বার বার বলা সত্ত্বেও অবহেলা করছেন। অডিট রিপোর্ট ছাড়া সরকার কোন প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিতে পারে না। এছাড়াও ২.২.৮০ তারিখে ওই গ্রন্থাগারের তিনজন কর্মীকে সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার অভিযোগ গ্রন্থাগার বিভাগে আছে। এই কর্মীদের মধ্যে দুজন মহিলা। এই কর্মীরা জানান যে তাদের বরখাস্ত করার কারণ হল এই দুজন মহিলা কর্মীর উপর উক্ত পাঠাগারের সম্পাদকের যৌনজবরদস্তি অশালীন ব্যবহারের প্রতিবাদ। সেই সময় বিষয়টি বিধানসভাতেও উত্থাপিত হয়। বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগের আপাতগ্রাহ্য সত্যতা আছে বলে মনে হয়। এ ছাড়াও কর্মচ্যুতির বিষয়টি শ্রম আদালতে যায়। সরকার এই ঘটনার জবাব চাইলে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জানান তাদের কর্মচারীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে। শ্রম আদালতে ফয়সালা না হওয়া অবধি সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান দেবার আইনগত অসুবিধা দেখা যায়। শ্রম আদালতের প্রথম মীমাংসিত রায় বেরোয় গত ১৬.৪.৮০ তারিখে এবং দ্বিতীয়টি বেরোয় ২০.২.৮৪ তারিখে। তৃতীয়টি সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগ এখনও কিছু জানে না। এই রায়ের খবর গ্রন্থাগার বিভাগে আসে গত ৩০.৪.৮৪ তারিখে। সুতরাং এই পাঠগৃহকে অনুদান বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের অবহেলার কোন কারণ ঘটেনি, এই প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং সরকারী শর্তাবলী উপেক্ষাই অনুদান বন্ধের জন্য দায়ী। তৃতীয় অভিযোগে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরিত এই প্রতিষ্ঠানের আবেদন পত্র নষ্ট করা হয়েছে।

এই অভিযোগও অবশ্য। গত ১৮ ১০. ৭৭ তারিখে কমফ্রুণ্ট সরকার এই গ্রন্থাগারের জন্য ২৫ হাজার টাকা অনুদানের এক সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান। এই অনুদান এসে পায় ৬. ৩. ৭৯ তারিখে। এর পর ২৭ ৩. ৭৯তে আরও একটি সুপারিশ বামফ্রুণ্ট সরকার পাঠান ২০ হাজার টাকা অনুদানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে।

গত ৬ বছরে রাজ্যে নতুন ১৪০০ গ্রন্থাগার তৈরী করা হয়েছে এবং ১৯৭৯ লাইব্রেরী আক্ট-এর মাধ্যমে অনুদানের পরিমাণ দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বাড়ানো হয়েছে গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের কাজে নিয়োজিত করার জন্য। কোন গ্রন্থাগারকে বিনা কারণে অনুদান বন্ধ করা সরকারের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩ই মার্চ বুধবার বিকাল ৪ টায় মৌলালী যুবকেন্দ্রে ছাত্র সংযোগ উপসমিতির পরিচালনায় ছাত্র পুনর্মিলন উৎসবে আপনাকে সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে।

পরিষদ ভবন
তাং : ২০. ২. ৮৫

রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
সম্পাদক
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

রক্তদান শিবিরে যোগ দিন

প্রিয় বন্ধু,

গত বছর পরিষদের উদ্যোগে ও ষ্টুডেন্টস্ হেল্থ্ হোমের ব্যবস্থাপনায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে আপনারা আশাতীত ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। তার জন্য আপনাদের প্রথমেই জানাই অভিনন্দন। এবারেও পরিষদের উদ্যোগে ২০শে মার্চ বুধবার ১ টায় পরিষদ ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আপনাদের কাছে আবেদন যে প্রস্তাবিত রক্তদান শিবিরে যোগদান করে এবারেও এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

পরিষদ ভবন
২০. ২. ৮৫

রঞ্জিত কুমার মিত্র
সম্পাদক
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

মনে রাখবেন আপনার রক্ত একটি অমূল্য জীবন রক্ষা করতে পারে আর এতে আপনার ক্ষতি হবারও কোন সম্ভাবনা নেই।

গ্রন্থাগার সংবাদ

২৪ পরগণা

বিরাটী টেক্সট-বুক লাইব্রেরী (বিকাশ মেমোরিয়াল)

গত ৯-৯-৮৪ তারিখে গ্রন্থাগারের সদস্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বার্ষিক কার্যবিবরণী ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। বার্ষিক বিবরণী ও হিসাব অনুমোদিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী ১৯৮৪-৮৫'র কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি শ্রীশ্যামা ঘোষাল। সহ-সভাপতি—শ্রী আশীস দেবরায়, সাধারণ সম্পাদক - শ্রী তপন চৌধুরী, সম্পাদক (সংস্কৃতি)—শ্রী সুজিত চৌধুরী, সম্পাদক (প্রশাসন)—শ্রী অজিত পাল, সম্পাদক (অর্থ)—শ্রী শঙ্কর চাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ—শ্রী সুবীর বক্সী। কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ - শ্রী শঙ্কর রায়, শ্রী আলোক সেন, শ্রী অশোক দে, শ্রী দিলীপ দাস, শ্রী আশীস গুহ, শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রী রবীন ভৌমিক ও শ্রীমতি সুতপা ঘোষ

দার্জিলিং

আনন্দা সুন্দরী গ্রামীণ গ্রন্থাগার, রথখোলা, শিলিগুড়ি

গত ১৭ই আগষ্ট' ৮৪তে গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় পৌর-উপপ্রধান শ্রী রবীন পাল মহাশয় এবং গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সদস্য শ্রী বীরেন্দ্র কুমার চন্দ এবং গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী বীরেন্দ্র নাথ সরকার।

বর্ধমান

ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্র পাঠাগার, বাইতি

গত ৬-১০-৮৪ তারিখে গ্রন্থাগারে বিজয়া ও মহরম উপলক্ষে প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং পাঠাগারের পরিচালনায় সুরেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল কুমার স্মৃতি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ঐ অঞ্চলের গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী রাম কমল চক্রবর্তী। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় এম এল এ শ্রী বীরেন্দ্র নাথ চাটার্জী। সভায় বক্তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান জানান।

মুর্শিদাবাদ

বালিয়া নেতাজী সংঘ

গত ২৫শে বৈশাখ বালিয়া নেতাজী সংঘে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংঘের সব পেরোহিত আসরের ভাইবোনেরা রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

২১শে জুলাই সংঘে সব পেরোহিত আসরের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন আসরের ভাই বিমান সরকার। যুদ্ধোওয়াজ, ড্রিল ও ছড়া নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সংঘের উদ্যোগে প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়।

বিগত ২৭-১০-৮৪ তারিখে ১৯৮৪-৮৭ সালের জন্য পরিচালক বর্গ গঠিত হয়।

হাওড়া

সংস্কৃতি চাকপোতা ঃ সাংস্কৃতিক উদ্যোগে প. ব. সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কার্যালয়, আমতা মহকুমা শাখা গত ১৯শে নভেম্বর একটি "সুসংবদ্ধ জনসংযোগ" প্রকল্পের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে পোস্টার প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং জাতীয় সংহতির উপর একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেন।

রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ

গত ১৮-১১-৮৪ তারিখে গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮০ থেকে ১৪ই অক্টোবর ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের কার্যবিবরণ ও ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ৮৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচিত হয় এবং গৃহীত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারে গ্রন্থসম্পদের সংখ্যা ২০০০, সদস্য সংখ্যা ২০০। এ বছরে ৬০ জন নতুন সদস্য হয়েছেন। গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগে বিনা চাঁদায় প্রবেশাধিকার পাবে। ১৮-১৯টি পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা হয়। দ্বি-মাসিক প্রাচীর পত্র প্রকাশ করা হয়। সভায় গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণ এবং আরও ব্যাপক মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এলাকার সকল শিশুকে গ্রন্থাগারের সদস্য করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

ঘেউলপুর বিদ্যাম লাইব্রেরী ঃ—

২৬শে মে সংস্থার লাইব্রেরীর উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো রবীন্দ্র নজরুল সান্ধ্য অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করা হয়। লাইব্রেরীর সদস্য সদস্যা ও কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে দুই কবির কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ ও এই লাইব্রেরীর সভাপতি শ্রীবিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী। লাইব্রেরীর অন্যতম সহ-সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সর্বশ্রী শ্রীপ্রসিত বসু ও শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষ দুই কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও স্বাগত জানান। লাইব্রেরীর কর্মীরা রাত্রে নাটকাভিনয় করেন।

হাওড়া পোষ্টাল রিক্রিয়েশন ক্লাব ঃ—

ক্লাবের পাঠাগারের গত ২৫শে মে অন্যান্য বছরের মতো রবীন্দ্র নজরুল সংধ্যা আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্বাগত ভাষণ দেন। ক্লাবের পদাধিকারী সভাপতি হাওড়া মুখ্য ডাকঘরের মাননীয় পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মানসিংহপুর স্বামী নিরাকারানন্দ স্মৃতি পাঠাগার ঃ—

গত ৫ই মে সংস্থার বড়গাছিয়ার অন্তর্গত এই পাঠাগারটি পরিদর্শন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী। এই পাঠাগারটি ১৯৮০ সালে থেকে শুরু হলেও ৮২-৮৩ সালে অনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সরকারী নিবন্ধীকৃত হয়। এই পাঠাগার অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা প্রায় যথাক্রমে এক হাজার ও সত্তর জন হয়েছে। পাঠাগারের নিজস্ব কোন ঘর না থাকায় স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী সমর ঘোষের ঘরে এর অবস্থান। এই পাঠাগারের গৃহের জন্য নিজস্ব জমি সংগৃহিত হয়েছে। নূতন ঘর তৈরীর প্রচেষ্টা চলছে। এই পাঠাগারে পরিচালনায়

গ্রন্থাগার ও জনসংযোগ পাঠকদের জন্য

কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো
কার্লমার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
ডি. রিয়াজনভ রচিত টীকা সহ

মার্কসবাদের আকর গ্রন্থের মূল সার বিষয়ে সর্বাধুনিক বেশী পরিচিত এই চিরায়ত গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য টীকা সহ প্রথম বাংলা অনুবাদ। দাম কুড়ি টাকা

সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে / ১৬·০০

হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবন-চর্যা
ডঃ কে. এম. আশরাফ / ১৫·০০

কমিউনিজমের নীতি
ফ্রেডরিক এঙ্গেলস / ২·০০

MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY
Karl Marx & Frederick Engels with notes by D. Ryazanov
Price Rs. 25 00

ASPECTS OF WORLD POLITICS
Ajit Roy / Rs. 20 00

'EURO-COMMUNISM'
An Analytical Study
Ajit Roy / Rs. 10 00

PROBLEMS OF MARXISM
Collection of Documents / Rs. 14·00

PEARL PUBLISHERS
206 Bidhan Sarani, Cal-6

বিবেকানন্দ শিক্ষা কেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এবং এদের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়ে আসছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব আদর্শে বহু কর্মসূচীর মাধ্যমে লাইব্রেরীর কর্মীরা লাইব্রেরীকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। লাইব্রেরীর সম্পাদক নরেন চাঁদ রায়ের সঙ্গে আলোচনায় লাইব্রেরীর বহু তথ্য জানা যায়। এই লাইব্রেরীর কর্মীদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

মহিষাড়ী সাধারণ পুস্তকালয় :—

রবীন্দ্র নজরুল সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে যথারীতি সম্পন্ন হলো গত ১০ই জুন সন্ধ্যায় পুস্তকালয় ভবনে। ঐ দুই কবির বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বক্তব্য রাখেন মাননীয় ডক্টরেট শঙ্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠানে ও আলোচনার মধ্য দিয়ে, কবিচর্চা। আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

প্রতিবেদক : সৌভিক চ্যাটার্জী

Annual subscription Rs. 24 00
Single Issue Rs. 2 00

Licensed to post without per-payament
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO RN/2674/47

Volume 34 : No. 5-6 August-September 1984

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone 29 8466

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No.
Calcutta-700 014

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal – 73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press 23, Dixon Lane, Calcutta—700014 Phone 27-1030

Editor : Ramkrishna Saha